উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

রাজনৈতিক দল গড়লেন মাস্ক
» ৭

আর্থিক বৈষম্য নিয়ে সরব গড়করি

মোদি জমানায় দারিদ্র্য দ্রুত কমেছে বলে বারবার দাবি করে বিজেপি। কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি দাবি করেছেন ভারতে আর্থিক বৈষম্য ক্রমশ বাড়ছে।
» ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৪°	৩৪°	৩৪°	৩৫°
সর্বনিম্ন	২৫°	২৬°	২৬°	২৬°

জগন্নাথের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ দলের অন্দরেই
» ৫

২২ আষাঢ় ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 7 July 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 50

সময়ের কথা

উত্তরের নাট্যচর্চায় আশাভঙ্গের হাহাকার

অতনু গঙ্গোপাধ্যায়

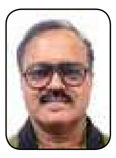

গঙ্গার উত্তর পারবরাবর জনসমষ্টির শাখা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকৃষ্টির একটি বড় সম্পর্ক আছে। মালদা থেকে একটি শাখা বালুরঘাট পর্যন্ত এবং আরেকটি শাখা উত্তর দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি হয়ে কোচবিহার পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরের জেলাগুলির মধ্যে একমাত্র কোচবিহার শহরের নাট্যচর্চার ইতিহাস ষোড়শ শতাব্দীর এবং রাজনুগ্রহে, কিন্তু উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলা সদর এবং গঞ্জগুলিতে আধুনিক নাটকের প্রাণসঞ্চার ঘটে অষ্টাদশ শতাব্দীতে জমিদার বা বড় জোতদারদের হাত ধরে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জেলা সদরের অফিস, কাছারির কর্মচারী, কোর্টের আইনজীবী, চা বাগানের দেশি সাহেব, ছোট শিল্প মালিক, ছোট-বড় জোতদারের দ্বারা সামাজিক 'বাবু' কালচারের পৃষ্ঠপোষকতায় নাট্যদল গড়ে উঠতে থাকে। এই কালচারের রেশ গত শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত ছিল। তখন নাটকের বিষয়বস্তু পুরাণ গল্পপ্রধান কিন্তু দর্শকের ঢল ছিল প্রচুর। উত্তরবঙ্গের নাটকের দলগুলিতে সামাজিক, রাজনৈতিক বা বিদেশি নাটকের অনুবাদের নাট্য অনুশীলন শুরু হয় মোটামুটি ষাটের দশক থেকেই। জেলা শহরগুলিতে শরণার্থী ভিড় বা কাজের সুযোগের জন্য গ্রামের বাস উঠিয়ে প্রচুর মানুষ চলে আসেন। সেই সময় তাঁরাই নাটকের অভিনেতা ও দর্শক। নতুন নাটকের অনেক স্বর্ণরজনী পার করে জলপাইগুড়ি শহরের ফ্রেন্ডস ড্রামাটিক ক্লাব বা বালুরঘাটের নাট্যমন্দির আজ শতাব্দীপ্রাচীন নাট্যচর্চার কেন্দ্র হয়েও প্রায় মূক ও বধির। বরং উত্তরের জেন-ওয়াই প্রজন্ম এই সময়ে আধুনিক নাটকের অভিমুখকে আরও বেশি ধারালো করে তুলেছে। অত্যাধুনিক ও শিল্প প্রকৌশলী নাট্য রূপায়ণ এবং তার সঙ্গে সাব-অল্টার্ন কালচারের সংমিশ্রণ যেমন- নাটকে মালদার গম্ভীরা, কোচবিহারের ভাওয়াইয়া গান কিংবা দিনাজপুরের রাজবংশী গ্রামীণ লোককথার, লোকনৃত্যের ব্যবহার নাটককে উপস্থাপিত করানোর মাধ্যমে আধুনিক নাটকের সামাজিক আবেদনের মুখকে আরও প্রসারিত করেছে।

শহর বা মফফসলের মধ্যবিত্তের সংগঠিত কাঠামোকে মজবুত করার উপাদানের মধ্যে নাট্যচর্চার অনেক অবদান। এই সময়ে উত্তরের জেলাগুলির মধ্যে জলপাইগুড়ির মুক্তাঙ্গন, উজান, দর্পণ, রূপায়ণ, কোচবিহারের ইন্দ্রায়ুধ, কম্পাস, আইপিএ, অনুভব, শিলিগুড়ির শিল্পতীর্থ, কালিয়াগঞ্জের নজমু, রায়গঞ্জের রাইনা, রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট, ছন্দম কুশমণ্ডি ব্লকে, বুনিয়াদপুর সহচলি, বালুরঘাটের নাট্যকর্মী, সমমন,

এরপর দশের পাতায়

শাপমোচন

স্বপ্নের বোলিং আকাশ দীপের

ভারত-৫৮৭ ও ৪২৭
ইংল্যান্ড-৪০৭ ও ২৭১
(ভারত ৩৩৬ রানে জয়ী)

বার্মিংহাম, ৬ জুলাই : অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান।

অভিশপ্ত বার্মিংহামে শাপমোচন ভারতীয় ক্রিকেটের। নবম প্রচেষ্টা, কয়েক দশকের অপেক্ষায় ইতি টেনে বার্মিংহামে প্রথমবার ইংল্যান্ড-বধ। ব্রাইডন কার্সের ক্যাচ শুভমান গিলের হাতে জমা পড়তেই নতুন ইতিহাস তৈরি। অতীতে কোনও ভারতীয় দল যা পারেনি, সেটাই করে দেখাল তরুণ ব্রিগেড।

বৃষ্টিকাঁটা সরিয়ে ইংল্যান্ড-বধ

মুখ ভার আকাশ, বৃষ্টি-কাঁটার প্রাচীর সরিয়ে রূপকথার জয়ের নেপথ্যেও আকাশ--আকাশ দীপ। টেস্ট কেরিয়ারে ইনিংসে আকাশের (৯৯/৬) প্রথম হাফ ডজন, ম্যাচে দশ শিকারে (১৮৭/১০) ভেঙে চুরমার বার্মিংহামকে ঘিরে আশঙ্কার-মিথ। সুইং, নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের দুরন্ত প্রদর্শনীতে অন্ধকার অতীত সরিয়ে দীপ হয়ে জ্বললেন।

প্রথম ইনিংসে মহম্মদ সিরাজের হাফ ডজনের পাশে চার উইকেট নিয়েছিলেন আকাশ। আজ হাফ ডজন। জসপ্রীত বুমরাহর অভাব ঢেকে দুরন্ত জয়ে অন্যতম নায়ক হয়ে ওঠা। গতকাল শেষবেলায় বেন ডাকেট ও জো রুটের উইকেট ছিটকে দেন। আজ নির্ণায়ক দিনে ওলি পোপ, হ্যারি ব্রুক, জেমি স্মিথের সঙ্গে শেষ ব্যাটার ব্রাইডন কার্স।

মূলত আকাশের দাপটে ভারতের ৬০৮ রানের চ্যালেঞ্জের অনেক আগে ২৭১-এ মুখ থুবড়ে পড়ে থ্রি লায়ন্সের যাবতীয় হুংকার।

এরপর দশের পাতায়

উচ্ছ্বাস।। ওলি পোপকে আউট করে আকাশ দীপ। রবিবার বার্মিংহামে।

একনজরে

১ শুভমান গিল ২৫ বছর ৩০১ দিন বয়সে ভারতের কনিষ্ঠতম অধিনায়ক হিসেবে অ্যাওয়ে টেস্টে জয় পেলেন।

১ বার্মিংহামে প্রথমবার টেস্ট জিতল ভারত।

২ আকাশ দীপ দ্বিতীয় ভারতীয় যিনি ইংল্যান্ডে এক টেস্টে ১০ উইকেট নিলেন।

১৮৭/১০ বার্মিংহাম টেস্টে আকাশ দীপের বোলিং ফিগার। যা ইংল্যান্ডের মাটিতে ভারতীয়দের মধ্যে সেরা।

৩৩৬ বার্মিংহামে ৩৩৬ রানে জিতল টিম ইন্ডিয়া। যা অ্যাওয়ে টেস্টে রানের বিচারে সর্বাধিক।

মদের ঠেকে আটক দুই ফুলের ৫ নেতা

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ৬ জুলাই : 'মিলে সুর মেরা তুমহারা' নয়। এ যেন মিলে সুরা মেরা তুমহারা। মদের আসর বসানো থেকে শুরু করে পুলিশের ওপর চড়াও হওয়ার ঘটনায় একইসঙ্গে নাম জড়াল তৃণমূল ও বিজেপি নেতাদের। ঘটনাস্থল ধূপগুড়ি।

শনিবার উলটোরথের মেলা শেষে গভীর রাতে বসেছিল মদের আসর। টহলরত পুলিশ ভ্যান এলাকা ফাঁকা করতে গেলে তাদের ওপরেই চড়াও হয় সেই নেতারা। রীতিমতো শাসানি দেওয়া হয় পুলিশ আধিকারিকদের। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিক এবং সিভিক ভলান্টিয়ারদের কলার ধরে হেনস্তা করা হয়। শেষপর্যন্ত ঘটনাস্থল থেকে ৫ জনকে আটক করা হয়। তবে রাতেই ছেড়ে দেওয়া হয় তিনজনকে। শাসকদলের লোক বলেই রাতে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, অভিযোগ বিজেপির।

বাকি দুজনকে ছাড়ার দাবিতে রবিবার সকাল থেকেই পুলিশের ওপর চাপ বাড়াতে শুরু করেন বিজেপি নেতারা। শেষপর্যন্ত দুপুরের পর দুই বিজেপি কর্মীকেও ব্যক্তিগত বন্ডে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় পুলিশ।

ঘটনার সূত্রপাত শনিবার রাত ১১টা নাগাদ। ধূপগুড়ি পুর এলাকার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর বোরাগাড়ি জুনিয়ার বেসিক স্কুলের মাঠে উলটোরথের মেলার আয়োজন করে কদমতলা বাজার রথের মেলা কমিটি। শনিবার মেলা চলাকালীন দু'একটা ছোটখাটো গণ্ডগোলের খবর পায় পুলিশ। সেইমতো রাতে এলাকায় বাড়তি পুলিশি টহলের ব্যবস্থা ছিল। থানায় খবর পৌঁছায়, মেলার মাঠে মদের আসর বসেছে। এরপরেই বাড়তি বাহিনী হিসেবে ধূপগুড়ি থানার পিসি পার্টির ওসির নেতৃত্বে এক ভ্যান পুলিশকর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়ার ঘটনাস্থলে যান। এলাকা ফাঁকা করার কথা বলতেই সেই তৃণমূল ও বিজেপি নেতারা তাঁদের ওপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ। থানায় খবর পৌঁছালে বিশাল পুলিশবাহিনী গিয়ে মেলার মাঠ ও কদমতলা মোড় ফাঁকা করে দেয়। সেইসঙ্গে ঘটনায় জড়িত পাঁচজনকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে।

আটক পাঁচজনের মধ্যে ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির ছেলে তাপস সূত্রধর ছিলেন। ছিলেন বারোঘরিয়া অঞ্চল তৃণমূল সভাপতির ভাই গৌতম সরকার। সেইসঙ্গে রথের মেলার আয়োজন কমিটির সম্পাদক তথা স্থানীয় বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য সোমা দে'র স্বামী গৌরাঙ্গ দে-ও ছিলেন। এছাড়া প্রণব রায় এবং সুপ্রকাশ বর্মন নামে আরও দুজনকে আটক করে নিয়ে আসে পুলিশ।

পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে বিজেপির বিধানসভা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক নরেশ রায় বলেন, 'কোনও অন্যায় হয়ে থাকলে সবার সমান বিচার হবে। আমরা ঘটনার প্রতিবাদ না করলে পুলিশ তো আমাদের নেতাদের জেলে পুরে দিত।'

ধূপগুড়ি থানার তরফে জানানো হয়েছে, পরিবারের লোক না আসার কারণে আটক বাকি দুজনকে রাতে ছাড়া হয়নি। যাদের বাড়ির লোক এসেছিল তাদের রাতেই পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

যা ঘটেছে

- শনিবার গভীর রাতে বসেছিল মদের আসর
- টহলরত পুলিশ ভ্যান এলাকা ফাঁকা করতে গেলে তাদের ওপর চড়াও হয় নেতারা
- রীতিমতো শাসানি দেওয়া হয় পুলিশ আধিকারিকদের
- ঘটনাস্থল থেকে ৫ জনকে আটক করা হয়
- তবে রাতেই ছেড়ে দেওয়া হয় তিনজনকে

ক্লাসে ছাত্রীকে শারীরিক হেনস্তা

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ৬ জুলাই : প্রথমে কসবার ল' কলেজে ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনা। তারপর জলপাইগুড়ি শহরের একটি বেসরকারি স্কুলে ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ। এবার কোচবিহারের শীতলকুচি ব্লকের ডাকঘরা হাইস্কুলে এক ছাত্রীকে শারীরিক হেনস্তার অভিযোগ উঠল তারই সহপাঠীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি যদিও দিনকয়েক আগেই ঘটেছে। তবে সম্প্রতি সেই ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর তোলপাড় পড়ে গিয়েছে শিক্ষা মহলে। যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। তবে এমন একটি ঘটনা যে ঘটেছে, সেকথা স্বীকার করে নিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। তবে ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করেনি পুলিশ। প্রধান শিক্ষকের দাবি, দু'পক্ষকে ডেকে মিটমাট করে নেওয়া হয়েছে।

এই ঘটনার বিষয়ে শীতলকুচি থানার পুলিশ মন্তব্য করতে নারাজ। কোচবিহারে জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের কথায়, 'এই ঘটনার পরে পরিবার দুটি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে। নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ঘটনাটি মীমাংসা করে নিয়েছে।'

সেই ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, ছাত্রীটি বাধা দিলে তাকে ঘাড় ধরে ধাক্কা দিচ্ছে সেই অভিযুক্ত। বসার বেঞ্চের মধ্যে ফেলে গলা টিপে ধরছে। এমনকি মেয়েটিকে লাথি মেরে কোনও একটি ঘটনায় ক্ষমা চাইতে নির্দেশ দিচ্ছে সেই ছাত্র। সেই ছাত্রের কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন স্কুলের অন্য পড়ুয়ার অভিভাবকরা।

ছাত্রীকে মারধরের ঘটনাটি ঘটেছে গত সপ্তাহে বুধবার। বিষয়টি প্রধান শিক্ষকের নজরে পড়লে তিনি বৃহস্পতিবার দুই পড়ুয়ার অভিভাবকদের স্কুলে ডাকেন। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী বুলু বর্মন। প্রধান শিক্ষকের দাবি, তিনি ঘটনার মীমাংসা করে দিয়েছেন। এই ভিডিও দেখার পরেই স্কুলের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সব ঘটনা জানার পরেও আইনি ব্যবস্থা

এরপর দশের পাতায়

ছবি : এআই

দিনভর দাপিয়ে মৃত্যু ২ বাইসনের

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ৬ জুলাই : সাতসকালে এ যেন 'দুয়ারে বাইসন'। রবিবার সকালে ময়নাগুড়ির সাপ্টিবাড়িতে হানা দেয় জোড়া বাইসন। সাপ্টিবাড়ি থেকে জঙ্গল কিন্তু প্রায় ৪৫ কিলোমিটার দূরে। এতখানি পথ অতিক্রম করে এসে, দিনভর এলাকায় তাণ্ডব চালিয়ে, বনকর্মীদের ঘুমপাড়ানি গুলি খেয়ে শেষপর্যন্ত সন্ধ্যায় মারাই গেল তারা। এদিন বাইসনের হামলায় জখম হয়েছেন ৫ জন। তবে জঙ্গল থেকে এত দূরে বাইসন দুটি কীভাবে চলে এল, সেই প্রশ্ন ভাবাচ্ছে বনকর্তাদের।

রবিবার ভোরে ঘরের দরজা খুলেই উঠোনের সামনে বিশাল আকারের জোড়া বাইসন দেখতে পান ময়নাগুড়ি সাপ্টিবাড়ি-২'এর পূর্ব বারোঘরিয়া এলাকার বাসিন্দা উমা রায়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিৎকার শুরু করেন। মর্দা বাইসন দুটি তখন গুটিগুটি পায়ে পাশের পাটখেত ও চা বাগান ধরে এগোতে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে খবর চাউর হয়ে যায়। ওই গ্রাম সহ আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে হাজারের বেশি মানুষ জড়ো হন এলাকায়। খবর পেয়ে রামশাই মোবাইল স্কোয়াড, বিন্নাগুড়ি স্কোয়াড ও খুনিয়া রেঞ্জের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে আসেন। আসে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। এরই মধ্যে বাইসন দুটি পাঁচজনকে জখম করে। আহতরা হলেন মনোজ বর্মন, জ্যোতিষ বর্মন, বিশ্বনাথ সরকার, লক্ষ্মীকান্ত রায় ও খোকন রায়। বাইসনের হামলা থেকে বাঁচতে তখন ভয়ে কেউ কেউ বন দপ্তরের গাড়ির ছাদে উঠে পড়েন, কেউ আবার গাছে উঠে যান। হুড়োহুড়ির জেরে পড়ে গিয়ে পায়ে আঘাত পান পুলেন রায় নামে এক প্রবীণ ব্যক্তি। আহতদের প্রত্যেককেই উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এর মধ্যে কিশোর মনোজের আঘাত গুরুতর। বর্তমানে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছে।

দিনভর বাইসন দুটি কখনও গৃহস্থের বাড়ির উঠোনে, কখনও আবার পাটখেতে, কখনও চা বাগানে দাপিয়ে বেড়ায়। বেলা বাড়ার পর তারা আলাদা হয়ে যায়। একটি বাইসন সাপ্টিবাড়ি এলাকায় থেকে যায়। অন্যটি সুটুঙ্গা নদী পেরিয়ে মেখলিগঞ্জ ব্লকের রানিরহাট এলাকায় ঢুকে পড়ে। তখন কোচবিহার বন বিভাগের ডিএফও অসিতাভ মুখোপাধ্যায় কোচবিহার ও জলদাপাড়া থেকে বনকর্মীদের নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। দিনভর বিভিন্ন এলাকা দাপিয়ে বেড়ানোর পর দুটি

এরপর দশের পাতায়

চাঞ্চল্য।। ময়নাগুড়ির সাপ্টিবাড়িতে বাইসন। রবিবার।

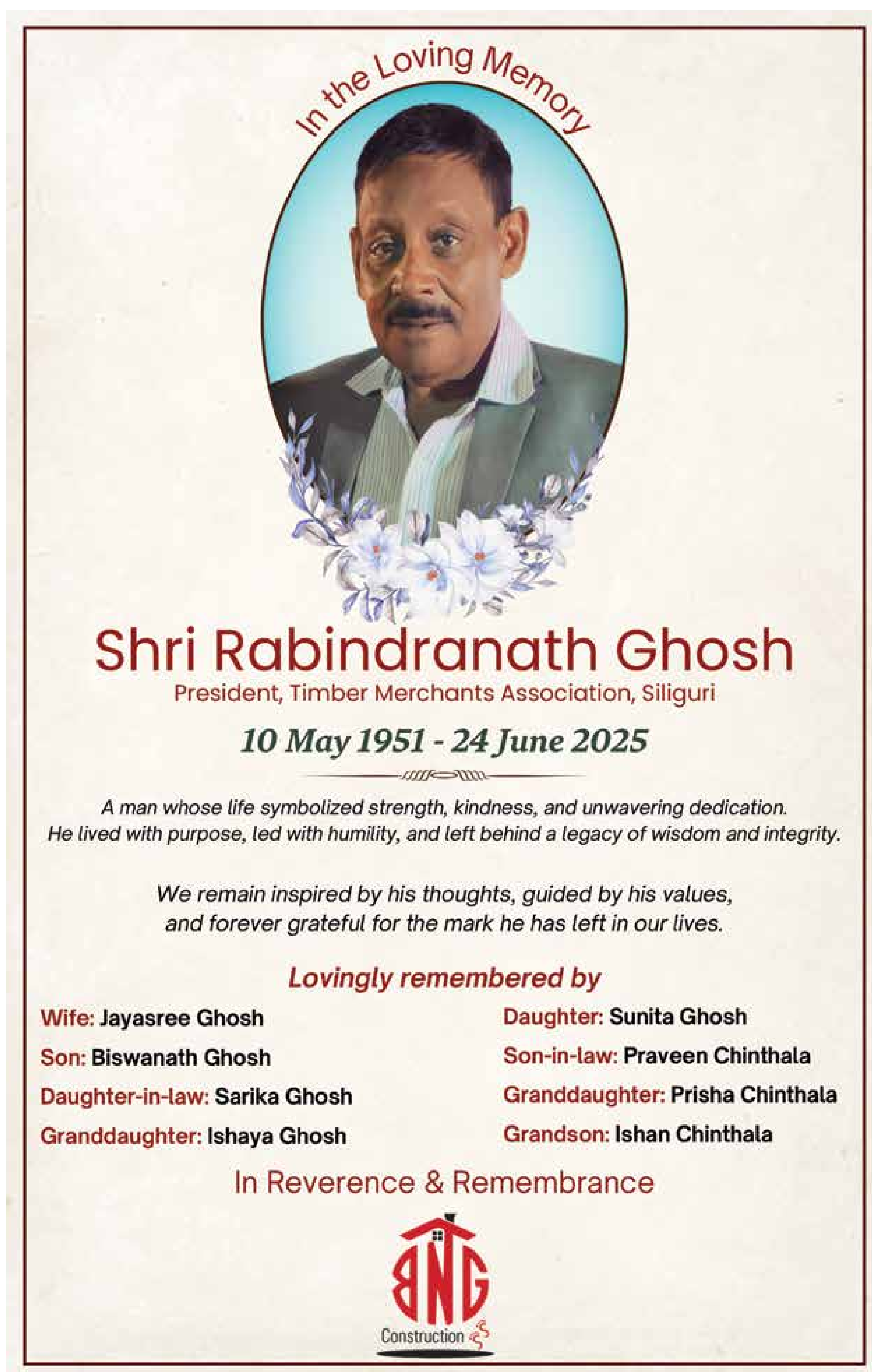

চাহিদা বাড়ায় সরকারি রিসর্টেও সুইমিং পুল

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৬ জুলাই : ডুয়ার্স, তরাই বা পাহাড়ে লোকে বেড়াতে আসেন জঙ্গল বা পাহাড়ের টানে। কিন্তু সঙ্গে সুইমিং পুলের চাহিদাও বাড়ছে। ভাবটা এমন, থাকার ঘরটা মোটামুটি হোক, আপত্তি নেই। শুধু সুইমিং পুলটা যেন থাকে। আসলে ইউরোপের মতো ডুয়ার্স, পাহাড়ও এখন পুড়ছে গরমে। বেড়াতে এসে পর্যটকরা তাই রিসর্টে সুইমিং পুল আছে কি না খোঁজ করছেন। অনেকে বুকিংয়ের আগে জেনে নিচ্ছেন পুল আছে কি না।

এই চাহিদাতেই পিছিয়ে পড়ছে সরকারি রিসর্টগুলো। বেসরকারি কিছু রিসর্টে সুইমিং পুল থাকলেও সরকারি কোনও রিসর্টে নেই। ডুয়ার্সের লাটাগুড়িতে বেসরকারি রিসর্ট ও হোটেলগুলোয় এই ব্যবস্থা থাকায় প্রচুর বুকিং হচ্ছে। বেসরকারি রিসর্টগুলো উঠে আসছে পর্যটকদের পছন্দের তালিকা। সেই পছন্দের সঙ্গে নিজেদের প্রস্তুত করতে আসরে নামল রাজ্যের পর্যটন দপ্তর।

বেসরকারি রিসর্টের সঙ্গে পাল্লা দিতে মূর্তি এবং শিলিগুড়ি শহরের উপকণ্ঠে মৈনাক টুরিস্ট লজে সুইমিং পুল তৈরি করতে টেন্ডার ডাকল পর্যটন দপ্তর। সুইমিং পুল দুটি তৈরিতে খরচ ধরা হয়েছে ২ কোটি টাকা। যদিও পরিবেশপ্রেমী রাজা রাউতের মতে, 'সুইমিং পুল বানানোর আগে দেখে নিতে হবে সরকারি রিসর্টটি ইকো সেনসিটিভ জোনের মধ্যে পড়ে কি না।'

এই বক্তব্যের কারণ কী? গরুমারা জাতীয় উদ্যানের বাইরে ১৭ কিমি পর্যন্ত এলাকাকে ইকো সেনসিটিভ জোন ঘোষণা করা হয়েছে। যে কারণে কিছুদিন আগে গরুমারা জঙ্গল লাগোয়া ইকো সেনসিটিভ জোনে বেসরকারি রিসর্টে পুল নির্মাণ বন্ধ করে দেয় বন দপ্তর। গরুমারার বিভাগীয় বনাধিকারিক দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন, 'জেলা শাসক ইকো সেনসিটিভ জোন

মনিটরিং কমিটির চেয়ারম্যান। এখনও কমিটির বৈঠক হয়নি। তাই জানানো হয়নি। ইকো সেনসিটিভ জোন বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়েছি। কমিটির বৈঠক না হওয়া পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত জানানো সম্ভব নয়।'

তবে কোন কোন এলাকা এই জোনে পড়বে, তা নিয়ে প্রশাসন স্পষ্ট কিছু জানায়নি। যদিও পর্যটন দপ্তরের উত্তরবঙ্গের যুগ্ম অধিকর্তা জ্যোতি ঘোষ বলেন, 'মৈনাক ও মূর্তির রিসর্ট দুটি পুরোনো ও জঙ্গলের বাইরে।' রিসর্টগুলোতে এখন যেমন এসির চাহিদা, তেমনই সুইমিং পুলের। সেই চাহিদাকে নজর রেখে তাই উদ্যোগী সরকারও।

সম্প্রীতির মেলবন্ধন চাঁচলে, পরম্পরায় ছেদ পড়েনি আজও

প্রথা অটুট, তাজিয়া কাঁধে লাল্টুরা

সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

চাঁচল, ৬ জুলাই : কিছু আগেই উলটোরথ শেষে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা মাসির বাড়ি থেকে ফিরেছেন রাজবাড়ির ঠাকুরদালানে। তারপরেই নবমীর রাতে সাবেক আমলের দেড়শো বছরের প্রথা মেনে রাজবাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল মহরমের তাজিয়া। রাজা শরৎচন্দ্রের প্রতি সম্মান এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের সঙ্গে অটুট রইল সম্প্রীতির মেলবন্ধন।

এখন আর রাজা নেই, নেই রাজ্যপাটও। ঠাকুরদালান ছাড়া আক্ষরিক অর্থে রাজবাড়িও নেই। কারণ চাঁচল রাজবাড়ির মূল অংশে এখন চাঁচল মহকুমা আদালত বসে। কিন্তু রাজ আমলের বিভিন্ন প্রথা এখনও মানেন স্থানীয়রা। পাহাড়পুরের দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনে মুসলিমদের আলো দেখানো হোক বা মহরম, পরম্পরায় আজও পড়েনি ছেদ। শনিবার ঘড়ির কাঁটায় তখন রাত ৮টা। তাজিয়া কাঁধে মিছিল করে রাজবাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছেন খেলেনপুরবাসী। স্থানীয় ব্যবসায়ী শম্ভু দাস বলেন, 'ছোটবেলা থেকে দেখছি এই প্রথা মানা হচ্ছে। ঠাকুমার মুখে শুনেছিলাম, রাজার আমল থেকে

> দাদু-ঠাকুমাদের মুখে শুনেছি রাজ আমলের এই প্রথার কথা। এর মধ্যে দিয়ে সম্প্রীতি গড়ে উঠছে। খুব ভালো লাগে।
>
> **নীতিন রজক** স্থানীয় বাসিন্দা

এখানে তাজিয়া নিয়ে আসা হয়। রাজা সম্প্রীতির নজির তৈরি করেছিলেন। তা বজায় রাখাই সময়ের দাবি।'

রাজা শরৎচন্দ্রের আমলে মহরমের জন্য আর্থিক সাহায্য চেয়ে দরবারে এসেছিলেন খেলেনপুর এলাকার প্রজারা। সেই অনুরোধ মেনে সাহায্য করেন রাজা। শুধু সে বছর নয়, সারাজীবন তিনি এই সাহায্য করে গিয়েছেন। তাঁর কৃতজ্ঞতায় তাজিয়া তৈরি করে নবমীর রাতে মিছিল করে রাজদরবারে আসতেন খেলেনপুরের মানুষ। রাজা লাঠিখেলা দেখতে ভালোবাসতেন। রাজবাড়িতে তাজিয়া রেখে লাঠিখেলা দেখাতেন মানুষ। খুশি হয়ে উপহারও দিতেন শরৎচন্দ্র। এখন চাঁচল রাজার কোনও উত্তরসূরিও নেই। কিন্তু রাজার প্রতি সম্মান জানানোর প্রথা অটুট রেখেছেন স্থানীয় গ্রামবাসী। চাঁচলের বিধায়ক নীহাররঞ্জন ঘোষও শনিবারের মিছিলে শামিল হন। তিনি বলেন, 'শামিল হতে পেরে খুব ভালো লাগছে।' এদিন কোর্টের সামনে কিছুক্ষণ রাখা হয় তাজিয়া। হয় লাঠিখেলা। স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষরাও যোগ দেন তাতে। খেলেনপুর মহরম কমিটির সম্পাদক লাল্টু সরকার বলেন, 'রাজার সাহায্যেই আমাদের পূর্বসূরিরা মহরম চালু করতে পেরেছিলেন। ওঁরা প্রথা চালু করেছিলেন। বজায় রাখা আমাদের কর্তব্য।'

চাঁচল মহকুমা আদালতের সামনে মহরমের তাজিয়া। রবিবার।

শ্বশুরবাড়িতে মাথা ফাটল এএসআইয়ের

মণিশংকর ঠাকুর

তপন, ৬ জুলাই : দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ মেটাতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ আধিকারিক। রবিবার বিকেলে দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন ব্লকের দীপখণ্ডা গ্রামে মাথায় চোট পান তপন থানার এএসআই ও মালবাবু গোলাম মর্তুজা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে তপন গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে তাঁকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন চিকিৎসক।

গোলাম তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী মাম্পি সরকারের সঙ্গে বিয়ের পর তপন ৬ নম্বর চণ্ডীপুর পঞ্চায়েতের গৌরীপুর গ্রামে ভাড়াবাড়িতে থাকছিলেন। ফেব্রুয়ারিতে তাঁরা বিয়ে করেন। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে দাম্পত্যজীবন শুরুর কিছুদিনের মধ্যে মনোমালিন্যের শুরু। সমস্যা মেটাতে রবিবার দীপখণ্ডায় শ্বশুরবাড়ি যান গোলাম। কথা কাটাকাটি শুরু হলে মাম্পির পরিবারের লোকজন তাঁর ওপর চড়াও হন বলে অভিযোগ। চিকিৎসক জানিয়েছেন, ১১টি সেলাই পড়েছে গোলামের মাথায়।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্ত মাম্পি, তাঁর মা রোজিনা সরকার ও ভাই রুবেল সরকারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মাম্পির বাবা মোখলেস সরকার ও দাদা রশিদুল সরকার পলাতক। ঘটনার তদন্তে নেমেছে তপন থানার পুলিশ। আইসি জনমারি ভিয়ান্নে লেপচা বলেন, 'তিনজন গ্রেপ্তার হয়েছেন। পলাতকদের খোঁজ চলছে।' শুধু পারিবারিক বিবাদ, না অন্য কোনও কারণ আছে, খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মার খাচ্ছে উৎপাদন

চা বাগানে নয়া আতঙ্ক ব্যাকটিরিয়াল ব্লাইট

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৬ জুলাই : ডুয়ার্স-তরাইয়ের চা বাগানে এখন নয়া আতঙ্ক ব্যাকটিরিয়াল ব্লাইট। ওই রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর হেক্টরের পর হেক্টর চা গাছের কচিপাতা শুকিয়ে যাচ্ছে। ফলে সেখান থেকে আর উৎপাদন মিলছে না। রোগ নিয়ন্ত্রণে কোনও রাসায়নিক বা ওষুধও নেই। এর পাশাপাশি রেড রাস্ট ও ফিউসেরিয়াম নামে আরও দু'ধরনের রোগ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে চা বণিকসভা টেরাই ইন্ডিয়ান প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (টিপা)-এর তরফে প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। মালিকপক্ষের অন্য সংগঠনগুলিও একই কথা জানাচ্ছে।

টিপা-র চেয়ারম্যান মহেন্দ্র বনসল বলেন, 'চা গাছে আগে যে সমস্ত রোগ কালেভদ্রে দেখা যেত, তা এখন সর্বত্র ছেয়ে গিয়েছে। ব্যাকটিরিয়াল ব্লাইট তো দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। চা শিল্পের জন্য যেসব অনুমোদিত রাসায়নিক রয়েছে, তা কোনও কাজে আসছে না। নতুন কিছু রাসায়নিক এখনও অনুমোদনের অপেক্ষায়। আমাদের দাবি, সেগুলি ব্যবহারের জন্য জরুরিভিত্তিতে ছাড়পত্র দেওয়া হোক।'

এদিকে, এবারের মে ও জুন মাসে গতবারের থেকে উৎপাদন একধাক্কায় ৫০ শতাংশ কমে গিয়েছে। ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (আইটিপিএ)-এর ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রামঅবতার শর্মার বক্তব্য, 'একদিকে প্রতিটি নিলামে চায়ের দাম

ব্যাকটিরিয়াল ব্লাইটের কারণে এমনই দশা হচ্ছে দুটি পাতা একটি কুঁড়ির।

> ব্যাকটিরিয়াল ব্লাইট তো দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। চা শিল্পের জন্য যেসব অনুমোদিত রাসায়নিক রয়েছে, তা কোনও কাজে আসছে না। নতুন কিছু রাসায়নিক এখনও অনুমোদনের অপেক্ষায়। আমাদের দাবি, সেগুলি ব্যবহারের জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হোক।
>
> **-মহেন্দ্র বনসল** চেয়ারম্যান, টিপা

নিম্নমুখী, অন্যদিকে উৎপাদন কমছে। আগামীতে কীভাবে এই শিল্প টিকে থাকবে, সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।' চা গবেষণা সংস্থার (টিআরএ) সদর কার্যালয় অসমের টোকলাই কেন্দ্রের পতঙ্গবিদ ডঃ সোমনাথ রায় বলছেন, 'হেলোপেলটিস, গ্রিন ফ্লাই, থ্রিপসের মতো শোষক পোকার হামলা এবার লাগামছাড়া। যে কারণে ব্যাকটিরিয়াল ব্লাইটের মতো রোগ ছড়াচ্ছে। এতে চা গাছের কুঁড়ি শুকিয়ে যায়। দমন করার জন্য প্রয়োজন অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় রাসায়নিক। যা এখনও চা বাগানের জন্য অনুমোদিত নয়। তবে নতুন কিছু রাসায়নিক রয়েছে যেগুলি ব্যবহারে সবুজ সংকেত মিললে সমস্যা থেকে মুক্তি সম্ভব।' পরিস্থিতি যে উদ্বেগজনক, তা মেনে নিয়েছেন টিআরএ-র তরাই শাখার অ্যাডভাইজারি অফিসার ডঃ তৃণা মণ্ডলও।

পর্যটন ব্যবসায়ীদের নতুন সংগঠন

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ৬ জুলাই : উত্তরবঙ্গে পর্যটনের প্রসার এবং অনলাইন বুকিংয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনতে রবিবার লাটাগুড়িতে 'নর্থবেঙ্গল হোটেল অ্যান্ড হোমস্টে ওনার্স অ্যান্ড ট্রাভেল এজেন্ট গ্রুপ' নামে নতুন সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হল। পর্যটকদের নিরাপত্তা দিতে হেল্পলাইন নম্বর চালু সহ একাধিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গে পর্যটন বাড়াতে কাজ করাই হবে প্রধান লক্ষ্য, জানিয়েছেন নতুন সংগঠনের কর্মকর্তারা।

কখনও অনলাইনে টাকা দিয়ে রিসর্ট বা হোটেল বুক করেও পরিষেবা মেলে না। আবার অনেক

লাটাগুড়ি

ক্ষেত্রে একই ধরনের রিসর্ট বা হোটেলের বিভিন্ন ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এইসব সমস্যার সমাধান করতে এবং উত্তরবঙ্গে বেড়াতে আসা পর্যটকদের জন্য হেল্পলাইন নম্বর চালু করতে চলেছে এই সংগঠন। এদিন লাটাগুড়ির বৈঠকে মিলিত হন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের হোটেল ও হোমস্টে মালিক এবং ট্রাভেল এজেন্টরা। সংগঠনের নবনিযুক্ত সভাপতি মনোজিৎ চক্রবর্তী বলেন, 'পর্যটকদের হয়রানির হাত থেকে নিরাপদে রাখতে হেল্পলাইন নম্বর চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অচেনা জায়গা খুঁজে, পর্যটকদের কাছে তুলে ধরা হবে। পর্যটনের প্রসারে স্থানীয় ইকো গাইড ও গাড়িচালকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের উদ্যোগও নেওয়া হবে।' এদিন নতুন কমিটির সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব দেওয়া হয় শুভ ভৌমিক ও শুভজ্যোতি বসুকে।

বক্সায় আরও তিনটি সাফারি গাড়ি

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৬ জুলাই : সেপ্টেম্বর মাসের ১৬ তারিখ থেকে পর্যটকদের জন্য খুলে যাবে জঙ্গল। সেদিন থেকে চালু হবে সাফারিও। চলতি বছরে সাফারি খুলতেই সুখবর পেতে চলেছে বক্সা টাইগার রিজার্ভ। কারণ জঙ্গল সাফরিতে বাড়তে চলেছে সাফারি গাড়ির সংখ্যা। ইতিমধ্যেই তিনটি গাড়ি চলে এসেছে। আরও তিনটি গাড়ি বাড়বে জঙ্গল খোলার আগেই। গাড়ির অভাবে অনেক পর্যটক সাফারি করতে পারতেন না, সেই সমস্যা কিছুটা হলেও কমবে।

বক্সা টাইগার রিজার্ভের দুই জায়গা থেকে বর্তমানে সাফারি চলছে। একটি রাজাভাতখাওয়া গেট থেকে আরেকটি জয়ন্তী থেকে। রাজাভাতখাওয়ায় দুটো সাফারি গাড়ি রয়েছে। জয়ন্তীতে আবার ৫টি পুরোনো গাড়ি এবং ৬টি নতুন গাড়ি দিয়ে এতদিন সাফারি চলত। সম্প্রতি জয়ন্তীতে আরও তিনটি গাড়ি এসেছে। ওখানেই আরও তিনটি গাড়ি আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

পর্যটকের সুবিধার্থে উদ্যোগ

এই তিনটি নতুন গাড়ি যুক্ত হচ্ছে জঙ্গল সাফারিতে।

গাড়ি মালিকদের মধ্যে নিতাই ভট্টাচার্য বলেন, 'বক্সা টাইগার রিজার্ভের সাফারির চাহিদা বরাবর ভালো থাকে পর্যটকদের মধ্যে। গাড়ি কম থাকায় বিভিন্ন সময় পর্যটকদের সমস্যা হত। অনেকেই সাফারি করতে পারতেন না। সেই সমস্যা মিটে যাবে।'

একই কথা শোনা যায় আরেক গাড়ি মালিক অজয় রায়ের কাছেও। তিনিও জানালেন, সাফারি করতে না পেরে অনেক পর্যটক হতাশ হতেন। সেই সমস্যা মিটবে।

দু'বছর আগেও বক্সা টাইগার রিজার্ভে সাফারিতে প্রচুর গাড়ি ছিল। প্রায় ৩৫টি গাড়ি ছিল সাফারির জন্য। তবে সেই গাড়িগুলোর অনেকগুলোই ছিল মেয়াদ উত্তীর্ণ। ওগুলো নিয়ে সাফারি করা যাবে না বলে জানানো হয় বন দপ্তরের তরফে। বন দপ্তরের তরফে রাজাভাতখাওয়া, জয়ন্তী এলাকায় ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে গাড়ি আনার জন্য। তবে, ১২-১৫ লক্ষ টাকা দিয়ে গাড়ি আনতে সমস্যা হচ্ছে। তবে ধীরে ধীরে সেই সমস্যা মিটছে। লোনে গাড়ি কিনছেন অনেকেই।

আগে রাজাভাতখাওয়া এবং জয়ন্তী থেকে সাফারি করলে নির্দিষ্ট রুট বাধা ছিল। তবে কয়েক মাস আগে সেই নিয়ম তুলে দিয়েছে বন দপ্তর। এখন জয়ন্তী ও রাজাভাতখাওয়ার ভেতরে সাফারির নির্দিষ্ট স্পট নেই। গাড়ির সংখ্যা বাড়ায় আশার আলো দেখছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরাও। তবে সেইসঙ্গে যেন পর্যটকদের সঠিক পরিষেবা দেওয়া হয় সেটা দেখারও পরামর্শ দিচ্ছেন অনেকে। এদিন আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মানব বক্সী বলেন, 'গাড়ি বাড়বে এটা খুব ভালো খবর। তবে তাড়াহুড়ো করে যেন সাফারি না শেষ করে দেওয়া হয়। পর্যটকদের যেন সময় নিয়ে জঙ্গলে ঘোরানো হয় সেটাও ভালো করে লক্ষ রাখা উচিত। পর্যটকরা হতাশ হলে সেটা আরও সমস্যার।'

আজ টিভিতে

রানি ভবানী রাত ৮.৩০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ রূপবান কন্যা, দুপুর ১.০০ আই লভ ইউ, বিকেল ৪.০০ আক্রোশ, সন্ধে ৭.০০ দুজনে, রাত ১০.০০ ঝিনুকমালা, ১.০০ বেদেনীর প্রেম

জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ আমার মায়ের শপথ, বিকেল ৪.০০ হার জিৎ, সন্ধে ৭.০৫ সংঘর্ষ, রাত ১০.২৫ সেন্টিমেন্টাল

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১২.০০ আজকের সন্তান, ২.৩০ প্রাণের চেয়ে প্রিয়, বিকেল ৪.৩০ বউমার বনবাস, রাত ১০.৩০ বিরোধ, ১.৩০ কালো চিতা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ জীবন কাহিনী

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নায়ক : দ্য রিয়াল হিরো

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সমাধান

কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডি : দুপুর ১২.০০ চলতে চলতে, ৩.০০ ওকে জানু, বিকেল ৫.০০ গলিয়োঁ কা রাসলীলা-রামলীলা, রাত ৮.০০ এসিপি শিবা, ১০.৩০ লভ আজ কল

জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১২.৪৭ হম আপকে হ্যায় কওন, বিকেল ৫.০৩ স্যামি টু, সন্ধে ৭.৫৫ জওয়ান, রাত১১.২৭ ইয়ুধ্রা

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২২ অন্তিম : দ্য ফাইনাল ট্রুথ, দুপুর ২.০৩ লাডলা, বিকেল ৪.৫০ ওয়েলকাম ব্যাক, সন্ধে ৭.৩০ সূরয়া : দ্য সোলজার, রাত ১০.২৭ বিগ ধমাকা

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.১৭ লভ হস্টেল, ২.৫৪ মিলি, বিকেল ৫.০২ ট্র্যাপড, সন্ধে ৬.৪৬ হমারি অধুরি কহানি, রাত ৯.০০ বস্তার : দ্য নক্সাল স্টোরি, ১১.০২ মুক্কাবাজ

দ্য লেজেন্ড অফ জগন্নাথ সকাল ১০.৩৬ **ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক**

লাডলা দুপুর ২.০৩ **অ্যান্ড পিকচার্স**

সম্পর্ক, দায়িত্ববোধ ও ভালোবাসার গল্প নিয়ে শুরু হচ্ছে নতুন ধারাবাহিক দাদামণি। রাত ৮.৩০ **জি বাংলা**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সম্পত্তিগত মামলায় আইনি সাফল্য পাবেন। বিদ্যুৎ, আগুন থেকে একটু সাবধানে থাকবেন। বৃষ : শারীরিক সমস্যায় কোনও পারিবারিক অনুষ্ঠান বাতিল করতে হতে পারে। সাবধানে চলাফেরা করুন। মিথুন : সৃষ্টিমূলক কাজে সাফল্য এবং সুনাম দুই মিলবে। ক্রীড়াবিদদের জন্য দিনটি শুভ। কর্কট : ছোট্ট একটু ভুল সিদ্ধান্তের জন্য খেসারত দিতে হতে পারে। সংসারে আর্থিক সমস্যা কাটবে। সিংহ : বিদ্যাক্ষেত্রে শুভ ভাব বজায় থাকবে। বাড়িতে সামান্য সমস্যা হতে পারে। কন্যা : পেশাদারি কাজকর্মে এবং বিদ্যায় সাফল্য পাবেন। শরীর নিয়ে ভোগান্তি থাকবে। তুলা : ব্যবসায়িক সাফল্যে আনন্দে থাকবেন। পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। বৃশ্চিক : একাধিক সূত্রে আয় বাড়লেও মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় বাড়বে। দাম্পত্যে শান্তি ফিরবে। ধনু : দানধ্যানে শান্তি পাবেন। ব্যবসার কারণে ভিনরাজ্যে যাত্রা। মকর : কর্মক্ষেত্রে সুনাম এবং পদোন্নতি পাবেন। স্বাস্থ্য নিয়ে ভোগান্তি থাকবে। কুম্ভ : অমনোযোগিতার কারণে পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটবে। সাংসারিক সমস্যা মিটতে পারে। মীন : সামাজিক কাজে অংশ নিয়ে প্রশংসিত হবেন। আর্থিক সমস্যা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২২ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ১৬ আষাঢ়, ৭ জুলাই ২০২৫, ২২ আহার, সংবৎ ১২ আষাঢ় সুদি, ১১ মহরম। সূঃ উঃ ৫।১, অঃ ৬।২৩। সোমবার, দ্বাদশী রাত্রি ১০।৩৬। অনুরাধানক্ষত্র রাত্রি ১।৩০। শুভযোগ রাত্রি ১১।৮। ববকরণ দিবা ৯।৪০ গতে বালবকরণ রাত্রি ১০।৩৬ গতে কৌলবকরণ। জন্মে-বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা, রাত্রি ১।৩০ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে-একপাদদোষ, রাত্রি ১০।৩৬ গতে দোষ নাই। যোগিনী-নৈর্ঋতে, রাত্রি ১০।৩৬ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ৬।৪১ গতে ৮।২২ মধ্যে ও ৩।৩ গতে ৪।৪৩ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।২৩ গতে ১১।৪২ মধ্যে। যাত্রা-নাই, রাত্রি ১১।৪২ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ। শুভকর্ম-গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নিষ্ক্রমণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবাহ-রাত্রি ৭।০ গতে ১০।২৩ মধ্যে মকর ও কুম্ভলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্বাহ্ণ ৯।২৯ মধ্যে শয়নৈকাদশীর পারণ। শ্রীকৃষ্ণ দ্বাদশী। দ্বাদশ্যারম্ভকল্পে চাতুর্মাস্য ব্রতারম্ভ। গোস্বামিমতে উদীচ্যাঙ্গ পুজো ও পারণান্তে তপ্তমুদ্রাধারণ। স্মার্ত ও গোস্বামিমতে সায়ংসন্ধ্যায় শ্রীশ্রীহরির শয়ন। বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তের শহিদ দিবস ও সাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যালের জন্মদিবস। অমৃতযোগ-দিবা ৮।৩৬ গতে ১০।২৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।১৩ গতে ১২।৪ মধ্যে ও ১।২৯ গতে ২।৫৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-রাত্রি ৩।৩৭ গতে ৪।২০ মধ্যে।

কর্মখালি

শিলিগুড়ি প্রধাননগরে বাড়ির সবরকম কাজের জন্য মহিলা প্রয়োজন। (সময় ঃ 8 AM to 6 PM.) Phone :- 97498-28468.

•

A renowned Electronic Company requires Delivery Boy. Ph : 7980288246 (K)

•

বাড়ির যাবতীয় কাজকর্ম ও অফিশিয়াল কাজ দেখাশোনার জন্য কর্মঠ শিক্ষিত পুরুষ কর্মী প্রয়োজন। বেতন + থাকা-খাওয়া ফ্রি। (M) :- 9932880159, নকশালবাড়ি।

•

জলপাইগুড়ি ও ইসলামপুরের জন্য গার্ড/ সুপারভাইজার চাই। বেতন 12,500/-, PF + ESI, থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি। M :- 8509827671, 8653609553.

•

আসাম, বিহার, পশ্চিমবঙ্গে মার্কেটিং কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন-10000/- (M) 8116743501, শিলিগুড়ি। (C/ 116886)

•

আয়ের সুযোগ-বর্তমান পেশায় কোন অসুবিধা না করে পার্ট/ ফুলটাইম বাড়ি থেকে কাজে উচ্চ আয়। M-8697639467. (K)

•

জলপাইগুড়িতে সুপ্রতিষ্ঠিত ডায়াগনস্টিক সেন্টারে Marketing & Doctor Visit-এর জন্য স্মার্ট ও জনসংযোগে দক্ষ মেয়ে প্রয়োজন। Salary Negotiable. Cont.- 7431823858 (C/ 116661)

D.El.Ed ভর্তি

জলপাইগুড়ি জেলার স্বনামধন্য কলেজ Rabindranath Thakur Teachers Training Institute-এ 2025-2027 শিক্ষাবর্ষে D.El.Ed কোর্সে স্বল্প খরচে ভর্তি চলছে। যোগাযোগ-9832632235. (C/116651)

অ্যাফিডেভিট

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB 63 2004 0947313 বাবার নাম ভুল থাকায় গত 03-07-25, সদর কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার বাবা Hiralal Paul এবং H.C. Paul এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। - Kalyan Kumar Paul, ওয়ার্ড নং-11, অরবিন্দ লেন, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/115998)

•

আমার ভোটার ID কার্ড নং UH10881334 নাম ভুল থাকায় গত 03-07-2025, নোটারি পাবলিক, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আমি Bina Das এবং Lilita Das (Barman) এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। টাকাগাছ, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার, পঃবঃ, পিন-736180. (C/115997)

•

ভুলবশত আধার কার্ডে Bishu Barman. র‍্যাশন কার্ডে Bishwajit Barman হওয়ায় 10/01/25 ইং তারিখে দিনহাটা E.M. কোর্টে 175 নং অ্যাফিডেভিট বলে Biswajit Barman হলাম। পিতা Samaru Barman। গ্রাম- ভিতর কামতা, পো- গোসানিমারী, থানা-দিনহাটা, জেলা-কুচবিহার। (D/S)

•

আমি রঞ্জন কুমার সোরেন, পুত্র রাম বালক সোরেন এবং আমার মেয়ে সঞ্জনা সোরেন, আবাসিক এলাকা, 22 নং ওয়ার্ড, মহানন্দপল্লি মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, ভবিষ্যতের সকল উদ্দেশ্যে যথাক্রমে রঞ্জন কে লোহরা থেকে রঞ্জন কুমার সোরেন এবং সঞ্জনা লোহরা থেকে সঞ্জনা সোরেন নাম পরিবর্তন করেছি। (K)

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

আশায় আশায়।। গাজোলে পঙ্কজ ঘোষের ক্যামেরায়।

প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা নিয়ে ক্ষোভ বেলাকোবায়

এক বছরের মধ্যেই ১৮ কিমি রাস্তা বেহাল

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ৬ জুলাই : জলপাইগুড়ি জেলার বেলাকোবা, শিকারপুর ও বারোপাটিয়া- এই তিনটি অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে ১৮ কিলোমিটার রাস্তার নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে। ওই ১৮ কিমি রাস্তা তৈরিতে খরচ হয়েছিল আনুমানিক ২ কোটি টাকা। তৈরির এক বছরের মধ্যেই সেই রাস্তার পিচের চাদর উঠে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে পাথর। অভিযোগ, চুক্তি মতো রাস্তা সংস্কারে টালবাহানা করছে ঠিকাদার সংস্থা। ফলে ভোগান্তির শিকার এলাকার বাসিন্দা থেকে স্কুল ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা। যদিও ঠিকাদার সংস্থা পুজোর পর সংস্কারের আশ্বাস দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

বেলাকোবা অঞ্চলের মোহিতনগর গোল ঘোমটি থেকে শুরু হয়ে প্রায় ১৮ কিলোমিটার দূরে গিয়ে এই রাস্তা শিকারপুরের মন্থনি হয়ে বারোপাটিয়ার রংধামালিতে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি পূর্ত দপ্তরের বানানো বিকল্প সড়কে উঠেছে। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ‘দ্রুত রাস্তা সংস্কারের জন্য ঠিকাদার সংস্থাকে বলা হয়েছে।’

ঠিকাদার সংস্থার কর্ণধার বিশ্বজিৎ সরকার বলেন, ‘ওই রাস্তায় সর্বোচ্চ ১০ টন ভারী গাড়ি যেতে পারে। সেখানে ৩০-৪০ টন ভারী যান চলাচল করছে। বর্ষার সময় পিচের কাজ করা সম্ভব নয়।’ দুর্গাপুজোর পরে কাজ শুরু হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। প্রশ্ন উঠেছে ২০২৫ সালের ২৩ অক্টোবর ঠিকাদার সংস্থার রক্ষণাবেক্ষণের সময়সূচি উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। সেই সময়সূচির মধ্যেই ঠিকাদার সংস্থা কাজ করবে, নাকি সময় পেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেবে।

রাস্তা তৈরির এক বছরের মধ্যে পিচের আস্তরণ উঠে পাথর বেরিয়ে এসেছে।

> ওই রাস্তায় সর্বোচ্চ ১০ টন ভারী গাড়ি যেতে পারে। সেখানে ৩০-৪০ টন ভারী যান চলাচল করছে। বর্ষার সময় পিচের কাজ করা সম্ভব নয়।
>
> **বিশ্বজিৎ সরকার**
> ঠিকাদার সংস্থার কর্ণধার

বেলাকোবার মন্থনি থেকে মোহিতনগর গোল ঘোমটি পর্যন্ত এই ১৮.৫৯ কিলোমিটার রাস্তা ২ কোটি ৪৮ লক্ষ ৫৫ হাজার ৯৭৫ টাকা ব্যয়ে নির্মাণকাজ শেষ হয় ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে। এরপর দুই বছর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ঠিকাদার সংস্থার। এত কম সময়ে রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রানিনগর রবীন্দ্রনাথ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক দীপক সরকার। তিনি বললেন, ‘এই বিপজ্জনক রাস্তায় খানাখন্দের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক গতির তুলনায় অনেক আস্তে আস্তে মোটর সাইকেল চালাতে হয়।’ তাই অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রার্থনার লাইনে অংশ নিতে পারেন না বলে জানিয়েছেন তিনি।

তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করে শিক্ষক ধনঞ্জয় বর্মন ও কৌশিক চক্রবর্তী জানিয়েছেন, বেহাল রাস্তার জন্য চরম ভোগান্তির শিকার হতে হয়। একই অভিযোগ করলেন শিক্ষিকা শাশ্বতী দাস রায়, অন্বেষা চক্রবর্তী, সবুজ সাহা, শিক্ষাকর্মী বিষ্ণু রায় সহ সকলেই।

পড়ুয়া সীমা দাস রায়, জিৎ মহন্ত, ইশা দাসরা জানিয়েছে, বেহাল রাস্তার জন্য ছোটখাটো দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হয়। পড়ুয়া সাগ্নিক বর্মন, বিউটি খাতুন রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়েছে। জলপাইগুড়ি চিকিৎসা করাতে, হাটবাজার, অফিসের কাজে ওই বেহাল রাস্তা দিয়েই যেতে হয় বলে অভিযোগ করেন বানিয়াপাড়ার অমর রায়।

সদর ব্লকে নতুন আয়ুষ স্বাস্থ্যকেন্দ্র

বেলাকোবা, ৬ জুলাই : রাজ্য স্বাস্থ্য ভবনের সিদ্ধান্তে জলপাইগুড়ির সদর ব্লক পেতে চলেছে আয়ুষ স্বাস্থ্যকেন্দ্র। শনিবার বেলাকোবা গ্রামীণ হাসপাতালে জেলার মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য আধিকারিক সুখেন বিশ্বাস ও ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রীতম বসু স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। বেলাকোবা গ্রামীণ হাসপাতালে এতদিন আয়ুষ স্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকলেও তা আয়তনে খুবই ছোট ছিল। হোমিওপ্যাথি বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ব্যায়াম বা যোগাভ্যাসের ক্ষেত্রে রোগীদের সমস্যা হত। এমনকি মাস চারেক আগে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রশিক্ষক চলে দেওয়ায় কার্যত সমস্ত রকম পরিষেবা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

জলপাইগুড়ি জেলার বেলাকোবা ও ময়নাগুড়িতে দুটি আয়ুষ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অনুমোদন দিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেন, ‘কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। ১২০ দিনের মধ্যে কাজ শেষের সময়সীমা দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটির জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১৫ লক্ষ টাকা।’ নির্মাণের বরাত পাওয়া এজেন্সির তরফে সুনীল বর্মন বলেন, ‘নতুন করে একতলা বিল্ডিং তৈরি হবে। ঘরটি লম্বায় ২২ মিটার ও চওড়ায় ৬ মিটার। নির্দিষ্ট সময়সূচির মধ্যেই কাজটি সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হবে।’ আয়ুষ স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরির খবরে খুশি স্থানীয়রা। বেলাকোবাবাসী প্রহ্লাদ দাস বলেন, ‘খুব ভালো উদ্যোগ। তবে দ্রুত কাজ শেষ করে পরিষেবা চালু করতে হবে।’

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র খুলল

বেলাকোবা, ৬ জুলাই : দুইদিন বন্ধ থাকার পর শনিবার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের তালা খুলে দিলেন ওই কেন্দ্রের ঘরের মালিক মুন্না রায়। জানা গিয়েছে, এদিন এক মাসের শর্তসাপেক্ষে তালা খুলে দিলেন তিনি। পরিকাঠামো, শিক্ষিকা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগে বৃহস্পতিবার গ্রামবাসী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তালা লাগিয়ে দেন।

এদিন সকালে সাড়ে ন'টার মধ্যে উপস্থিত হন ওই কেন্দ্রের কর্মী জয়া রায় ও তাঁর সহযোগী। গ্রামবাসীদের নিয়ে জয়া দীর্ঘ বৈঠক করার পর নিজেদের মধ্যে ভুল স্বীকার করে নেওয়াতে তালা খুলে দেন মুন্না। মুন্না বলেন, ‘এক মাসের মধ্যে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী ও তাঁর সহযোগীকে অন্যত্র বদলি না করা হলে আবার ঠিক এক মাস পর সেন্টারে তালা মেরে দেওয়া হবে।’

দিদিমণিদের ঠিকমতো পরিষেবা দিতে হবে বলে জানিয়েছেন অভিভাবক রিনা আধিকারী। জয়ার বক্তব্য, ‘আগামীতে সেন্টারের বিরুদ্ধে কেউ যাতে আঙুল তুলতে না পারে সেইভাবে কাজ করব।’ এক মাসের মধ্যে যদি ওঁরা ভুল করেন সেক্ষেত্রে আবার পর্যালোচনা করা হবে বলে জানিয়েছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট সিডিপিও রাজকুমার মোদি।

উদ্বোধন

ওদলাবাড়ি, ৬ জুলাই : ওদলাবাড়ি অতিথি ভবন সেবা ট্রাস্ট ভবনের তৃতীয় তলার উদ্বোধন হল। রবিবার ভবনের ট্রাস্টি বোর্ডের প্রায় ৮০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে বর্ষীয়ান ট্রাস্টি সদস্য তেজমল আগরওয়াল তৃতীয় তলার উদ্বোধন করেন। সম্পূর্ণ বাতানুকূল তৃতীয় তলায় মোট ১৩টি কক্ষ, কিচেন ও হলঘর আছে। যে কোনও অনুষ্ঠানের জন্য সমস্তরকম সুযোগসুবিধা রয়েছে।

সম্মেলন

জলপাইগুড়ি, ৬ জুলাই : স্টুডেন্ট হেলথ হোমের সভাকক্ষে ব্যাংক কন্ট্রাকচুয়াল অ্যান্ড ওয়ার্কমেন্স ইউনিয়নের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সম্মেলন রবিবার অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের রাজ্য সহ সভাপতি মলয় সামন্ত বলেন, ‘সংগঠনকে শক্তিশালী করার মধ্যে দিয়েই ব্যাংক কর্তৃপক্ষের শ্রমিকবিরোধী অবস্থানের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।’

পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ মালবাজারে

সংগৃহীত রক্তে বিতর্ক

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ৬ জুলাই : পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে চলতি মাসে মালবাজার থানায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল রক্তদান শিবির। কিন্তু পার্শ্ববর্তী সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক সহ জেলার সরকারি হাসপাতালগুলিতে রক্তের সংকট থাকা সত্ত্বেও সেই শিবিরে সংগৃহীত রক্ত শিলিগুড়ি সংলগ্ন জলপাইগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে কেন পাঠানো হল তা নিয়ে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে রক্তদাতা সহ রাজনৈতিক মহলে।

সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ স্লোগানকে সামনে রেখে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে জেলাজুড়ে নানা কর্মসূচির আয়োজন করেছে জেলা পুলিশ। সেই কর্মসূচিগুলির মধ্যে অন্যতম কর্মসূচি ছিল মালবাজার থানার ওই রক্তদান শিবির। ৩ জুলাই মাল মহকুমার মাল, মেটেলি ও ক্রান্তি থানার ট্রাফিক বিভাগের তরফে ওই শিবিরের আয়োজন করা হয়। যেখানে শতাধিক মানুষ রক্তদান করেন। শিবির নিয়ে পুলিশের প্রশংসা করেন সকলেই। কিন্তু ক্ষোভ সৃষ্টি হয় তখনই, যখন শিবির থেকে সংগৃহীত রক্ত মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক কিংবা জেলার অন্য কোনও সরকারি ব্লাড ব্যাংকে না দিয়ে শিলিগুড়ি সংলগ্ন জলপাইগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন তুলছেন রক্তদাতারাই। এক রক্তদাতা চন্দন রায় বলেন, ‘মাল হাসপাতালে প্রতিদিনই রক্তসংকট চলছে। সেক্ষেত্রে ওই রক্ত মাল হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংকে দিলেই বহু মানুষ উপকৃত হতেন। প্রশাসনের এমনটা করা একেবারেই ঠিক হয়নি।’ আরেক রক্তদাতা সুমন দাসের মন্তব্য, ‘বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে রক্ত কিনতে হয়। সরকারি ব্লাড ব্যাংকগুলিতে দিলে বিনামূল্যে রক্ত মেলে। বিষয়টি আয়োজকদের মাথায় রাখা উচিত ছিল।’

> যেখানে নিজেদের এলাকার সরকারি ব্লাড ব্যাংক শূন্য, সেখানে বেসরকারি সংস্থায় রক্ত দেওয়ার মানেটা কী? ওই রক্ত তো কিনতে হবে। মাল সুপারস্পেশালিটি ব্লাড ব্যাংকে পর্যাপ্ত রক্ত থাকলে কাকে দেওয়া হচ্ছে, সেই প্রশ্ন উঠত না।
>
> **নবীন সাহা**
> মাল টাউন মণ্ডল সভাপতি, বিজেপি

> আমরা জেলাজুড়ে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে থাকি। শিবির থেকে সংগৃহীত রক্ত আমরা জেলাজুড়ে ব্লাড ব্যাংকে দিয়ে থাকি। বিগত দিনে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে রক্ত তুলে দিয়েছিলাম। আগামীদিনেও রক্তদান কর্মসূচির মাধ্যমে রক্ত তুলে দেওয়া হবে ব্লাড ব্যাংকগুলিতে।
>
> **খান্ডবাহালে উমেশ গণপত**
> পুলিশ সুপার

সাধারণ রক্তদাতাদের মতো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারাও বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। বিজেপির মালবাজার টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা বলেন, ‘রক্তদান কর্মসূচি করার জন্য পুলিশকে সাধুবাদ। কিন্তু, যেখানে নিজেদের এলাকার সরকারি ব্লাড ব্যাংক শূন্য, সেখানে বেসরকারি সংস্থায় রক্ত দেওয়ার মানেটা কী? ওই রক্ত তো কিনতে হবে। মাল সুপারস্পেশালিটি ব্লাড ব্যাংকে পর্যাপ্ত রক্ত থাকলে কাকে দেওয়া হচ্ছে, সেই প্রশ্ন উঠত না।’

সিপিএমের এরিয়া কমিটির সম্পাদক রাজা দত্ত বলেন, ‘মাল মহকুমার গ্রামীণ এলাকা থেকে শুরু করে শহর এলাকার বৃহত্তর অংশের মানুষ মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের উপরে নির্ভরশীল। রক্তগুলো এই ব্লাড ব্যাংকেই পাঠানো উচিত ছিল।’ প্রশ্ন তুলছেন তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলার সুরজিৎ দেবনাথও। তাঁর মন্তব্য, ‘নিজেদের এলাকার ব্লাড ব্যাংকে রক্তসংকট না মিটিয়ে বাইরের ব্লাড ব্যাংককে সমৃদ্ধ করার কী প্রয়োজন ছিল?’

এদিকে, মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নানা স্থান থেকে রক্ত সংগ্রহের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বহুদিন থেকে। ওয়াশাবাড়ি, গরুবাথান সহ বানারহাট, লাটাগুড়ি, মৌলানি সহ নানা স্থানের প্রচুর মানুষ এই হাসপাতালের উপর নির্ভরশীল। এই সংকট মুহূর্তে শহরের বুকে রক্তদান শিবির যখন আশার আলো দেখায়, তখন প্রশাসনেরই আয়োজিত শিবিরের রক্ত হাতছাড়া হওয়া বড় বিড়ম্বনার বিষয়।

যদিও এ বিষয়ে মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল সুপার ডাঃ সুধীর কুমারের বক্তব্য, ‘বিষয়টি আমরাও সামাজিক মাধ্যমে জানতে পারি। তবে ওই রক্তদান শিবিরের সঙ্গে আমাদের কোনও সংযোগ ছিল না।’

অন্যদিকে, জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, ‘আমরা সমগ্র জেলাজুড়ে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে থাকি। শিবির থেকে সংগৃহীত রক্ত আমরা জেলাজুড়ে ব্লাড ব্যাংকে দিয়ে থাকি। বিগত দিনে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে রক্ত তুলে দিয়েছিলাম। আগামীদিনেও রক্তদান কর্মসূচির মাধ্যমে রক্ত তুলে দেওয়া হবে ব্লাড ব্যাংকগুলিতে।’

জলপাইগুড়ির সমাজপাড়া মোড়ে মহরমের তাজিয়া সহ লাঠিখেলার প্রদর্শনী। রবিবার সন্ধ্যায়।

তাজিয়া, শোভাযাত্রায় পালিত মহরম

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

৬ জুলাই : রবিবার গোটা জলপাইগুড়ি জেলায় পালিত হল মহরম। কোথাও তাজিয়া নিয়ে শোভাযাত্রা, কোথাও ছিল লাঠিখেলার প্রদর্শনী। জায়গা বিশেষে মহরম উপলক্ষ্যে মেলাও বসে।

বানারহাটে স্থানীয় তাজিয়া মাঠে মহরম মেলার আয়োজন করা হয়। ১৯০৪ সাল থেকে ওই মেলা হয়ে আসছে। এইবছর ১২১ বছরে পড়ল। বানারহাট ছাড়াও ডুয়ার্সের নাগরাকাটা, এথেলবাড়ি সহ নানা স্থানের মানুষ দুপুর থেকেই সেখানে একত্রিত হন। বানারহাট ব্লকের বিন্নাগুড়ি, মরাঘাট, বানারহাট, তোতাপাড়া, পলাশবাড়ি, রিয়াবাড়ি, লক্ষ্মীপাড়া, কাঁঠালগুড়ি, হলদিবাড়ি ও চামুর্চি চা বাগান থেকে তাজিয়া আসে। তাজিয়া নিয়ে আসা কমিটিদের সেখানে পুরস্কৃত করা হয়। ছিল কড়া পুলিশি নিরাপত্তা। বিভিন্ন বাগানের ২৫টি আখড়ার সদস্যরা মেলায় অংশগ্রহণ করেন। মোট ১৫টি তাজিয়া আসে। রাজগঞ্জ ব্লকে তাজিয়া সহ শোভাযাত্রা বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। চাওলহাটি, ভোলাপাড়া, মাহানপাড়া, গাডরা, লালস্কুল, বালাবাড়ি, ভুটকিহাট, বন্ধুনগর সহ বিভিন্ন স্থানের মসজিদগুলিতে নমাজ ও মিলাদ অনুষ্ঠিত হয়।

জলপাইগুড়ি শহরেও মহরম পালিত হয়। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নানা রঙের নিশান নিয়ে প্রায় ১০টির মতো মিছিল বের হয়। চলে লাঠিখেলা। নবাববাড়ি মহরম কমিটি সহ বিভিন্ন জায়গার তাজিয়ার শোভাযাত্রা শহরের বজরাপাড়া, দিনবাজার, বেগুনটারি মোড়, থানা রোড, পোস্ট অফিস মোড় হয়ে যাত্রা করে। অধিকাংশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ পিলখানার কারবালা ময়দানে জমায়েত হন। সেখানেও চলে নানা অনুষ্ঠান। এছাড়াও পাহাড়পুর কুমারপাড়া এলাকায় নানা অনুষ্ঠান হয়। মালবাজার মহরম কমিটির তরফে তাজিয়া শোভাযাত্রা বের হয় ২ নম্বর ওয়ার্ডের মহাকালপাড়া থেকে। সেই শোভাযাত্রায় পুরুষরা ছাড়াও মহিলারাও শামিল হন। সঙ্গে ছিল মসজিদের আদলে তৈরি ট্যাবলো। শোভাযাত্রাটি ক্যালটেক্স মোড় থেকে বের হয়ে শহর পরিক্রমা করে ফিরে আসে। গয়েরকাটা সমাজপাড়া মসজিদ কমিটির উদ্যোগে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও তাজিয়া শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়।

বিকেলে আপার চালসা মসজিদ থেকে বেরিয়ে তাজিয়া সহ ওই শোভাযাত্রা চালসাগোলাই, মঙ্গলবাড়ি সহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে।

বাইকে বিধায়ক

ময়নাগুড়ি, ৬ জুলাই : মোটর সাইকেলে চেপে এলাকা চষে বেড়াচ্ছেন ময়নাগুড়ির বিজেপি বিধায়ক কৌশিক রায়। পেছনের আসনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানকে বসিয়ে ছুটছেন ঘটনাস্থলে। কথা বলছেন এলাকার বাসিন্দা, দলের কর্মীদের সঙ্গে। কৌশিকের কথায়, ‘আমি গ্রামের ছেলে। আগাগোড়াই মোটর সাইকেলে চেপে ঘুরতে পছন্দ করি। প্রত্যন্ত এলাকায় যাওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা হয়। তাই এভাবে যাতায়াত করি।’ যদিও বিধায়ককে কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না তৃণমূল। অভিযোগ, ২০২১ সালে জেতার পর থেকে বিধায়ককে আর দেখা যায়নি এলাকায়। ২০২৬-এর বিধানসভা ভোট এগিয়ে এসেছে। এখন টিকিটের লোভে মোটর সাইকেলে ঘুরছেন বিধায়ক। এই বিষয়ে বিজেপির জেলা সভাপতি শ্যামল রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তিনি কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ময়নাগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির টিকিটে জিতে নির্বাচিত হন কৌশিক। টিকিট পাওয়া থেকে ভোটে জেতা পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। বাপি গোস্বামী বিজেপির জেলা সভাপতি থাকাকালীন নেতৃত্বের সঙ্গে কৌশিকের সম্পর্কের কথা অনেকেই জানেন। ময়নাগুড়িতে দলীয় কর্মসূচিতে নিয়মিত তাঁর দেখা মিলত না বলে বিজেপি কর্মীরাই জানান। কিন্তু দিনকয়েক ময়নাগুড়ির বিধায়কের সক্রিয়তা দেখা যাচ্ছে। ব্রহ্মপুরে নদীতে নেমে ২ শিশুর মৃত্যুতে পরিজনদের সমবেদনা জানাতে বাইকে করে পৌঁছোন কৌশিক। রথের দিনও ময়নাগুড়ি শহরে আসেন তিনি। রবিবার ময়নাগুড়ির সাপ্টিবাড়িতে বাইসন বেরোনোর খবর পেয়ে বাইক চালিয়ে পৌঁছে যান কৌশিক। কৌশিক বলেন, ‘এর সঙ্গে ভোটের কোনও সম্পর্ক নেই।’ তবে নেপথ্যে রাজনীতি দেখছে তৃণমূল। কৌশিকের গ্রামের ছেলে, জেলা তৃণমূলের যুব সভাপতি রামমোহন রায় বলেন, ‘ময়নাগুড়ির বেশিরভাগ মানুষ বিধায়ককে চেনেন না। এলাকায় দলের অবস্থা খারাপ বুঝে ছুটছেন বিধায়ক।’

কিলকোট চা বাগানে তৃণমূলের সংগঠনে ভাঙন

রহিদুল ইসলাম

চালসা, ৬ জুলাই : গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে মাটিয়ালি ব্লকের কিলকোট চা বাগানে তৃণমূলের বড়সড়ো ভাঙন। তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন ছেড়ে অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদে যাওয়ার সিদ্ধান্ত শ্রমিকদের একাংশের। ফলে অস্বস্তিতে পড়েছে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্ব।

শনিবার সকালে বাগানের কাজ বন্ধ করে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা ময়দান এলাকায় একটি বড় সভার আয়োজন করেন। অভিযোগ, মজুরি ছাড়া কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। এই নিয়ে দিনের পর দিন এইভাবে কাটছে। তবু কোনও আন্দোলনের ডাক দেওয়া হচ্ছে না। বিষয়টি তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক সংগঠনের বাগান ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে বারবার জানানো হলেও তাতে কাজ হয়নি। বাধ্য হয়ে এবার তৃণমূলের সংগঠন ছেড়ে অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিলেন কিলকোট চা বাগানের শ্রমিকদের একাংশ। এদিনের সভার পর সংগঠন ছাড়ার কথা ঘোষণা করা হয়।

আগে বারবার কিলকোট চা বাগানের তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কমিটিতে বদল আনার দাবি তুললেও কাজের কাজ হয়নি বলে বিক্ষুব্ধদের অভিযোগ। আলোচনা না করেই তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের তরফে কমিটির তালিকা জমা দেওয়া হয় বাগানের ম্যানেজারকে। এতে আরও ক্ষোভ ছড়ায়। বাগানের শ্রমিক বিধু মাঝি, দীনেশ মির্ধারা অভিযোগ করেন, সঠিক সময়ে ভবিষ্যনিধির টাকা জমা হচ্ছে না। এমনকি, বাগানের অ্যাম্বুল্যান্স ব্যবহার করার জন্য শ্রমিকদের পকেট থেকে খরচ করে তেল ভরতে হচ্ছে। এই নিয়ে তৃণমূলের সংগঠন কোনও কর্মসূচি গ্রহণ করে না।

> **অভিযোগ**
>
> ■ মজুরি ছাড়া কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। এই নিয়ে দিনের পর দিন এইভাবে কাটছে
>
> ■ সঠিক সময়ে ভবিষ্যনিধির টাকা জমা হচ্ছে না। এমনকি, বাগানের অ্যাম্বুল্যান্স ব্যবহার করার জন্য শ্রমিকদের পকেট থেকে খরচ করে তেল ভরতে হচ্ছে

শনিবার কাজ বন্ধ রেখে শ্রমিকদের নিয়ে সভা করা এবং অন্য সংগঠনে যোগ দেওয়া নিয়ে তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জোশেফ মুন্ডা বলেন, ‘শ্রমিকদের যাবতীয় অভিযোগ সঠিক। শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে আগে বহুবার গেট মিটিং হয়েছে। দাবিমতো পুরোনো কমিটি পরিবর্তন করে নতুন কমিটির তালিকা দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে শ্রমিকদের আলোচনার জন্য ডাকা হয়েছিল।’ জোশেফ আরও বলেন, ‘তৃণমূল সরকার কিলকোট চা বাগানের অনেক উন্নয়ন করেছে। এরপরও যদি তাঁরা অন্য সংগঠনে যোগ দেন তাহলে কিছু করার নেই।’

সার্চলাইট প্রদান

রাজগঞ্জ, ৬ জুলাই : হাতির মোকাবিলায় আমবাড়ি ফালাকাটা রেঞ্জের শিমুলগুড়ি বন সুরক্ষা কমিটির প্রায় ১৫০ জন সদস্যকে সার্চলাইট প্রদান করল বন দপ্তর। রবিবার শিমুলগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে ওই সার্চলাইটগুলো তুলে দেন রেঞ্জ অফিসার পুকার তামাং ও বিট অফিসার মহেশ সিং।

বন দপ্তরের শেয়ারের টাকায় ওই সার্চলাইটগুলি ক্রয় করা হয়েছে। বন সুরক্ষা কমিটির সদস্যরা জানান, গ্রামের মানুষরা রাত হলেই আতঙ্কে থাকেন। সার্চলাইট না থাকার কারণে হাতি কোন দিকে যাচ্ছে, তা দেখা যায় না। এবার সেই সমস্যার সমাধান হল।

চালুর আগেই করুণ দশা ছাত্রী হস্টেলের

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৬ জুলাই : উদ্বোধনের অপেক্ষায় থাকা ১০০ শয্যার ছাত্রী হস্টেলের দশা ক্রমশ বেহাল হচ্ছে। নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার বেশ কয়েক মাস পেরিয়ে গিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে ওই দ্বিতল হস্টেলে সন্ধে নামলেই বসছে নেশার আসর। দুমড়ে-মুচড়ে ফেলা হয়েছে একাধিক ফ্যান। পাথর ছুড়ে একের পর এক জানলার কাচও ভেঙে ফেলা হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একতলার শৌচালয়। উপড়ে ফেলা হয়েছে একতলারই একাধিক রুমের সুইচ বোর্ড। ঘটনাটি লুকসানের লালবাহাদুর শাস্ত্রী স্মারক বাংলা-হিন্দি হাইস্কুলের। সেখানে সমগ্র শিক্ষা মিশনের তরফে কস্তুরবা গান্ধি গার্লস হস্টেল প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২২ সালের ১৪ নভেম্বর ওই ছাত্রী নিবাসের শিলান্যাস হয়েছিল।

মিশনের জলপাইগুড়ির জেলা শিক্ষা আধিকারিক (ডিইও) সঞ্জীব দাস বলেন, ‘দ্রুত হস্টেলটি চালু করতে স্কুলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থাও রাখতে বলা হয়েছে।’ স্কুলের টিআইসি টিকারাম ছেত্রী বলেন, ‘হস্টেলটি চালু করার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। সম্প্রতি এজন্য প্রশাসনিক বৈঠক হয়। এজন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। দ্রুত বাকি কাজ হয়ে যাবে বলে আশা করছি।’

সম্প্রতি মেটেলি হাইস্কুলে কস্তুরবা গান্ধি গার্লস হস্টেলের উদ্বোধন হয়ে গিয়েছে। তার আগে চালু হয় গয়েরকাটা গার্লস হাইস্কুলের হস্টেলটিও। বর্তমানে লুকসানের হস্টেলটি ছাড়াও লাটাগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের এরকম একটি হস্টেল চালু বাকি রয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে লাটাগুড়ির হস্টেলটির কাজ শেষপর্যায়ে। তবে লুকসানের হস্টেল চালু করা যেতেই পারে বলে জানাচ্ছেন স্থানীয়রা। মানিকচাঁদ শা নামে এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, ‘অনেকদিন ধরে হস্টেলটি এভাবে পড়ে রয়েছে। সন্ধে হলেই নেশাগ্রস্তরা এসে ভিড় জমায়। কয়েকবার বাধাও দিয়েছি। ওরা বলে, নিজেদের চরকায় তেল দিন।’ সুরজ প্রসাদ নামে আরেক বাসিন্দার কথায়, ‘দ্রুত চালু না হলে পরিস্থিতি আরও সঙ্গিন হয়ে উঠবে। প্রশাসন ও স্কুল কর্তৃপক্ষ পদক্ষেপ করুক।’ স্কুলের দুপাশে দুটি ব্যবহারের অযোগ্য গেট রয়েছে। সেই গেট দুটি চালু হলে সমস্যার অনেকটাই সমাধান হবে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

লুকসানের এক স্কুলের কস্তুরবা গান্ধি গার্লস হস্টেল এখনও চালু হয়নি।

সমগ্র শিক্ষা মিশন সূত্রেই জানা গিয়েছে, তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য রয়েছে এমন স্থানগুলিতেই এ ধরনের হস্টেল তৈরি করা হয়েছে। সেখানে এসসি-এসটি সম্প্রদায়ের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীরাই থেকে পড়াশোনার সুবিধা পাবে।

নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর বলেন, ‘লুকসানের হস্টেলটি চালু হয়ে গেলে চা বাগান ঘেরা এই এলাকার বহু ছাত্রী উপকৃত হবে। যোগাযোগের সমস্যার কারণে তাদের অনেকেরই স্কুলে যাতায়াত করতে অসুবিধে হয়। শুধু লুকসানেরই নয়, ব্লকের অন্যান্য স্কুলের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীরাও সম্পূর্ণ নিখরচায় থাকার সুবিধা পাবে। হস্টেলটি দ্রুত চালুর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।’

জমি বিতর্ক

বানারহাট, ৬ জুলাই : বানারহাটে প্রস্তাবিত চক্ষু হাসপাতালের জন্য বরাদ্দ জমি ঘিরে বিতর্ক দানা বাঁধল। জানা গিয়েছে, ঘিরে রাখা জমিটি বানারহাট লায়ন্স ক্লাবের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। হাসপাতাল তৈরির জন্য রাজ্য সরকারের থেকে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৯৯ বছরের জন্য ইজারা নেওয়া হয়েছে লায়ন্স ক্লাবের দাবি। সম্প্রতি ক্লাবের পক্ষ থেকে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করা হয়। বুধবার কয়েকজন জমিতে ঢোকার গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন। বিষয়টি জানিয়ে শনিবার বানারহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। দুপুরেই পুলিশি হস্তক্ষেপে তালা খোলা হয়। এদিকে অপরপক্ষের দাবি, জমিটির মালিকানা তারাচাঁদ আগরওয়ালার নামে আছে। তিনি জাফর খানকে ‘পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি’ দিয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, জেলা প্রশাসন ভুলভাবে ওই জমি লায়ন্স ক্লাবকে ইজারা দিয়েছে। এই নিয়ে জলপাইগুড়ি আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

অভিযুক্ত ছাত্র আপাতত হোমে

স্কুলের সহপাঠী ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির জের

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ৬ জুলাই : সহপাঠীর শ্লীলতাহানি করার অভিযোগে অভিযুক্ত ছাত্রকে পুলিশ আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে এল। জুভেনাইল জাস্টিস আইনের আওতায় নিয়ে এসে ছাত্রটিকে কোরক হোমে রাখা হয়েছে। সোমবার জলপাইগুড়ি জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের সদস্যরা ছাত্রের সঙ্গে আইনি পদ্ধতি মেনে কথা বলবেন। এদিকে, স্কুল কর্তৃপক্ষ কেন এই ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে তা নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। প্রাক্তনীদের একাংশ স্কুল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সরব হয়েছেন। জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'একটি মামলা রুজু হয়েছে। ছাত্রটিকে আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে আনা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

গত মাসের ২৩ তারিখ জলপাইগুড়ির একটি বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রী তারই সহপাঠী ছাত্রের দ্বারা শ্লীলতাহানির শিকার হয়। ঘটনার পর ওই ছাত্রী স্কুলের এক শ্রেণি শিক্ষিকাকে বিষয়টি বলতে যায়। ওই শিক্ষিকা তাকে প্রমাণ দিতে বলেন। তার সহপাঠী দুই বান্ধবী ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বলে নিগৃহীতা ছাত্রী শিক্ষিকাকে জানায়। কিন্তু ওই শিক্ষিকা জানিয়ে দেন, এই প্রমাণ যথেষ্ট নয়। উলটে ঘটনা ধামাচাপা দিতে শিক্ষিকা ওই ছাত্রীর ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করেন বলে অভিযোগ।

এরপর ছাত্রীটি বাড়িতে ফিরে তার মাকে পুরো ঘটনা জানায়। পরদিন নির্যাতিতা ছাত্রীর মা স্কুলে গিয়ে অধ্যক্ষকে বিষয়টি জানাতে চাইলে তিনি প্রথমে দেখা করতে চাননি। পরে অধ্যক্ষ ছাত্রীর মায়ের সঙ্গে দেখা করলেও ঘটনাটি মিটিয়ে নিতে চাপ দেন বলে অভিযোগ।

এরপর ছাত্রীর পরিবারের তরফে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি,

> একটি মামলা রুজু হয়েছে। ছাত্রটিকে আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে আনা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।
>
> **খান্ডবাহালে উমেশ গণপত**
> পুলিশ সুপার, জলপাইগুড়ি জেলা

জেলা পুলিশ সুপার এবং মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ এই ঘটনায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে রবিবার ছাত্রটিকে আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে আসে। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ স্বস্তিশোভন চৌধুরীর কথায়, 'স্কুল কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল, প্রথমে ছাত্রের অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলে তার কোনও মানসিক সমস্যা রয়েছে কি না তা জানা। যদি আগে থেকে মানসিক সমস্যা থাকে, তাহলে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা এবং কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করা দরকার। এছাড়া একজন মানুষের আচরণের খারাপ-ভালো দিকগুলি তুলে ধরে স্কুলে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করা দরকার।'

অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ ছাত্রীর সঙ্গে কথা বলে তার বয়ান রেকর্ড করে। সেইসঙ্গে তার ডাক্তারি পরীক্ষা করানো হয়। জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের সরকারি আইনজীবী শান্তা চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'ছাত্রটিকে তার সুরক্ষার দিক নিশ্চিত করে কোরক হোমে রাখা হয়েছে। সোমবার বোর্ডের সদস্যরা তার সঙ্গে কথা বলবেন।' এদিকে, সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রাক্তনী থেকে শুরু করে অভিভাবকদের একাংশ এই ঘটনায় অধ্যক্ষকে কার্যত কাঠগড়ায় তুলেছেন। স্কুলের এক অভিভাবকের মন্তব্য, 'অধ্যক্ষের ব্যবহার যথেষ্ট খারাপ। এটা আগের বিভিন্ন ঘটনায় প্রমাণিত। ঘটনার দিন কেন তিনি দুই অভিভাবককে ডেকে পদক্ষেপ করলেন না? ঘটনা স্কুলের বাইরে চলে আসার জন্য একমাত্র তিনি দায়ী।'

এদিকে, স্কুলের প্রিন্সিপালকে এ বিষয়ে ফোন করা হলে তিনি ফোন না ধরায় তাঁর বক্তব্য মেলেনি।

নিম্নমানের রাস্তা তৈরির প্রতিবাদ

বেলাকোবা, ৬ জুলাই : রাজগঞ্জ ব্লকের কুকুরজান অঞ্চলের উত্তর সারিয়াম গ্রামের বাসিন্দারা রবিবার সকালে এক ঘণ্টা বিক্ষোভ করেন। এলাকার শ্মশানঘাট পর্যন্ত ৬৩০ মিটার সিসি রোডের নির্মাণকাজ নিম্নমানের হচ্ছে বলে তাঁদের অভিযোগ। পাশাপাশি কাজের তথ্য জানিয়ে সরকারি তরফে কোনও বোর্ড লাগানো হয়নি বলেও অভিযোগ। এই ক্ষোভে এলাকার বাসিন্দারা এদিন ওই রাস্তায় সকাল ৯টা ৩০ থেকে ১০টা ৩০ পর্যন্ত বিক্ষোভ করে প্রধানের আশ্বাসে বিক্ষোভ তুলে নেন।

কাজটি সাংসদ তহবিল থেকে করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কুকুরজান অঞ্চলের বিজেপির প্রধান গোপাল পোদ্দার। তাঁর বক্তব্য, 'প্রকল্পের বাজেট প্রায় ২০ লক্ষ টাকা এবং রাস্তার দৈর্ঘ্য ৬৩০ মিটার। ঠিকাদার সংস্থাকে সরকারি বোর্ড লাগানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' নিম্নমানের কাজ নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন বলেও জানিয়েছেন। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের উপপ্রধান হিরন্ময় রায় জানিয়েছেন, অঞ্চল স্তরে কোনও বৈঠক হয়নি, এই প্রকল্প সম্পর্কে তাঁরা কিছুই জানেন না। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, কাজ শুরু হলেও, কী ধরনের কাজ হচ্ছে বা বরাদ্দ কত তা নিয়ে কেউ কিছুই জানেন না। ঠিকাদার সংস্থা বাঁশ পুঁতে বালির বস্তা দিয়ে সাময়িকভাবে মেরামত করলেও তা দীর্ঘস্থায়ী নয় বলে আশঙ্কা করছেন বিকি রায়, জীবন সরকার সহ বাসিন্দারা।

বিকি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'রাস্তার কাজ সঠিকভাবে না হলে, রাস্তাটি যেভাবে রয়েছে সেভাবেই থাকুক।' অন্যদিকে, ঠিকাদার সংস্থা দাবি করেছে, সব কাজ নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী হচ্ছে।

গাছ উপড়ে বিপত্তি

নাগরাকাটা, ৬ জুলাই : বৃষ্টিতে গোড়ার মাটি আলগা হয়ে রাস্তার পাশে থাকা গাছ উপড়ে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত চালসা থেকে নাগরাকাটাগামী পানঝোরার জঙ্গলঘেরা ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে এইরকম তিনটি ঘটনা ঘটেছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে একটি গাছ উপড়ে গেলে বানারহাট থেকে চালসামুখী একটি পিকআপ ভ্যান অল্পের জন্য রক্ষা পায়। এরপর শনিবার সকালে একটি গাছ ভেঙে যায়। তার কয়েকদিন আগে অপর একটি গাছ রাস্তার ওপর ভেঙে গিয়েছিল, ফলে সাময়িক যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। খবর পেয়ে বন দপ্তর অবশ্য রাস্তা পরিষ্কার করে দেয়। সংশ্লিষ্ট সূত্রে খবর, উপড়ে যাওয়া গাছগুলির সবক'টি চিলৌনি। চালসা রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার প্রকাশ থাপা বলেন, 'রাস্তার পাশে কোনও গাছ বিপজ্জনক অবস্থায় থাকলে তা চিহ্নিত করা হচ্ছে।'

ময়নাগুড়ি হাসপাতালে শোকার্ত হর্ষের পরিবারের সদস্যরা। রবিবার।

গর্তে ডুবে মৃত্যু একরত্তির

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ৬ জুলাই : দাদুর বাড়ির পাশে গর্তে জমে থাকা জলে ডুবে এক শিশুর মৃত্যু হল। মৃতের নাম হর্ষ রায় (৬)। রবিবার ময়নাগুড়ি ব্লকের সিঙ্গিমারি গ্রামের ঘটনা। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ বলেন, 'দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনাটি কীভাবে ঘটেছে তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, কয়েক বছর আগে সিঙ্গিমারি গ্রামের বাসিন্দা তুফান রায়ের মেয়ে জয়ন্তী রায়ের সঙ্গে জলপাইগুড়ি ঘুঘুডাঙ্গা বানিয়াপাড়ার বাসিন্দা জ্যোতিরঞ্জন রায়ের বিয়ে হয়। জ্যোতিরঞ্জন পেশায় দিনমজুর। কয়েক মাস ধরে জ্যোতিরঞ্জন দিনমজুরির কাজে রাজ্যের বাইরে রয়েছে। সেকারণে দুই ছেলেকে নিয়ে তাঁর স্ত্রী বাপের বাড়িতে আছেন। প্রতিদিনের মতো রবিবার জয়ন্তীর ছোট ছেলে হর্ষ দাদুর বাড়ির পাশে কয়েকজন বাচ্চার সঙ্গে খেলাধুলো করছিল। হঠাৎ সে সেখানে থাকা একটা গর্তে পড়ে যায়। সেই গর্তে কিছুটা জল ছিল। হর্ষ জলে পড়ে যাওয়ায় অন্য শিশুরা চিৎকার শুরু করে। তাদের চিৎকার শুনে স্থানীয় টোটোচালক সঞ্জয় বিশ্বাস জলে নেমে হর্ষকে উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে সেখানে চিকিৎসকরা হর্ষকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সঞ্জয়ের কথায়, 'চিৎকার শুনে শিশুটিকে বাঁচাতে আমি তড়িঘড়ি জলে নামি। কিন্তু তাও শিশুটিকে বাঁচাতে পারলাম না। এটাই আক্ষেপ।' ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ট্রাকের ধাক্কায় মৃত ১

ধূপগুড়ি, ৬ জুলাই : ফের এশিয়ান হাইওয়েতে ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। শনিবার রাত ১টা নাগাদ ধূপগুড়ি ব্লকের ওভারব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, শিলিগুড়ির দিক থেকে আসা এক ট্রাকের ধাক্কায় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নয়ন বর্মন গুরুতর আহত হন। তাঁকে উদ্ধার করে ধূপগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ভেমটিয়ার বাসিন্দা নয়ন। তিনি রাস্তা পার হওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। তখনই বেপরোয়া গতিতে আসা ট্রাক তাঁকে ধাক্কা মারে। অনেকটা দূরে ছিটকে পড়েন তিনি। স্থানীয়রা এসে নয়নকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন নয়ন। ট্রাকটি আটক করে পুলিশ ধূপগুড়ি থানায় নিয়ে যায়। রবিবার সকালে মৃতের স্ত্রী ধূপগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ।

এদিকে বহুদিন থেকেই অভিযোগ উঠছে, এশিয়ান হাইওয়ের একাধিক জায়গা অন্ধকারে ডুবে থাকে। দূর থেকে চালকরা বুঝতে পারেন না কেউ রাস্তা পার করছেন কি না। এর জেরেই দুর্ঘটনা ঘটছে। জেলা ট্রাফিক গার্ড অবশ্য এশিয়ান হাইওয়ে এবং জাতীয় সড়কের বিভিন্ন দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকায় পথবাতির বন্দোবস্ত করেছে। কিন্তু এরই মধ্যে এমন ঘটনা ঘটবে তা কেউই ভাবতে পারেননি। রবিবার সকালে ঘটনাস্থলে গিয়ে ধূপগুড়ি ট্রাফিক গার্ড পুরো পরিস্থিতি যাচাই করেছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টাও শুরু করেছে। তবে দুর্ঘটনার মূল কারণ হিসেবে ট্রাকের বেপরোয়া গতিও দায়ী বলে মনে করা হচ্ছে। ট্রাফিক গার্ডের ডেপুটি পুলিশ সুপার অরিন্দম পালচৌধুরী বলেন, 'দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকায় পর্যাপ্ত বাতি লাগানো হয়েছে। তবে রাস্তা পারাপারের সময় আরও সতর্ক হতে হবে। পুলিশ ও ট্রাফিক গার্ড মানুষকে সতর্ক করার কাজ করে যাচ্ছে।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

অপরূপ।। দার্জিলিংয়ের টিংলিংয়ে মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি করেছেন কোচবিহারের দিনহাটার রাজা বর্মন।

ল্যাবে দ্বিগুণ বিল আদায়

অভিযোগ বানারহাটে

গোপাল মণ্ডল

বানারহাট, ৬ জুলাই : মাত্রাতিরিক্ত টাকা নেওয়ার অভিযোগ বানারহাটের একটি বেসরকারি প্যাথলজিকাল ল্যাবরেটরির বিরুদ্ধে। স্থানীয় এক বাসিন্দার অভিযোগ, একই পরীক্ষার জন্য অন্য ল্যাবের তুলনায় ওই ল্যাবে দ্বিগুণ টাকা চাওয়া হচ্ছে। বানারহাট ব্লকের দায়িত্বে থাকা ধূপগুড়ির বিএমওএইচ অঙ্কুর চক্রবর্তী বলেন, 'বিষয়টি জানা নেই। তবে আমরা অভিযোগ পেলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব।'

রবিবার অশোক শা নামে এক ব্যক্তি তাঁর স্ত্রী গীতাকুমারী শা'র আল্ট্রাসনোগ্রাফি করানোর জন্য বানারহাটের ওই বেসরকারি ল্যাবরেটরিতে গিয়েছিলেন বলে জানান। এর আগে তিনি বীরপাড়ার একটি বেসরকারি ল্যাব থেকে একই টেস্ট করিয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে খরচ পড়েছিল ৬০০ টাকা। অভিযোগ, বানারহাটের ওই ল্যাবে সেই টেস্টের জন্য ১২০০ টাকা চাওয়া হয়।

অশোক বিষয়টি নিয়ে ল্যাবরেটরি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। পুলিশের হস্তক্ষেপে বচসা মিটলেও, অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার কারণে ল্যাবটির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। বানারহাট থানার আইসি বিরাজ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'অভিযোগ জমা পড়েছে। তদন্ত শুরু করা হয়েছে।'

অশোক বলেন, 'ডাক্তার আমার স্ত্রীকে দুইদিনের ব্যবধানে তিনবার ইউএসজি পরীক্ষা করাতে বলেন। প্রথমবার বীরপাড়ার একটি বেসরকারি ল্যাব থেকে পরীক্ষা করাতে ৬০০ টাকা লেগেছিল। ওই একই পরীক্ষা বানারহাটে করাতে কেন ১২০০ টাকা লাগবে?' তাঁর অভিযোগ, 'এই ল্যাব চা বলয়ের গরিব মানুষদের কাছ থেকে মাত্রাতিরিক্ত টাকা নিচ্ছে।'

ওই ল্যাবের মালিক বাপ্পা চৌধুরী অবশ্য বলেন, 'যে সমস্ত পরীক্ষা আমাদের এখানে নিয়মিত হয়, তার খরচের তালিকা বাইরে লেখা রয়েছে। তবে কিছু পরীক্ষা এই এলাকায় একেবারেই হয় না। তাই সে সমস্ত পরীক্ষার খরচের তালিকা দেওয়া নেই।'

তিনি আরও বলেন, 'ওই ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীর ইউএসজির ফলিকুলোমেট্রি পরীক্ষা করাতে এসেছিলেন। এই পরীক্ষা করার পরিকাঠামো আমাদের থাকলেও, আগে কেউ ওই পরীক্ষা করাননি। ওই ব্যক্তিই প্রথম আসেন। তাই ল্যাবের রিসেপশনে যিনি ছিলেন, তিনি শিলিগুড়ির এক ল্যাব থেকে খরচ জেনে, সেই অনুযায়ী তাঁকে বলেছিলেন। একজন অভিজ্ঞ রেডিওলজিস্টকে দিয়ে আমরা পরীক্ষা করাই। তারপরও যথেষ্ট কম টাকা নেওয়ার চেষ্টা করি। বাড়তি টাকা নেওয়ার অভিযোগ সঠিক নয়।'

যা ঘটেছে

- মাত্রাতিরিক্ত টাকা নেওয়ার অভিযোগ বানারহাটের একটি বেসরকারি প্যাথলজিকাল ল্যাবরেটরির বিরুদ্ধে
- স্থানীয় এক বাসিন্দার অভিযোগ, একই পরীক্ষার জন্য অন্য ল্যাবের তুলনায় ওই ল্যাবে দ্বিগুণ টাকা চাওয়া হচ্ছে
- পুলিশের হস্তক্ষেপে বচসা মেটে

ঠান্ডা পানীয় কিনতে 'ফ্রিজ চার্জ'

অভিযোগে সরব ক্রান্তির বাসিন্দারা

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ৬ জুলাই : গরম পড়তেই সব বয়সের ক্রেতাদের পছন্দ বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থার ঠান্ডা পানীয়। দেদার বিক্রিও হচ্ছে। কিন্তু অভিযোগ, এই ঠান্ডা পানীয় কিনতে 'ফ্রিজ চার্জ' বাবদ ক্রেতাদের অতিরিক্ত টাকা দিতে হচ্ছে। ক্রান্তি ব্লকের একশ্রেণির বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগে স্থানীয় বাসিন্দারা সরব হয়েছেন। যদিও বিষয়টি অনৈতিক বলে ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর জানিয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে উপযুক্ত ব্যবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে জরিমানা করা হবে বলে জানানো হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলা ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের বিচারক অপূর্বকুমার ঘোষ বলেন, 'কোনও বিক্রেতা এমআরপি-র থেকে বেশি টাকা নিতে পারেন না। আমরা বিভিন্ন জায়গায় এই নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি করি। ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরে অভিযোগ করলে সংশ্লিষ্ট দোকানদারের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা ও জরিমানা করা হবে। অনেকক্ষেত্রে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।'

ক্রেতাদের দাবি, দোকান থেকে যে পণ্যটি কেনা হচ্ছে সেটির নাম ঠান্ডা পানীয়। বিক্রেতাকে দ্রব্যটি ঠান্ডা বিক্রি করতে হবে। এজন্য কোনও বিক্রেতা অতিরিক্ত টাকা নিতে পারেন না। বিষয়টি নিয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতারা হামেশাই ছোটখাটো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছেন। ক্রান্তির বাসিন্দা সৌম্যশ্রী ঘোষের কথায়, '২০-২৫ টাকা মূল্যের একটি ঠান্ডা পানীয় কিনতে হলেও অতিরিক্ত পাঁচ টাকা ফ্রিজ চার্জ হিসেবে দিতে হয়। অথচ প্যাকেটের গায়ে লেখা এমআরপি-র থেকে বেশি টাকা নেওয়া যায় না। গরমে এক বিরাট অংশের ঠান্ডা পানীয় বিক্রেতারা এইভাবে কার্যত লুট করছেন। প্রশাসনের নাকের ডগায় এসব চলছে। কেন ব্যবস্থা নেওয়া হয় না?'

> কোনও বিক্রেতা এমআরপি-র থেকে বেশি টাকা নিতে পারেন না। আমরা বিভিন্ন জায়গায় এই নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি করি। ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরে অভিযোগ করলে সংশ্লিষ্ট দোকানদারের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা ও জরিমানা করা হবে। অনেকক্ষেত্রে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
>
> **অপূর্বকুমার ঘোষ** বিচারক, ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর, জলপাইগুড়ি জেলা

স্থানীয় সূত্রে খবর, বহুজাতিক সংস্থাগুলির তরফে বিক্রেতাদের রেফ্রিজারেটার দেওয়া হয়। তাও এই প্রবণতা বন্ধ হয়নি। উলটে দিনের পর দিন তা বাড়ছে। মূলত প্রশাসনের কোনও অভিযান না হওয়ায় ক্রান্তি ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় একশ্রেণির ঠান্ডা পানীয় বিক্রেতারা বুক ফুলিয়ে অসাধু কারবার চালিয়ে যাচ্ছেন। রাজাডাঙ্গার বাসিন্দা ও শিক্ষক গৌরাঙ্গ শর্মার বক্তব্য, 'মাঝেমধ্যে এনিয়ে বিবাদ হয়। বাড়তি টাকা দিতে অস্বীকার করলে বিক্রেতা কটু আচরণ করেন এবং পণ্য দিতে চান না। এটি বন্ধ হওয়া দরকার।'

ঠান্ডা পানীয়ের পাশাপাশি ব্র্যান্ডেড আইসক্রিম বিক্রিতেও দোকানদারদের অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠছে। ক্রান্তি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি কিশোর বিশ্বাসের মন্তব্য, 'পণ্যের গায়ে থাকা মূল্যের থেকে এক টাকাও বেশি নেওয়া উচিত না। এইরকম কোনও অভিযোগ পেলে আমরা ব্যবস্থা নেব। প্রশাসনকে নিয়মিত অভিযান করতে অনুরোধ করছি।'

উত্তরবঙ্গ নায়েক সমাজকল্যাণ সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মেলন। রবিবার চ্যাংমারি চা বাগানে।

ছোট্ট তারা

আরিয়ান ঘোষ (৭) জলপাইগুড়ির সেন্ট পলস স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র। পড়াশোনার পাশাপাশি এই খুদে আঁকায় পারদর্শী।

এসটি স্বীকৃতির দাবি নায়েকদের

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৬ জুলাই : তপশিলি উপজাতির (এসটি) স্বীকৃতি প্রদানের দাবিতে নায়েক-রা সরব হল। আদিবাসীদের ওই জনগোষ্ঠীর সামাজিক সংগঠন উত্তরবঙ্গ নায়েক সমাজকল্যাণ সমিতির সম্মেলনে ওই দাবির কথা জোরালোভাবে উঠেছে। রবিবার নাগরাকাটার চ্যাংমারি চা বাগানে সম্মেলনটি হয়। সেখানে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার এই চার জেলার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের সভাপতি শিবরাম নায়েক বলেন, 'এসটি-র স্বীকৃতি না মেলার কারণে নায়েক সম্প্রদায়ের তরুণ প্রজন্ম সরকারি চাকরি থেকে শুরু করে শিক্ষাক্ষেত্রে সংরক্ষণের সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম পিছিয়ে থাকছে। নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতির সংরক্ষণও হচ্ছে না। দাবির কথা এর আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানানো হয়েছে। আশা করছি সরকার সহানুভূতির সঙ্গে সবকিছু বিবেচনা করবে।' উত্তরবঙ্গ নায়েক সমাজ জানিয়েছে, ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তাঁরা এসটি-ক্যাটিগোরিতে ছিল। এরপর তপশিলি জাতিকে এসসি ক্যাটিগোরিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যদিও তাঁদের সামাজিক পরম্পরা, রীতিনীতি, পুজোপাঠ, জীবনশৈলী ও খাদ্যাভ্যাস সবকিছু চিকবড়াইক, লোহার, মাহালি, নাগেশিয়া, অসুর, খেরোয়ার, গোরাথ ও করওয়ার মতো অন্য এসটি ক্যাটিগোরির আদিবাসী সম্প্রদায়দের মতো। মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও দাবির বিষয়টি তারা আদিবাসী উন্নয়নমন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক ও তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইককে জানানো হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট কর্তারা জানিয়েছেন। এদিনের সম্মেলন থেকে নায়েক সমাজ আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের সংযোগকারী ভাষা সাদরির সরকারি স্বীকৃতি, আদিবাসী উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক পর্ষদে নায়েকদের প্রতিনিধি রাখা, আলাদা নায়েক উন্নয়ন পর্ষদ ও নায়েক সংস্কৃতির প্রসারে সরকারি পদক্ষেপের দাবি জানানো হয়।

এদিনের সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে উত্তরবঙ্গ নায়েক সমাজকল্যাণ সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক অজিত নায়েক, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বৈজুনাথ নায়েক, জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সম্পাদক ওমপ্রকাশ নায়েক ও মাদারিহাট ব্লক কমিটির সম্পাদক অনিল নায়েক সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

পথসভা

মালবাজার, ৬ জুলাই : ৯ জুলাই সাধারণ ধর্মঘট উপলক্ষ্যে সিপিএমের এরিয়া কমিটি পথসভা করল। রবিবার তেশিমলা গ্রাম পঞ্চায়েতের হাঁড়িয়া মোড়ে সভাটি হয়। এদিন সেখানে মালের এরিয়া কমিটির সম্পাদক রাজা দত্ত, গোলেজান সরকার, পঞ্চায়েত সমিতির বাম সদস্য সুশীল রায় ও মুস্তাফা হোসেন সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

রথ শেষে ভাঙামেলায় ভিড়

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ৬ জুলাই : উলটোরথের পরেও জমজমাট মালবাজারের রথের মেলা। রবিবার একদিকে ছিল সাপ্তাহিক হাট, অন্যদিকে ছিল ভাঙামেলা। তবে নামে ভাঙামেলা হলেও দোকানপাট প্রায় সবই ছিল। দুপুরের পর থেকেই ভিড় শুরু হয় মেলায়। যানজট এড়াতে কড়া নজরদারি ছিল

ট্রাফিক পুলিশের। কলোনির ভেতরে বড় গাড়ি প্রবেশে কড়াকড়ি করে পুলিশ। রাস্তায় গাড়ি রেখে হেঁটেই মেলায় পৌঁছান প্রচুর মানুষ। শনিবার উলটোরথেও রেকর্ড সংখ্যক ভিড় হয়েছে মেলায়। ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে হিমসিম খেতে হয় পুলিশ

ও কমিটির স্বেচ্ছাসেবকদের। তবে ছোটখাটো গণ্ডগোল ছাড়া বড় কোনও ঘটনা ঘটেনি।

শুধুমাত্র মাল ব্লক নয়, মেটেলি, নাগরাকাটা, ময়নাগুড়ি ব্লক থেকেও প্রচুর মানুষ এসেছেন মেলায়। কালিম্পং জেলার গরুবাথান, ঝালং, বিন্দু, লাভা থেকেও মেলা দেখতে এসেছেন অনেকে। শনিবার রাতেই জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে নিয়ে রথ পৌঁছে গিয়েছে নিজের গন্তব্যে, রথবাড়িতে। তবে মেলা চলবে ১৬ জুলাই পর্যন্ত। নাগরাকাটার বাসিন্দা কলেজ ছাত্রী কেয়া রায় বলেন, 'মালবাজারে রথের মেলায় একদিন গিয়ে মন ভরে না। সুযোগ পেলেই মেলায় যাই।'

মেলায় রাইডের মধ্যে মূল আকর্ষণ ছিল সুনামি রাইড। এছাড়া নাগরদোলা, ব্রেক ডান্স, নৌকা, ড্রাগন ট্রেন চড়াতেও বেশ উৎসাহ দেখা গিয়েছে দর্শনার্থীদের। তবে মাল শহরের তরুণী বর্ষান্তিকা সাহার কথায়, 'সুনামিতে চড়তে ভয় লাগলেও দু'বার চড়া হয়েছে, সুযোগ হলে আবার চড়ব।'

পাশাপাশি গরম থাকায় বেশ ভিড় ছিল সোডা ও ঠান্ডা পানীয়ের দোকানে। ২০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে জিলিপি। জিলিপি বিক্রেতা অরুণ শাহ বলেন, 'সোজা রথের তুলনায় উলটোরথে বেশি জিলিপি বিক্রি হয়েছে।'

এদিন মেলায় খাবারের মধ্যে অন্যতম আকর্ষণ ছিল মহাপ্রভুর ভেলপুরি, পাঁশকুড়ার চপ। তাছাড়া ঘর সাজানোর সামগ্রী, ছোটদের খেলনা, প্রসাধনী সামগ্রী, রান্নাঘরের খুঁটিনাটি জিনিসপত্রের দোকানেও যথেষ্ট ভিড় ছিল। বিনোদনের মধ্যে বিশেষ আকর্ষণ ছিল কুপন লটারিতে। লটারি খেলায় বেশ ঝোঁক দেখা গিয়েছে তরুণ প্রজন্মের। রথমেলা কমিটির সভাপতি দেবাশিস রায়ের কথায়, 'অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও আমরা মেলার আয়োজন করেছি, প্রশাসন ও জনগণের সহযোগিতায় সফল হয়েছি।'

শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিনে রক্তদান

অনীক চৌধুরী ও রামপ্রসাদ মোদক

জলপাইগুড়ি ও রাজগঞ্জ, ৬ জুলাই : জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপি কার্যালয়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হল। রবিবার দলের তরফে শ্যামাপ্রসাদের প্রতিকৃতিতে জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্তকুমার রায়, জেলা সভাপতি শ্যামল রায় ও যুব সভাপতি পলেন ঘোষ সহ অন্য নেতৃত্ব পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। এদিন ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির তরফে বিজেপি জেলা কার্যালয়ে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবির থেকে মোট ৪৯ ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয়। সংগৃহীত রক্ত জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিজেপির তরফে শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন এবং পথচলতি মানুষকে গাছের চারা ও ঠান্ডা পানীয় বিতরণ করা হয়।

এদিকে রবিবার ভারতীয় জনতা পার্টির তরফে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তীতে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং পশ্চিমবঙ্গ গঠনে তাঁর অবদান নিয়ে আলোচনা করা হয় রাজগঞ্জ ব্লকের বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের আমবাড়ির বিশ্ব বাংলা ভবনে। এদিন সেখানে বিজেপি'র জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি শ্যামল রায়, জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্তকুমার রায়, প্রবীণ বিজেপি নেতা ও জেলা কমিটির সদস্য দিলীপ চৌধুরী, রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নিতাই মণ্ডল ও আশিস দে সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

আমবাড়িতে শ্যামাপ্রসাদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করছেন জয়ন্তকুমার রায়।

পোস্টার ছেঁড়া

ছেঁড়া হল একুশে জুলাইয়ের পোস্টার। আনোয়ার শাহ কানেক্টরের নিকটবর্তী এলাকার এই ঘটনায় গড়ফা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন কাউন্সিলার।

নার্সের মৃত্যু

মহেশতলায় রহস্যমৃত্যু নার্সের। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। গলায় ওড়না প্যাঁচানো অবস্থায় থাকায় জল্পনা বেড়েছে।

ঝড়-বৃষ্টি

নিম্নচাপের জেরে দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আবহাওয়া দপ্তর। মৎস্যজীবীদেরও সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে। আগামী সাতদিন রাজ্যে ঝড়-বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বন্ধুকে খুন

মদের আসরে তরুণকে খুন করল বাবা-ছেলে। বেহালার ঠাকুরপুকুর থানা এলাকায় দুই বন্ধুর মধ্যে টাকা নিয়ে অশান্তি বাধে। বাবাকে ডেকে পাঠায় একজন। তারপরই বন্ধুকে খুন করে দু-জনে মিলে।

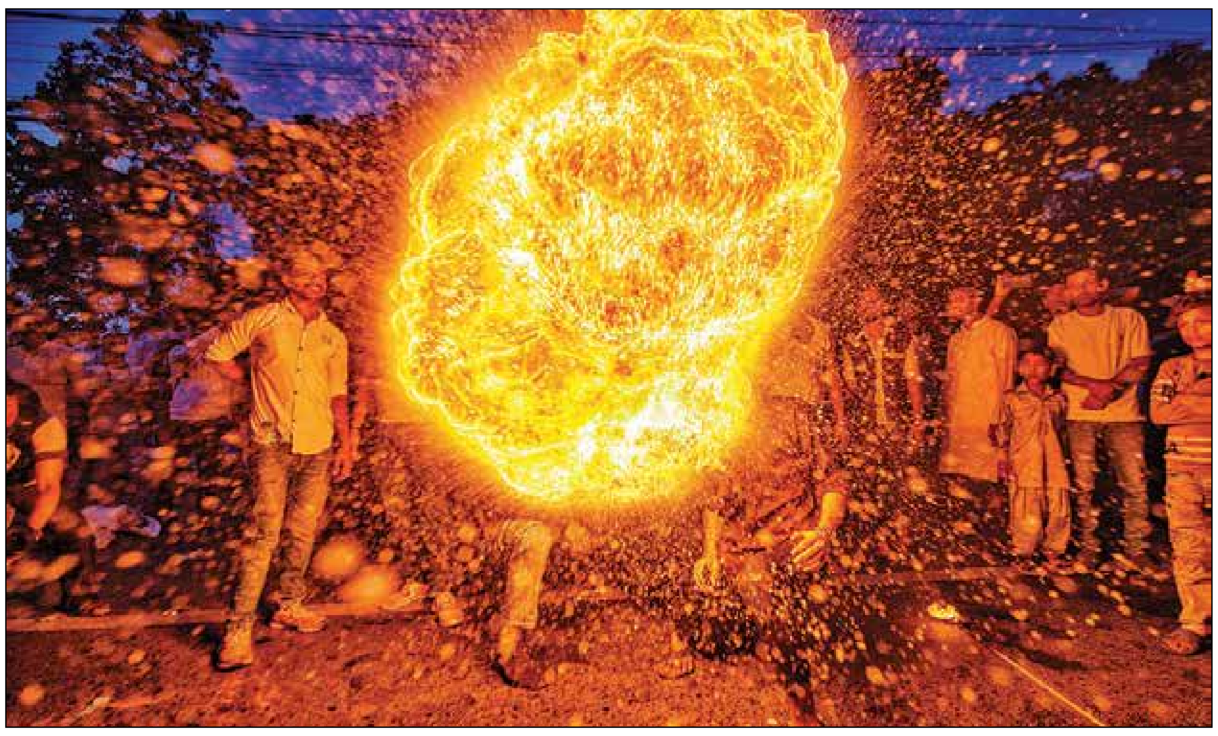

আগুনের ফুলকি... মহরমের দিনে কলকাতার চিড়িয়ামোড়ে। ছবি-আবির চৌধুরী।

শমীকের বার্তায় সায় সংঘের

ফের সংখ্যালঘুদের পথে নামার আবেদন

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৬ জুলাই : বিজেপির নতুন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ অনুরাগী। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের একটি হল 'ধর্মেও আছি, জিরাফেও আছি'। শক্তির কবিতা ও কাব্যগ্রন্থকে শমীকের রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে তুলনা করে কাটাছেঁড়া শুরু হয়েছে দল ও সংঘে। কারণ একাংশের মতে, শমীক কী বলছেন সেটা বিষয় নয়। মানুষ শমীকের বক্তব্যকে কীভাবে দেখছে সেটাই প্রধান। আমজনতা মনে করছে, চেনা বিজেপির সুরে কথা বলছেন না শমীক। আর তা থেকেই প্রশ্ন উঠছে, শমীকের এই ভিন্ন সুরকে কি সমর্থন করে দল? সমর্থন করে আরএসএস? তবে বিজেপি তো বটেই, সংঘও মনে করছে শমীক সঠিক পথেই এগোচ্ছেন।

রাজ্যের ক্ষমতা দখলের কৌশল হিসাবে সংখ্যালঘু মুসলিম ভোটের বিপরীতে হিন্দু ভোটব্যাংককে সংহত করতে উগ্র হিন্দুত্ববাদকে অবলম্বন করেছিল বিজেপি। শুভেন্দু অধিকারীর মতো বিজেপি নেতারা ৭০ শতাংশ হিন্দু ভোট এক করতে পারলে সরকার গড়া সম্ভব বলে দাবি করেছেন। কিন্তু সংঘের অভ্যন্তরীণ সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, এখনই ভোট হলে ২৯৪টি আসনের মধ্যে মেরেকেটে ৭০ থেকে ৮০টি আসন জেতা সম্ভব। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির চুলচেরা বিচার করে সংঘের মনে হয়েছে, ধর্মীয় মেরুকরণ অন্যতম কৌশল হলেও একমাত্র কৌশল বলে ধরে নেওয়া সঠিক নয়। সে কারণেই শুভেন্দুর উগ্র হিন্দুত্ববাদী প্রচারের পাশাপাশি উদারপন্থী শমীককে মাঠে নামানোর সিদ্ধান্ত।

শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিনে শ্রদ্ধা শুভেন্দু ও লকেটের। রবিবার। -রাজীব মণ্ডল।

রবিবার শ্যামাপ্রসাদের ১২৪তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে কলকাতায় রাজ্য বিজেপি দপ্তরে শমীক বলেছেন, 'অনুপ্রবেশের মধ্যে দিয়ে জনবিন্যাস বদলে দিয়ে ৮০-র দশক থেকে বিনা যুদ্ধে ভারত দখলের এই চক্রান্ত রুখতে হবে। আর সেই চক্রান্ত রুখতে কেবল হিন্দুরা নয়,আমাদের প্রয়োজন জাতীয়তাবাদী নিরপেক্ষ মুসলমানদেরও।' এদিন বিধাননগরে দলীয় অনুষ্ঠানে শমীক দাবি করেছেন, রাজ্য সরকারের তুষ্টিকরণের রাজনীতির জন্য মুসলিম মৌলবাদ এরাজ্যে যে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি করেছে, তা থেকে মুক্তি চাইছে মুসলিম সমাজও। রাজ্য সভাপতি হওয়ার পর তাদের প্রতিনিধি স্থানীয় মানুষেরা তাঁকে ফোন করে সমর্থনের কথা বলেছেন। শমীকের কথায়, মুসলমান সমাজের কবি, সাহিত্যিক যাঁরা ফোন করে বলছেন, আমরাও এই অবস্থার পরিবর্তন চাই। তাঁদের বলছি, ফোন করবেন না। দয়া করে রাস্তায় নেমে বলুন বাংলা ও বাঙালির স্বার্থে বাংলা ভাগ আমরা চাই না।

অপেক্ষা করুন, দিলীপের কথায় হইচই

কলকাতা, ৬ জুলাই : ফের চর্চার শিরোনামে দিলীপ ঘোষ। রবিবার দিলীপ নিজেই বলেছেন, ২১ জুলাই চমক অপেক্ষা করছে। বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের এই মন্তব্যের পর তা নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছে দলের দিলীপ বিরোধীরাও। যদিও দল বা বিরোধীদের এই প্রচারকে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই পাত্তা দিতে চাননি তিনি।

দিঘা কাণ্ডের জের ব্যাকসিটে চলে যাওয়া দিলীপ ফিরতে চলেছেন দলের মূলস্রোতে। দিলীপের প্রতি নতুন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের প্রকাশ্যে আস্থা প্রকাশে সেই সম্ভাবনা যখন উজ্জ্বল হচ্ছে, তখন আচমকা আবার বোমা ফাটালেন দিলীপ। দল তাঁকে কার্যত ব্রাত্য করে রাখায় তাঁর কিছুটা অভিমান হয়েছিল। অভিমানী দিলীপের সূত্র ধরেই জল্পনা ছড়াচ্ছিল নানা মহলে। কেউ বলছিলেন, দিলীপ নতুন দল গড়তে চলেছে। কেউ আবার আরেক ধাপ এগিয়ে দল বদলের ইঙ্গিতও দেন। সামনেই একুশে

জুলাইকে ঘিরে সেই জল্পনা আবার ডানা মেলে। এদিন সকালে খড়্গপুরে সংবাদমাধ্যমের এক প্রশ্নের জবাবে দিলীপ বলেন, 'অপেক্ষা করুন ২১ পর্যন্ত। অনেক চমকই দেখতে পাবেন।' ২১ জুলাই দিলীপ ঘোষের তৃণমূলে যোগ দেওয়ার জল্পনা নিয়ে যখন ব্যস্ত সংবাদমাধ্যম, তখন দিলীপের এই মন্তব্য সেই জল্পনাকে আরও উসকে দেয়। এই বিষয়ে পরে দিলীপকে আবারও জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'কী করব, সকাল থেকে একটা চ্যানেল আমার পিছনে পড়ে গিয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য একটাই, আমি তৃণমূলে যোগ দিতে চলেছি বলে খবর করা। তাই বললাম, দেখতে থাকো ২১ পর্যন্ত। আমি জানি এই জল্পনা-কল্পনার মেয়াদ ২১ জুলাই পর্যন্ত।'

রাজনৈতিক মহলে সবাই জানে ২১ জুলাইয়ের মঞ্চে যোগদান প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এছাড়া দিলীপকে যারা চেনেন তাঁরা জানেন, তৃণমূলে যোগ দেওয়ার চমক এমন মাঠে ময়দানে দেওয়ার লোক নন দিলীপ। তবে ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, মুখে যখন চমকের কথা বলেছেন দিলীপ, তখন কোনও একটা চমক নিশ্চয়ই আছে। সূত্রের খবর, তৃণমূলের ছড়ানো গুজবের জবাব দিতে ২১ জুলাইয়ের দিনেই পাল্টা তৃণমূল ভেঙে বিজেপিতে যোগদান করাতে পারেন দিলীপ। যদিও তা নিয়ে ভাঙতে চাননি তিনি।

আয় বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগ

জগন্নাথের বিরুদ্ধে খোঁজ নিতে চিঠি রাষ্ট্রপতি ভবনের

কলকাতা, ৬ জুলাই : রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও আয় বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগের খোঁজখবর করতে নবান্নকে চিঠি দিল রাষ্ট্রপতি ভবনের সচিবালয়। ২ জুলাই রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে রাষ্ট্রপতি ভবনের আন্ডার সেক্রেটারি গৌতম কুমার একটি চিঠি দিয়েছেন।

তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বেআইনি লেনদেন, আয় বহির্ভূত সম্পত্তি সহ বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। তা নিয়ে খোঁজ নিতে বলা হয়েছে। জানা গিয়েছে, দলের এক সদস্য উদয় সিংহ সম্প্রতি জগন্নাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন। তার প্রেক্ষিতে এই বিষয়ে খোঁজ করে যথাযথ পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে।

যদিও এই চিঠি আদৌ রাষ্ট্রপতি ভবনের সচিবালয় থেকে পাঠানো হয়েছে কিনা তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল। এই বিষয়ে জানতে জগন্নাথের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন কলের উত্তর দেননি।

বিজেপির অন্দরে বার বার তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, ক্ষমতার অপব্যবহার করে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি করেছেন জগন্নাথ। নামে, বেনামে সম্পত্তি করেছেন তিনি। এই নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, জেপি নাড্ডা সহ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে দলেরই একাংশ অভিযোগ জানিয়েছেন। তবে এবার দলেরই আরেক কর্মী উদয় সিংহের অভিযোগের প্রেক্ষিতে সত্যতা খতিয়ে দেখতে তৎপর হয়েছে রাষ্ট্রপতি ভবন। তদন্তে যা উঠে আসবে তা অভিযোগকারীকেও জানানোর নির্দেশ দিয়েছে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়। যদিও এই বিষয়ে এখনই রাজ্য বিজেপির তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। নবান্নের তরফেও এই চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার এখনও পর্যন্ত করা হয়নি। জগন্নাথের ঘনিষ্ঠমহলের দাবি, ই-মেলটি ভুয়ো হলে দলগতভাবে যা অবস্থান নেওয়ার তা নেওয়া হবে।

এর নেপথ্যে বিরোধী বা দলেরই একাংশের হাত রয়েছে বলে মনে করছেন তাঁরা। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই চিঠি যদি সত্যি হয় তাহলে বিড়ম্বনা বাড়বে রাজ্য বিজেপির।

বিপাকে পদ্ম

- বেআইনি লেনদেন ও অবৈধভাবে সম্পত্তি থাকার অভিযোগ
- দলেরই সদস্য শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন
- যার প্রেক্ষিতে মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়েছে রাষ্ট্রপতি ভবনের সচিবালয়
- চিঠির ই-মেল ভুয়ো হলে পদক্ষেপ করবে দল

অভয়া মঞ্চের কালীঘাট চলো অভিযান

কলকাতা, ৬ জুলাই : বছর পেরোতে চলল। তবুও বিচার মেলেনি। কলকাতার রাজপথে ম্রিয়মাণ হয়েছে বিচারের দাবি। এখনও আদালতে চলছে বিচারের দীর্ঘসূত্রতা। এই প্রেক্ষিতে আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের বর্ষপূর্তিতে পথে নামতে চলেছে নির্যাতিতার পরিবার। শুধু তাঁর পরিবার নয়, ওই দিন রাজপথকে স্তব্ধ করে দিতে আন্দোলনে নামছে বিজেপি ও নাগরিক সমাজ।

৯ অগাস্ট অভয়া মঞ্চের তরফে কালীঘাট চলো অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে। নির্যাতিতার বাবা-মাকে ওই মিছিলে শামিল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৯ অগাস্ট নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছেন। ১৪ অগাস্ট রাত দখলের ডাক দিয়েছে আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা।

ওই দিন কসবা কাণ্ডে নির্যাতিতার পরিবারকেও তাঁদের সঙ্গে শামিল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। আরজি করের ঘটনা থেকে কালীগঞ্জ, কসবার ঘটনায় এদিন সরব হয়েছেন অভয়ার পরিবার। তাঁদের বক্তব্য, মনোজিৎ, সন্দীপ ঘোষরা একদিনে

ডাক শুভেন্দুর

তৈরি হয় না। এদের নেপথ্যে বড় মাথা থাকে। সেজন্য এরা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। আরজি কর, কালীগঞ্জ, কসবা সবাই স্টেট কালপ্রিটের শিকার। আমার মেয়ের ধর্ষণ, খুনের পর শতাধিক এমন ঘটনা ঘটেছে। বিচার হলে ধর্ষকরা অন্তত ভয় পেত।'

কসবার নির্যাতিতার পরিবারকে তাঁদের আন্দোলনে শামিল হওয়ার ডাক দিয়ে আরজি করের নির্যাতিতার মা বলেন, 'আড়ালে থাকলে হবে না, রাস্তায় নামুন, আন্দোলন করুন।' সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়েও ফের প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। তাঁদের অভিযোগ, সিবিআই সব সত্য জেনেও প্রকৃত ঘটনা সামনে আনছে না। সিবিআইয়ের ভূমিকা ন্যক্কারজনক বললেও কম হবে।

সম্প্রতি রাজ্য বিজেপির সভাপতি নিবাচিত হয়েছেন শমীক ভট্টাচার্য। জগন্নাথ ইস্যুতে তাঁর বক্তব্য, 'আগে নবান্নের মুখ্যসচিবের কাছে যে ইমেল এসেছে বলে দাবি করা হচ্ছে, সেটা প্রমাণ হোক। তারপর এই নিয়ে দল তার অবস্থান স্পষ্ট করবে।' বিধানসভা নির্বাচনের আগে সংগঠনকে সাজিয়ে তোলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে দলেরই পদাধিকারী নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ অস্বস্তি বাড়াবে রাজ্য বিজেপির।

মেঘ এল ঘনিয়ে... রবিবার কলকাতায় রাজীব মণ্ডলের তোলা ছবি।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতির বিরোধী বিকাশ

রিমি শীল

কলকাতা, ৬ জুলাই : ব্যক্তি কখনও দলের ঊর্ধ্বে নয়। প্রয়োজনে কোনও ব্যক্তিকে দল সামনে আনতে পারে। কিন্তু তা কখনই ব্যক্তিস্বার্থে নয়, এমনটাই স্পষ্ট করলেন সিপিএমের বর্ষীয়ান নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য।

ব্যক্তির রাজনীতি নয়, দলই গুরুত্বপূর্ণ সেই নৈতিকতাই বরাবর সামনে আনে আলিমুদ্দিন। তবে কিছু ক্ষেত্রে সিপিএমেও ব্যক্তিবিশেষের মুখকে সামনে রেখে এগোনো নিয়ে বার বার প্রশ্ন উঠেছে। এই প্রেক্ষিতে মুখ খুলেছেন বিকাশরঞ্জন। তাঁর মন্তব্য, 'ব্যক্তি কখনও সংগঠনের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না। সামগ্রিক চেতনার ঊর্ধ্বে

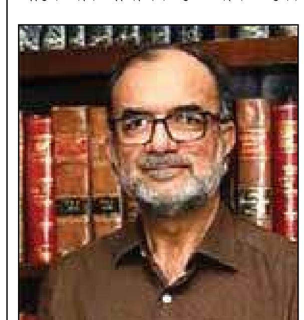

উঠে গেলে ব্যক্তি এগিয়ে যেতে পারে না। তাই ব্যক্তিগত ভূমিকা পালন করতে হলে তা গোষ্ঠীবদ্ধ ভূমিকাকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য।' যাঁরা ব্যক্তিকেন্দ্রিকতায় বিশ্বাসী, তাঁরা দলের সঙ্গে একাত্ম নয় বলে দাবি বিকাশরঞ্জনের।

দলের মধ্যেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাস করার প্রবণতা কাটানো কঠিন বলে মনে করছেন সিপিএমের প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ। তাঁর বক্তব্য, 'এই প্রবণতা কাটানো খুব সহজ কাজ নয়। তবে তা কাটছে। ব্যক্তি যখন দলের ঊর্ধ্বে ওঠার চেষ্টা করবে, তখন সমস্যা তৈরি হয়।' দল যদি কখনও ব্যক্তিকে সামনে আনে, তা অবশ্যই ব্যক্তিকে প্রচারের উদ্দেশ্যে নয়। এই নিয়ে ২০০৫ সালে মেয়র নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনেছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, 'ব্যান্ড বুদ্ধ কখনও দল তৈরি করেনি।' দলের একাংশের মনোভাব প্রসঙ্গে তাঁর মত, 'যাঁরা এই ধরনের ট্যাগলাইন দেন তাঁরা দলের সঙ্গে নিবিড় নন। তাঁরা বাম পরিধিতে রয়েছেন এমনটাও নয়। ট্যাগলাইন দিয়ে কিছু প্রমাণিত হয় না।' মাঠ-ময়দানের লড়াই দিয়ে প্রমাণ হয়।'

আগেও মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে আগুন পাখি বা ক্যাপ্টেন আখ্যা দেওয়া নিয়ে আত্মকেন্দ্রিক রাজনীতির বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন বিকাশরঞ্জন। ফলে এখনও তাঁর মন্তব্যে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, দলের অন্দরে একাংশ রয়েছেন যাঁরা দলীয় নীতির বিপরীতে চলছেন। প্রকারান্তরে তাঁদেরই বার্তা দিয়েছেন তিনি। সামনেই বিধানসভা নিবাচন রয়েছে। ২০১৯, ২০২৪-এর লোকসভা হোক কিংবা ২০২১-এর বিধানসভা, সবকটি নিবাচনেই খাতা খুলতে পারেনি সিপিএম। ফলে ২০২৬ নিয়ে দলের মধ্যে রয়েছে বিশেষ সতর্কতা। ফলে তার আগে কোনও ব্যক্তি মুখকে সামনে রেখে দলীয় আদর্শ থেকে বিচ্যুতির বার্তা দিতে চায় না আলিমুদ্দিন। যাতে দলে বৃথতন্ত্রের কর্মী-সমর্থক থেকে শুরু করে জনমানসে ভুল বার্তা যায়।

তাই বিকাশরঞ্জনের মন্তব্য একদিকে দলেরই একাংশের মত বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

আজ খুলছে কসবার কলেজ

কলকাতা, ৬ জুলাই : সোমবার থেকে খুলছে কসবার সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজ। তবে কলেজের যে অংশে অপরাধ সংগঠিত হয়েছে, সেখানে বিশেষ নজর থাকছে পুলিশের। কোনও তথ্যপ্রমাণ যাতে নষ্ট না হয়, সেদিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হচ্ছে। পুলিশের তদন্তে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে। ঘটনার দিনে মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র সহ বাকি ধৃতদের কার্যক্রম নজরে রয়েছে পুলিশের। মনোজিতের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ উঠে এসেছে। এদিকে অভিযুক্তদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানিয়েছেন নির্যাতিতার বাবা।

তদন্ত চলা পর্যন্ত ঘটনাস্থলের নিরাপত্তায় বিশেষ নজর দেওয়া হবে। কলকাতা পুলিশের একজন ইনস্পেক্টরের নেতৃত্বে একটি বিশেষ টিম সিল করা এলাকায় নজরদারি রাখবে। ইউনিয়ন রুম ও গার্ডরুম থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেছেন তদন্তকারীরা। অভিযুক্তদের ফোন থেকে দেড় মিনিটের ফুটেজও উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনার দিন মনোজিতের ফোন থেকে একটি ভিডিও ও গার্ডরুমের জানলা থেকে আরও একটি ভিডিও তোলা হয়েছিল বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। কলেজ খুললে যাতে কোনওভাবে তথ্যপ্রমাণে প্রভাব না পড়ে, সেদিকে নজর রেখে এখনই নিরাপত্তা সরিয়ে নেওয়া হবে না। জানা গিয়েছে ওই দিন ঘটনার পর কলেজের নিরাপত্তারক্ষীদের ঘরে বসে মদ্যপান করেছিল ধৃতরা। মদ্যপানের পরে ইএম বাইপাসের একটি ধাবায় গিয়ে খাওয়াদাওয়া করে তারা। তারপর নিজেদের মতো বাড়িতে চলে যায়। নিরাপত্তারক্ষী যাতে কাউকে কিছু না বলে তার জন্য তাকেও শাসিয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে যায় তারা। দক্ষিণ কলকাতার এক প্রভাবশালী ব্যক্তিকে ঘটনার পরের দিন ফোনও করেছিল মনোজিৎ। সেই ব্যক্তির সাহায্য না পেয়ে আরও কয়েকজন প্রভাবশালীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল সে। ঘটনার পর থেকে রাসবিহারী, গড়িয়াহাট, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, ফার্ন রোড সহ একাধিক জায়গায় ঘোরাঘুরি করে মনোজিৎ।

তদন্তকারীরা মনে করছেন, যে প্রভাবশালীর হাত মনোজিতের মাথায় ছিল তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যই ঘুরছিল সে। একবার সে কড়েয়া থানার কাছেও যায়। ঘটনার আগে বার বার প্রমিত মুখোপাধ্যায় ও জইব আহমেদের সঙ্গে তার বার বার কথা হয়েছিল। এই ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত। কলেজে খাপ পঞ্চায়েতে যে প্রভাব মনোজিৎ ও তার শাগরেদরা। প্রথম বর্ষের দুই ছাত্রীর দিকেও নজর পড়েছিল তাদের।

কাজ চলছে অস্থায়ী কর্মীদের দিয়েই

কলেজে কলেজে তৃণমূলের দাপট

কলকাতা, ৬ জুলাই : প্রশ্নের মুখে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী কর্মীরা। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের 'নেতা'রাই বছর বছর স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মী হিসেবে নিযুক্ত থাকার প্রমাণ মিলছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে। কাকদ্বীপ কলেজে অস্থায়ী কর্মী থাকার বিষয়ে সিলমোহর দিয়েছে তৃণমূল নিজেই। এরই মধ্যে রবিবার অভিযোগের তালিকায় যুক্ত হল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড় মহাবিদ্যালয়। উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশিকা অনুযায়ী কলেজে যে সংখ্যক কর্মী থাকার কথা, তার বেশিরভাগেরই নেই। অভাব নিরাপত্তা রক্ষীরও। তাই দিনের পর দিন কলেজে স্থায়ী-অস্থায়ী কর্মী হিসেবে নিযুক্ত হয়ে চলেছেন তৃণমূলের 'নেতারা'।

কলকাতার স্বনামধন্য কলেজগুলিতে 'মনোজিৎ মডেল' চাপ বাড়িয়েছে শাসক শিবিরের অন্দরে। আশুতোষ কলেজের প্রাক্তন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতাদের মধ্যে কেউ এখন হেড ক্লার্ক, কেউ আবার হিসেব রক্ষক পদে কর্মরত। সুরেন্দ্রনাথ কলেজে প্রাক্তন তৃণমূল ছাত্র নেতা ও ছাত্র সংসদের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক সহ ৪ জন ঠিক একইভাবে 'অস্থায়ী' ও 'স্থায়ী' কর্মী হিসেবে নিযুক্ত। পিছিয়ে নেই যোগেশচন্দ্র, গুরুদাস, হুগলির উত্তরপাড়া রাজা প্যেয়ারী মোহন ও সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়ের মতো কলেজও। সেখানে কর্মীদের বেশিরভাগই শাসক শিবিরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এবার মধ্যে ভাঙড় মহাবিদ্যালয়ের দিকেও উঠল একই অভিযোগ। কর্মরত ৮ জন কর্মীদের তালিকায় রয়েছে পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী ও প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্যের ছেলে। এঁদের মধ্যে জাকির খান ভাঙড় কলেজের প্রাক্তন জিএস, শহিদুল ইসলাম সক্রিয় তৃণমূল নেতা, সাহানুর ইসলাম ইউনিয়নের সক্রিয় নেতা ও নাজমুল হোসেন মুকুল বর্তমান ছাত্র পরিষদের নেতা হিসেবেই পরিচিত।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অভিরূপ চক্রবর্তীর যুক্তি, 'কোনও সংবিধানে লেখা নেই প্রাক্তনী হলে চাকরি করতে পারবে না। বাম আমলে তো চিরকুটের মাধ্যমে চাকরি হত।' ভাঙড় মহাবিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি বাহারুল ইসলাম জানিয়েছেন, '২০১১ সালের আগে থেকে শিক্ষাকর্মী হিসেবে এই ৮ জনকেই নিয়োগ করা হয়েছে। বহু বছর ধরে তাঁরা কাজ করে। কলেজে এদের কোনও রাজনৈতিক পরিচয় নেই।'

অবশ্য ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লার মত, 'মনোজিৎ মডেলে সবাইকে ফেললে সেটা ভুল হবে। ইচ্ছাকৃতভাবে প্রোপাগান্ডা তৈরি করে গরিব যোগ্য ছেলেদের পেটে লাথি মারার চেষ্টা করা হচ্ছে।' সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর কটাক্ষ, 'বেআইনি নিয়োগের ফলেই সব তৃণমূলের নেতারা কর্তৃপক্ষ সেজে দাপট দেখাচ্ছে।' অবশ্য এই বিষয়ে তৃণমূলের অন্দরেও কাদা ছোড়াছুড়ি শেষ হচ্ছে না। সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই

কোথায় কত নেতা

- আশুতোষ - হেডক্লার্ক, হিসাবরক্ষক
- সুরেন্দ্রনাথ- চার জন
- যোগেশচন্দ্র- দুই শিক্ষাকর্মী
- গুরুদাস- একজন
- ভাঙড় মহাবিদ্যালয়-আট
- উত্তরপাড়া রাজা প্যারিমোহন-১০

বলেছেন, 'প্রাক্তনীদের নিজেদের প্রতিষ্ঠানে অস্থায়ী চাকরি করাই উচিত নয়। তৃণমূলের অন্য কর্মীদের চাকরি দেওয়া হোক।' তৃণমূলের ছাত্রপরিষদের ৭ জন নেতা-কর্মীকে কলেজে অস্থায়ীভাবে নিয়োগের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন কাকদ্বীপের বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর হুঁশিয়ারি, 'মঙ্গলবার ৫০ জনের তালিকা গ্যালারি সহ প্রকাশ করব। এরা সবাই ভাইপো গ্যাং।' ইউনিয়ন রুম বন্ধ হলেও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পরিস্থিতি আদৌ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর থেকে 'দলীয় চাপ' সরাতে পারবে কিনা, সেই নিয়ে দুশ্চিন্তা রয়েছে। উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী স্থায়ী শিক্ষা কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া কবে শেষ হবে, সেই অপেক্ষাতেও শিক্ষামহল।

গজলডোবার আদলে নলবনে পর্যটনের উদ্যোগ

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৬ জুলাই : সবুজের সান্নিধ্য পেতে ছুটির দিনে মুহূর্ত কাটাতে পর্যটকদের অন্যতম পছন্দ জলপাইগুড়ির ছোট্ট গ্রাম গজলডোবা। সরকারি উদ্যোগে ২০০ একর জায়গা নিয়ে সেখানে তৈরি করা হয়েছিল এক আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র। এবার সেই গজলডোবার আদলেই কলকাতায় গড়ে উঠতে চলেছে সবুজে ঘেরা নয়া আধুনিক পর্যটন ক্ষেত্র। কলকাতা পুরসভার উদ্যোগে 'নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার' গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সেক্টর ফাইভের পূর্ব কলকাতা জলাভূমির 'নলবন ভেড়ি' অঞ্চলে। সম্পূর্ণ প্রকল্পের জন্য ইতিমধ্যেই ধার্য হয়েছে ১৯ কোটি টাকার ওপর। এক বছরের মধ্যে এই সেন্টার তৈরি হবে বলে জানিয়েছেন পূর্ব কলকাতা জলাভূমি কর্তৃপক্ষ।

রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা করেই এই অঞ্চলকে পর্যটন

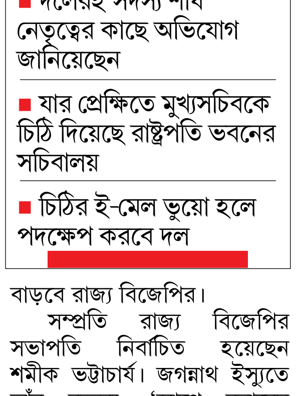

কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে। রাজ্য সরকারের কাছে কলকাতা পুরসভার তরফে ইতিমধ্যেই এই মর্মে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

কলকাতার নিকাশি ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র নলবন ভেরি অঞ্চলটি দেশের ৯১টি 'রামসার সাইট' বা 'আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন জলাভূমি'র মধ্যে একটি।

এই প্রকল্প গড়ে তোলার জন্য ইতিমধ্যেই আইনি বাধা ও মৎস্য দপ্তরের নিয়মাবলি খতিয়ে দেখা শুরু হয়ে গিয়েছে। খসড়া অনুমোদন পেলে এখানে হাউসবোট, রেস্তোরাঁ সহ মাছ ধরা এবং বিনোদনের ব্যবস্থা রাখার পরিকল্পনা করা হবে বলেই জানিয়েছে পুরসভা।

অবৈধ দখলকারীদের ওই অঞ্চল থেকে সরাতে প্রশাসনিক তৎপরতা বাড়ানোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। অবশ্য শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সুরক্ষা নয়, এই ইকো-ট্যুরিজম প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে রাজ্যের আর্থিক লাভও বাড়বে বলেই আশাবাদী পুরসভা কর্তৃপক্ষ।

শংসাপত্র দেওয়ার নির্দেশ

কলকাতা, ৬ জুলাই : আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির নাগরিকদের জন্য দ্রুত ইডব্লিউএস শংসাপত্রের আবেদন ইস্যু করার নির্দেশ দিল রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তর। স্নাতকে ভর্তির পাশাপাশি এসএসসির নিয়োগের আবেদন শেষ ১৪ জুলাই। সেক্ষেত্রে ইকনমিক্যালি উইকার সেকশনের (ইডব্লিউএস) জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণ নির্দিষ্ট করা হলেও এখনও অনেক পরীক্ষার্থীর হাতেই পৌঁছোয়নি ইডব্লিউএস শংসাপত্র। জেলা প্রশাসনের গাফিলতিই এই দেরির কারণ বলে অভিযোগ। তাই জেলা প্রশাসনকে শংসাপত্রের আবেদন মঞ্জুরে দেরি না করার নির্দেশ দিল দপ্তর।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৫০ সংখ্যা, সোমবার, ২২ আষাঢ় ১৪৩২

শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্য

ইউনিয়ন রুমের সঙ্গে অনেক মধুর স্মৃতি জড়িয়ে থাকে বহু রাজনৈতিক নেতার। রাজ্যের সব কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই ইউনিয়ন রুম বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। নির্বাচিত ছাত্র সংসদ না থাকায় ইউনিয়ন রুমের অবৈধ ব্যবহারের অভিযোগে এক জনস্বার্থ মামলায় হাইকোর্টের এই নির্দেশ। ছাত্র সংসদের শেষ নির্বাচন হয়েছিল ২০১৭ সালে। এখন আর কোথাও নির্বাচিত ছাত্র সংসদ নেই।

বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ইউনিয়ন রুম বন্ধ থাকাই উচিত বলেই মনে করেছে হাইকোর্ট। এই নির্দেশটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, বহু ক্ষেত্রে শিক্ষাঙ্গনে দুষ্কর্মের আঁতুড় হয়ে দাঁড়াচ্ছে ইউনিয়ন রুম। সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজেও নির্যাতিতাকে প্রথমে ইউনিয়ন রুমে নিয়ে গিয়েই যৌন হেনস্তা করা হয়েছিল। ইউনিয়নের দাদারাই মূলত দুষ্কর্মের পান্ডা ছিলেন।

একইসঙ্গে এটাও সত্যি যে, কসবা কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্রদের মতো চরিত্র থাকে সব আমলে। বর্তমানে গোটা রাজ্যে কলেজ-শিক্ষার হাল কমবেশি একই। সর্বত্র টিএমসিপি-র দাদাগিরি। ভর্তি প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে কলেজের যাবতীয় কার্যকলাপ চলে ইউনিয়ন নেতাদের অঙ্গুলিহেলনে। শুধু কলেজের দাদারা নন, পঞ্চায়েতের কর্মকর্তা, কাউন্সিলার বা বিধায়ক ও রাজনৈতিক নেতারা তোলাবাজির ভাগ পান।

পশ্চিমবঙ্গের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চাশ বছরেরও বেশি ইতিহাস ঘাঁটলে এই ছবি উঠে আসে। অর্ধশতক আগে রাজ্যে ছিল সিদ্ধার্থশংকর রায়ের কংগ্রেস সরকার। ১৯৭২-এ ক্ষমতায় আসেন সিদ্ধার্থশংকর। তার আগের দু-এক বছর নকশাল আন্দোলনের ধাক্কায় পড়াশোনা লাটে উঠেছিল রাজ্যের বেশ কিছু জেলায়। কিন্তু সিদ্ধার্থ জমানায় নকশাল উপদ্রব অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয়। সেই সুযোগে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে দাদাগিরি শুরু হয় কংগ্রেসের ছাত্র শাখা ছাত্র পরিষদ এবং যুব কংগ্রেসের।

কলেজ ক্যাম্পাসে তখন বহু অনৈতিক কাজকর্ম হত। সেই আমলে বড় সমস্যা ছিল কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, সোমেন মিত্র, কুমুদ ভট্টাচার্য প্রমুখ অনেক নেতা। বিভিন্ন কলেজে ছিল সেই নেতাদের ঘনিষ্ঠ ছাত্র সংসদ। গোষ্ঠী সংঘর্ষ লেগে থাকত বারো মাস। তার সঙ্গে ভর্তিতে দুর্নীতি, ছাত্র নেতাদের মস্তানি, কলেজে অসভ্যতা ইত্যাদি তো ছিলই।

'৭৭-এ জরুরি অবস্থা শেষ হলে কেন্দ্রে ইন্দিরা গান্ধিকে সরিয়ে মোরারজি দেশাইয়ের জনতা পার্টির সরকার ক্ষমতায় এল। রাজ্যেও গদিতে বসল জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার। তারপর থেকে ২০১১- দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর বাংলার ছাত্র রাজনীতিতে একচ্ছত্র দাপট ছিল সিপিএমের ছাত্র শাখা এসএফআইয়ের। বামফ্রন্ট যখন ক্ষমতায় এল, প্রয়াত সুভাষ চক্রবর্তী, শ্যামল চক্রবর্তীরা তখন ছাত্র নেতা।

তোলাবাজি, ভর্তিতে দুর্নীতি, খুনখারাবি, শিক্ষক বদলিতে হস্তক্ষেপ- তখনও সব ছিল। প্রাথমিক থেকে ইংরেজি ও অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাম আমলেই। তাই ভ্রান্ত শিক্ষানীতির দায় এসএফআই এড়াতে পারে না। কিন্তু কসবা বা আরজি কর কাণ্ডের মতো ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি।

২০১১-য় ক্ষমতার পটপরিবর্তনের সঙ্গে পালাবদল ঘটল শিক্ষাঙ্গনেও। তখন থেকে টিএমসিপি-র মাতব্বরি। ভাঙড় কলেজে আরাবুল ইসলামের দাদাগিরি, অধ্যাপককে হেনস্তা- অনেক কিছুই ঘটেছে। কিন্তু কখনও এখনকার মতো অশালীনতা, নৈরাজ্যের পর্যায়ে পৌঁছোয়নি। ভর্তি তালিকায় অযোগ্যদের ঢুকিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা তোলা হয়। গোপনে কোথাও কোথাও মাদকের ঠেক চলে বলেও অভিযোগ।

গত বছর চিকিৎসক ধর্ষণ-খুন হলেন সরকারি হাসপাতালে। আর এবার আইনের পড়ুয়া গণধর্ষিতা হলেন সরকারি কলেজে। রাজনৈতিক দাদাদের হাত মাথায় আছে বলেই না মনোজিৎদের এত রমরমা। শুধু সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজ নয়, রাজ্যের বহু কলেজে এখন মনোজিৎদের ছড়াছড়ি। যাঁরা শেষ অবধি ধরা পড়েন বটে। কিন্তু যাঁদের প্রশ্রয়ে মনোজিৎদের বাড়বাড়ন্ত, সেই দাদারা সব জমানায় অন্তরালে থেকে যান। পুলিশ কবে তাঁদের গ্রেপ্তার করার সাহস দেখাবে?

অমৃতধারা

ভগবানকে কেন্দ্র করে যদি আমরা ঘুরি তাহলে আমরা মিলিত হব। যদি রাম আমাদের মধ্যে থাকে, তাহলে আমরা মিলিত হব। যত বেশি আমি তাঁর ওপর আশ্রিত হয়েছি, যত বেশি আমার তাঁর ওপর নির্ভরতা বেড়েছে তত কাজ সুন্দর হয়েছে। যত আমি খালি তত আমি সুন্দর। যে যার চিন্তা করে সে তার মতো হয়। বেদ- বেদান্ত-উপনিষদের শ্লোক পড়ার দরকার নেই, তাঁর চিন্তা করুন। তাঁর চিন্তা করা মানেই তো তাঁর মতো হয়ে যাওয়া। এটা আমি বলি, তোমরা ভালোবাসার চাষ করো। মানুষকে ভালোবাসো। নিজের কাছে নিজে PERFECT থাকা। নিজের কাছে নিজে ঠিক থাকা-এটাই সাধনা। এটাই কিন্তু ধর্মের একটা প্রধান দিক। যদি আমরা তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ঈশ্বরকে চিন্তা করতে পারি, ঈশ্বরের ভাবনা করতে পারি, তাহলে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই কিন্তু আমরা শক্তিশালী হয়ে উঠব। **-ভগবান**

ফ্যান ছাড়া টেকা যাচ্ছে না নেদারল্যান্ডসে

তীব্র গরমে নাভিশ্বাস ইউরোপে। ফুলের দেশ হিসেবে পরিচিত নেদারল্যান্ডসের ফুল সমস্ত শুকিয়ে একাকার।

নীলাঞ্জন দে

অসহনীয় গরম। রেকর্ড গরম। প্রাণ অতিষ্ঠ করা গরম।

এইসব শব্দ এইসব দেশে আগে কেউ খুব একটা কোনওদিন শোনেনি। কিন্তু এখন গরমের দাপটে রাস্তাঘাটে যেন অঘোষিত কার্ফিউ।

গরমে বাংলার স্কুলে বারবার ছুটি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেসব খবর এখানে বসে পড়ি। কিন্তু তা বলে এই নেদারল্যান্ডসে! ভাবা যায়? পথেঘাটে এখন এটাই মূল আলোচনা। কিন্তু ব্যাপারটা আর আলোচনায় থেমে নেই। মেয়ের স্কুল থেকে জরুরি মেল এসে গিয়েছে। অভিভাবকদের জন্য বাড়তি সতর্কতার নির্দেশ। বাচ্চাদের হালকা জামাকাপড় পরিয়ে স্কুলে পাঠাতে হবে। যাতে কোনওমতেই তার হাঁসফাঁস অবস্থা না হয়। স্বাভাবিক সময়ে তো বাচ্চারা স্কুলে ওয়াটার বটল নিয়েই যায়। কিন্তু এখন ওদের অনেক জল খাওয়া দরকার। তাই মেলে বলা হয়েছে, স্বাভাবিক দিনে যতটা জল নিয়ে যেত তার অতিরিক্ত জল সঙ্গে দিতে হবে। নজর দিতে হবে টিফিন বক্সেও। এখানকার স্কুলগুলো বাচ্চাদের স্বাস্থ্য নিয়ে খুবই সচেতন থাকে। সকাল সাড়ে ৮টায় বাচ্চারা স্কুলে পৌঁছায়। তারপর ১০টা নাগাদ ওদের ফ্রুট ব্রেক থাকে। প্রতিদিন ওদের বক্সে ফল দিতে হয়। এই পরিস্থিতিতে টিফিন বক্সে রসালো ফলের পরিমাণ যেন বেশি থাকে, তার দিকে অভিভাবকদের নজর দিতে বলা হয়েছে। ওদের এমনিতেই টিফিন বক্সে বাড়িতে বানানো খাবার ছাড়া কিছু দেওয়া নিষেধ। তার ওপর এই গরমে তো ওরা খাবার যাতে হালকা হয় সেদিকেও নজর রাখতে বলেছে।

এদেশে ক্লাসরুম পড়াশোনা যাতে একঘেয়ে না লাগে সেজন্য ঘণ্টাখানেক বা দুয়েক ছাড়া ছাড়া ক্লাসরুমের বাইরে নিয়ে গিয়ে খেলাধুলো করানো হয়। কিন্তু এই গরমে তাতে লাগাম টানতে হয়েছে। বাচ্চারা যাতে হতাশ না হয়ে পড়ে সেদিকে নজর রেখে সকালের দিকে একটু খেলাধুলো করিয়েই ক্লাসরুমে ঢুকিয়ে নেওয়া হয়। ওরা বাচ্চাদের মানসিক দিকেও কড়া নজর রাখে। তাই বারবার মাঠে খেলার সুযোগ যে তারা পাবে না সেটাও বাবা-মাকে বাচ্চাদের বুঝিয়ে মানসিক দিক থেকে তৈরি করাতে বলা হয়েছে। বাচ্চারা হতাশ হয়ে পড়ে এমন কোনও কাজ বা কথা ওদের বলা মানা। কোথাও বাচ্চাদের নিয়ে কোনও পার্টি থাকলেও চিঠিতে লেখা থাকে সেখানে বাচ্চারা কী কী আশা করতে পারে, যেমন ম্যাজিক শো, নাচ-গান, গল্প। কিন্তু যা বলা হবে তার থেকে বাচ্চাদের বঞ্চিত করা যাবে না। প্রচণ্ড গরমে বাচ্চাদের অধিকাংশ স্কুলে তাড়াতাড়ি ছুটি দেওয়ার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আমাদেরও এখন থেকে মেয়েকে স্কুল থেকে আনতে আগেভাগে যেতে হবে।

এই বছরে তীব্র গরমে নাভিশ্বাস উঠেছে গোটা ইউরোপের। দক্ষিণ ইউরোপের কয়েকটি দেশে ইতিমধ্যেই 'রেড অ্যালার্ট' জারি করা হয়েছে। তার মধ্যে স্পেন, পর্তুগাল, ইতালিতে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়েছে তাপমাত্রা। তীব্র তাপপ্রবাহে বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে এখনও পর্যন্ত। ইতালিতে প্রচণ্ড গরমে দাবানলের জন্য অনেক ঘরবাড়িও পুড়ে গিয়েছে। ফ্রান্স, জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্রে তাপমাত্রা আরও বাড়বে বলে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উনিশ শতকের পর সার্বিয়াতে এই প্রথমবার এত গরম রেকর্ড করা হয়েছে, কিছু কিছু জায়গায় তো তাপমাত্রা ৪৬ ডিগ্রিও ছাড়িয়েছে।

স্বস্তি।। নেদারল্যান্ডসের ইউট্রেক্ট শহরের রাস্তায় স্প্রিংকলারের জলে স্নান খুদেদের।

উত্তর ইউরোপের দেশগুলোও এই গরমের হাত থেকে রেহাই পায়নি। নেদারল্যান্ডসের তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি ছাড়িয়েছে ১ জুলাই। বিগত ১০ বছরের মধ্যে এটাই সব থেকে বেশি। সরকারের তরফ থেকে রাস্তায় রাস্তায় সানস্ক্রিন মেশিন এবং ওয়াটার স্প্রে রাখা হয়েছে। দোকানগুলোতে ফ্যান বিক্রির চাহিদা অনেকটাই বেড়ে গেছে। চাহিদা এত বেড়েছে যে, তার জন্য প্রস্তুত ছিল না কোম্পানিগুলি। তাই অধিকাংশ দোকানেই সাপ্লাই নেই বললেই চলে। ফ্যান বা কুলার ছাড়াও এয়ারকন্ডিশনিং মেশিনের চাহিদাও দিন-দিন বাড়ছে এই নেদারল্যান্ডসে। স্কুলগুলিতে সর্বোচ্চ তলায় এয়ারকুলার বসানো হয়েছে। একতলা বা গ্রাউন্ড ফ্লোরে লাগানো হয়েছে ফ্যান। কিন্তু বাড়িতে লাগানোর জন্য ফ্যান কিনতে গিয়ে হতাশ হলাম। এত চাহিদা যে ফ্যান নেই বাজারে। সব শেষ।

ড্রিংকস-এর দোকানগুলোতে উপচে পড়া ভিড় লক্ষ করা যাচ্ছে। সুপার মার্কেটগুলোতে বরফের টুকরো বা আইস কিউব বিক্রি হত। সেগুলোর সাপ্লাইও একদম নেই বললেই চলে। স্থানীয় লোকেরা ইতিমধ্যেই কিনে নিয়ে বাড়িতে স্টক করে রেখেছে। তরমুজের বিক্রির পরিমাণ সব থেকে বেড়ে গিয়েছে। এখানকার বহু বাড়িতেই যতটা না ইট-কাঠের দেওয়াল তার চেয়ে বেশি কাচের দেওয়াল। আসলে সেগুলো দরজা বা জানলা। শীতকালে তা গরম ধরে রেখে বাড়ির বাসিন্দাদের যথেষ্ট আরাম দেয়। কিন্তু এই গরমে তা অসহনীয় হয়ে উঠেছে। অনেকে ওই কাচের অংশে সূর্যের আলো পড়া ঠেকাতে আলাদা স্ক্রিন লাগিয়েছে। অনেকে আবার বাগানে লাগানোর বড় ছাতা ব্যবহার করে দেওয়ালে রোদ পড়া আটকানোর চেষ্টা করে। কিন্তু বাজারে ছাতা কিনতে গিয়ে দেখা গেল তাও অমিল। আসলে আগে তো এসবের এত চাহিদা ছিল না। দরকারই পড়েনি।

যেহেতু ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতো নেদারল্যান্ডসেও সূর্যের আলো অনেক রাত পর্যন্ত থাকে, তাই দুপুর দুটো থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত বাড়ির বাইরে বেরোনো দায়। ওই সময়টাতে সবাই বাড়ির মধ্যেই এখন থাকছে। সুইমিং পুল, নদী বা ছোট ছোট খালগুলোতে লোকজনের ভিড় দেখা যাচ্ছে। এখানে অতিবেগুনি রশ্মি বা ইউভি রে-র মাত্রা এতটাই বেশি যে, তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি ছাড়ালেই সূর্যের আলোর তীব্রতা স্কিন বার্ন হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিচ্ছে। তাই সানস্ক্রিন ছাড়া চলবে না। ভারতে সানস্ক্রিন যে বিক্রি হয় সেটা এসপিএফ৩০। কিন্তু নেদারল্যান্ডসে এখন এসপিএফ১০০ ছাড়া গায়ের চামড়া বাঁচানো অসম্ভব।

নেদারল্যান্ডস ফুলের দেশ। আর তাই রাস্তায় রাস্তায় প্রচুর ফুলের গাছ। রয়েছে অন্যান্য বড় বড় গাছও। এইসব গাছ যেন মরে না যায় তার জন্য সরকারের তরফ থেকে গাড়ি করে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আরেকটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, নেদারল্যান্ডস বৃষ্টিপাতপ্রবণ দেশ। কিন্তু এই বছর মে থেকে জুলাই মাসে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেকটাই কমে গিয়েছে। এবং সেই কারণেই মনে হয় গরমটা অনেক বেড়ে গিয়েছে। এর পাশাপাশি এখানকার চাষাবাদ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১৯৭৬ সালের পর এই বছরই সব থেকে বেশি 'শুষ্ক সাল' ঘোষণা হয়েছে সরকারের তরফ থেকে। যেহেতু জুন থেকে সেপ্টেম্বর হচ্ছে ইউরোপ ঘোরার জন্য প্রকৃত সময়, তাই অনেক পর্যটক ইতিমধ্যে এখানে এসে গিয়েছেন। জায়গায় জায়গায় সরকারের তরফ থেকে জলের বোতল বিলি করা হচ্ছে। তীব্র গরমে স্বস্তি খুঁজছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকরা।

ইতিমধ্যেই নেদারল্যান্ডস সরকার 'রেড অ্যালার্ট' জারি করেছে সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারীদের উদ্দেশে, যেন তাঁরা বেশিরভাগ সময় বাড়ি থেকেই কাজকর্ম করেন এবং যতটা সম্ভব অফিসে না আসেন। ট্রেন এবং ট্রামও সংখ্যায় অনেক কমে গিয়েছে। তীব্র তাপপ্রবাহের হাত থেকে বাঁচতে সবাই এখন তাকিয়ে রয়েছে বৃষ্টির দিকে।

(লেখক পেশায় আইটি কর্মী। বর্তমানে নেদারল্যান্ডসে কর্মরত)

আজ

২০২১

আজকের দিনে প্রয়াত হন কিংবদন্তি অভিনেতা দিলীপকুমার।

১৯৬৩

আজকের দিনে জন্ম অভিনেতা খরাজ মুখোপাধ্যায়ের।

আলোচিত

২১ তারিখ নতুন চমক আসবে এবং সারা বাংলা দেখবে। দাবি করতে অসুবিধা কী! স্বপ্ন দেখুক সবাই। দিলীপ ঘোষ ফুল বদলায় না। ফুল ফোটায়। যেমন জঙ্গলমহলের রুক্ষ মাটিতে ড্রাগন ফলিয়েছি। ফল তো সবে পাকতে শুরু করেছে।

- দিলীপ ঘোষ

ভাইরাল/১

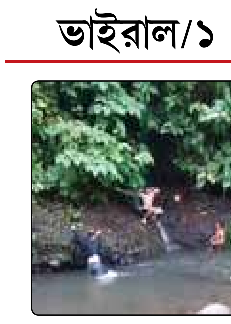

কয়েকজন বনের ধারে নদীতে স্নান করতে নেমেছিল। একজন পাড়ে বসে। হঠাৎ এক অজগর তার ঘাড়ে কামড়ানোর চেষ্টা করে। জলে লাফ মেরে উলটো পাড়ে চলে আসে সে। অন্যরা প্রাণ বাঁচাতে দৌড় দেয়। ভিডিও ভাইরাল।

ভাইরাল/২

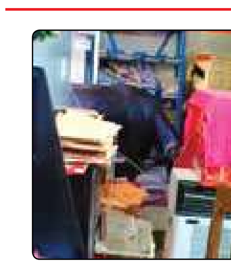

মোষের গুন্ডামি। উত্তরপ্রদেশের এক পুরসভায় ঢুকে পড়ে মোষটি। বাইরে রাখা টবগুলি ভেঙে চুরমার করে। তাড়াতে গেলে শিং উঁচিয়ে তেড়ে যায়। তার তাণ্ডবে সেখানে রাখা ফাইলগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে একাকার। ভয়ে পালাতে থাকেন কর্মীরা।

জনমন জনমত

সাংস্কৃতিক মঞ্চ হোক পতিরামে

পুণ্যসলিলা আত্রেয়ী নদীর তীরে ইতিহাস ও সংস্কৃতির সাক্ষ্য বহন করে চলেছে পতিরাম। একদিকে ইংরেজ শাসনকালের ডাকবাংলো, অন্যদিকে ইছামতী নদীর প্রাচীন ইতিহাস যেন আজও পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। সেই আটের দশক থেকে যাত্রাশিল্পের নাম উঠলেই আজও উঠে আসে পতিরামের নাম। আজও পতিরামের বুকে সংস্কৃতির এক মেলবন্ধন বয়ে চলেছে সমান্তরালভাবে। কবি, চিত্রকর, লেখক, সাহিত্যিক, গবেষক হিসেবে অনেকেই আজ শুধুমাত্র স্থানীয় ক্ষেত্রেই নয়, রাজ্য ও জাতীয় স্তরে সুনাম অর্জন করেছেন পতিরামের নাগরিক হিসেবে। নাটকের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেছেন দিশারি নাট্য সংস্থা, আনন্দ নাট্যনিকেতন, পতিরাম নাগরিক ও যুবসমাজের নাট্যশিল্পীরা।

কিন্তু সাংস্কৃতিক এত পৃষ্ঠপোষকতা থাকলেও এলাকার রুচিশীল নাগরিকদের আক্ষেপ, আজও পতিরামে কোনও নাট্যমঞ্চ বা নাট্যতীর্থ হয়নি। কোনও নাটক উপস্থাপন করতে চরম সমস্যায় পড়ে নাট্য আয়োজক সংস্থা। এই নিয়ে প্রশাসনের কাছে বারবার জানিয়েছেন এলাকার সংস্কৃতিমনস্ক নাগরিকরা। দিনে দিনে সাংস্কৃতিক পরিধি বাড়ছে, সেখানে একটি স্থায়ী নাট্যমঞ্চ হলে দীর্ঘদিনের অভাব পূরণ হবে বলে মনে করছেন সকলে। এখন অপেক্ষার প্রহর গোনা, প্রশাসনের তরফে কবে সবুজ সংকেত মেলে।

শংকর সাহা
পতিরাম, দক্ষিণ দিনাজপুর।

পথকুকুরদের নিরাপত্তা চাই

রাস্তাঘাট বিশেষ করে জাতীয় সড়কের মতো গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ত সড়কে প্রতিনিয়ত চোখে পড়ছে কুকুর ও বিড়ালের লাশ। বেশিরভাগ লাশ ছিন্নভিন্নভাবে অথবা গাড়ির ধাক্কায় রাস্তার ধারে ছিটকে পড়ে থাকে এবং ক্রমাগত তা পচে দুর্গন্ধ ছড়ায়, যা পথচলতি মানুষজনের কাছে যথেষ্ট বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে। দ্রুতগতিতে চলা গাড়ির চালকরা অনেক সময় রাস্তা পারাপারকারী এইসব কুকুর ও বিড়ালকে তোয়াক্কা না করে গাড়ি চালিয়ে দেন। এইসব নিরীহ পশু রাস্তা পারাপারের সময় তো বুঝবে না যে, গাড়ির ধাক্কায় তারা বেঘোরে প্রাণ হারাবে। চালকদের উচিত, রাস্তা পারাপারের সময় এইসব নিরীহ পশুর সুরক্ষার ব্যাপারে নজর রাখা, যেন কোনওভাবেই তাদের পিষে দেওয়া না হয়।

বেপরোয়া গতিতে চলাচলকারী গাড়ির চালকদের প্রতি আবেদন, একজন মানুষের রাস্তা পারাপারের ক্ষেত্রে যতটা সাবধানতা অবলম্বন করে থাকেন, ঠিক তেমনই ভাবে রাস্তা দিয়ে অন্যান্য প্রাণীর পারাপারের সময়েও যেন একই সিদ্ধান্ত থাকে। তাহলেই বেঁচে যাবে নিরীহ প্রাণীগুলো।

রমেন রায়
রথেরহাট, ময়নাগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

মিষ্টি হোক বা তেতো দিনটা চকোলেটের

ভ্যালেন্টাইন্স সপ্তাহে চকোলেট দিবস রয়েছে। কিন্তু আজকের দিনটাও যে চকোলেটে নিবেদিত তা অনেকের জানা নেই।

অরিন্দম ঘোষ

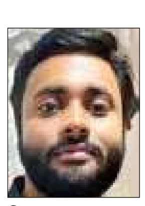

আমাদের ছোটবেলায় বয়স্ক মানুষরা কেউ কেউ গাল টিপে হাতে লজেন্স গুঁজে দিতেন। তখন বাজারে চকোলেট থাকলেও তার একচ্ছত্র আধিপত্য শুরু হয়নি। বাচ্চারা একটা লজেন্স পেলেই দারুণ খুশি হয়ে যেত। আর চকোলেট পেলে তো কথাই নেই, নিজেকে মনে হত সম্রাট।

এখন তো সুদৃশ্য শপিং মলের কোনও কোনওটায় আলাদা করে চকোলেট সেকশন থাকে। দেশি-বিদেশি নানা ধরনের চকোলেট সাজানো থাকে সেখানে। এত ধরনের চকোলেট থেকে নিজের মনের মতো চকোলেট বেছে নেওয়া খুবই শক্ত ব্যাপার। কিছুদিন আগে, একটি শিশুকে আমি সেই চকোলেট সেকশনে মুখ হাঁ করে বিভোর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। আমি সেই শিশুটির স্বপ্নালু চোখের দিকে তাকিয়ে বেশ আনন্দ পেলাম। প্রথম প্রেমে পড়লে চোখের দৃষ্টি এরকম হয়।

সেদিক থেকে দেখতে গেলে, চকোলেট আসলে শৈশবের প্রথম প্রেম। পড়াশোনা তখন উচ্ছের মতো তেঁতো লাগে, আর চকোলেট মিষ্টি। তবে চকোলেটের সঙ্গে যে দুটি বস্তুর সম্পর্ক খুব গভীর, সে দুটি হল মন আর দাঁত। চকোলেট খেলে মন ভালো হয়, আবার চকোলেট খেলেই দাঁত খারাপ হয়। আমি লক্ষ করে দেখেছি, যারা নিয়মিত চকোলেট খেতে খুব পছন্দ করে, তারা সাধারণত কিছুতেই প্রকাশ্যে নিজের ওজন মাপাতে চায় না। আমি নিজেও অবশ্য সে দলেই পড়ি। আমার এক ছাত্র দুবাই থেকে আমার জন্য এক বাক্স চকোলেট নিয়ে এসেছিল, প্রায় ১০-১২টা চকোলেট, খেতে খুবই সুস্বাদু, ফলে অতগুলো

ছবি : এআই

চকোলেট একদিনেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য যাঁরা স্বাস্থ্য নিয়ে মাথা ঘামান, তাঁরা বলেন, ডার্ক চকোলেট নাকি স্বাস্থ্যের পক্ষে বেশ ভালো, ইদানীং তাই অনেকে ডার্ক চকোলেটই পছন্দ করছেন।

আমাদের সমস্ত সিনেমায় রোমান্টিক নায়করা অনেকসময় কোমল ব্যবহার আর মিষ্টি হাসি দিয়ে নায়িকাদের মন জয় করে নেয়, তখন তাদের বলা হয় 'চকোলেট হিরো'। সিনেমার বাইরেও এই শব্দটার প্রয়োগ হতে হামেশাই দেখেছি। আকর্ষণীয়, সফট নেচারের ভদ্র, কিউট ছেলেদের 'চকোলেট বয়' নামে ঠাট্টা করে ডাকতে শুনেছি।

অনেক তারিখ মনে এভাবে গেঁথে যায় যে কিছুতেই ভোলা যায় না। 'চকোলেট ডে' এই কথাটি বললেই আমাদের মন চলে যায় ৯ ফেব্রুয়ারিতে। ৭ জুলাই আন্তর্জাতিক চকোলেট দিবসের কথা আমরা অনেকেই জানি না। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভ্যালেন্টাইন্স সপ্তাহ বেশ জনপ্রিয় হলেও আমার মনে হয়, সেই সপ্তাহের অনেকগুলো দিবসের মাঝে 'চকোলেট ডে' কেমন যেন হারিয়ে যায়। সেই দিক থেকে দেখতে হলে ৭ জুলাই দিনটি যেন বিচ্ছিন্ন, একা। চকোলেট ডে এরকম একটা আলাদা দিনেই পালিত হওয়া উচিত।

আর একটি কথা। যখন যা জনপ্রিয় হয়, অনেকসময় সবকিছুতেই তার অতিরিক্ত ব্যবহার চলে। চকোলেট-এর জনপ্রিয়তার কারণে সব খাবারেরই এখন চকোলেট ফ্লেভার পাওয়া যায়। যেমন অকারণে চকোলেট মোমো নামের একটি বিচিত্র খাবারও মার্কেটে এসেছে। আমার মতে, সব জিনিসের মধ্যে এভাবে জোর করে চকোলেট ঢোকাবার কোনও দরকার নেই, চকোলেট নিজের মতো করে থাকুক। স্বমহিমায়।

(লেখক সাহিত্যিক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৮৫

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। গভীর রাত ৪। চ্যাপ্টা হাঁড়িবিশেষ ৫। প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমা তিথি ৭। পাহাড়ের গুহা, কাঁধ ৮। বিবাহিতা তরুণী, সধবা নারী ৯। যে দূত যুদ্ধে ব্যর্থতা বা পরাজয়ের খবর নিয়ে আসে ১১। বর্ণনা, মুখ ১৩। নশ্বরের সংক্ষিপ্ত রূপবিশেষ ১৪। বলিষ্ঠ, লম্বাচওড়া ১৫। আগুন জ্বালাবার উপকরণ।

উপর-নীচ : ১। সাপের খোলস, আবরণ ২। মুরগিজাতীয় পাখিবিশেষ ৩। শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৬। বন, উপবন ৯। দেবতার মহিমাকীর্তন ও স্তুতি ১০। টাটকা, জীবন্ত ১১। জাঁক, যোগমায়া নামে পরিচিত বৃন্দাবনের যে বৃদ্ধা রাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটিয়েছিলেন ১২। পুত্র, আনন্দদায়ক।

সমাধান ■ ৪১৮৪

পাশাপাশি : ১। দুর্বিপাক ৩। চড়ক ৫। কটকবালা ৭। পতগ ৯। কবিতা ১১। বকধার্মিক ১৪। তকলি ১৫। রঘুবর।

উপর-নীচ : ১। দূরালাপ ২। কয়েক ৩। চন্দক ৪। কইলা ৬। বাতাবি ৮। তড়াক ১০। তালেবর ১১। বনাত ১২। ধামালি ১৩। কন্দর।

বিন্দুবিসর্গ

শেষপর্যন্ত নয়া দলের ঘোষণা মাস্কের

ওয়াশিংটন, ৬ জুলাই : আর রাখঢাক গুড়গুড় নয়। মার্কিন রাজনীতির স্থিতাবস্থা ভাঙার চেষ্টা শুরু করে দিলেন এলন মাস্ক। রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট পার্টির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ডাক দিয়ে শনিবার নতুন দলের ঘোষণা করেছেন তিনি। তবে মাস্কের মূল লক্ষ্য যে পুরোনো বন্ধু ডোনাল্ড ট্রাম্প, তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই। এক্স হ্যান্ডেলে করা পোস্টে মাস্ক লিখেছেন, 'দুর্নীতি এবং বেহিসেবি খরচের মাধ্যমে আমাদের দেশকে দেউলিয়া অবস্থার দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। আমরা আদতে একটা একদলীয় ব্যবস্থার মধ্যে বাস করছি। এখানে গণতন্ত্র নেই। আপনাদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে আজ আমেরিকা পার্টি গঠিত হল।' এদিন পর্যন্ত দলটির নথিভুক্তি সংক্রান্ত কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি করেনি ইউএস ফেডারেল ইলেক্টোরাল কমিশন।

বহুদলীয় গণতন্ত্র হলেও বরাবর রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট পার্টির মধ্যে মেরুকরণ দেখতে অভ্যস্ত মার্কিনীরা। যদিও সেখানে লিবার্টেরিয়ান পার্টি, গ্রিন পার্টি ও পিপলস পার্টি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী দেয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট বাদে কোনও দলই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য ভোট পায়নি। প্রাদেশিক আইনসভা এবং মার্কিন কংগ্রেসের দু-কক্ষের ছবিটাও আলাদা নয়। এই পরিস্থিতিতে মাস্কের নতুন দল গঠনের সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। দল তৈরি করলেও আমেরিকার বাইরে জন্ম নেওয়া মাস্ক নিজে কখনও প্রেসিডেন্ট ভোটে লড়াই করতে পারবেন না। তবে আমেরিকায় জন্মগ্রহণকারী কাউকে প্রার্থী করলে তাঁর দলের প্রেসিডেন্ট ভোটে লড়াই করতে বাধা নেই।

পর্যবেক্ষকদের মতে, অর্থের অভাব না থাকায় নতুন দলকে প্রচারের আলোয় রাখতে মাস্কের সমস্যা হবে না। কিন্তু আমেরিকার সাধারণ মানুষের কাছে আমেরিকা পার্টি কতটা গ্রহণযোগ্য হবে, তার আঁচ পেতে কয়েকবছর সময় লাগবে। কয়েকসপ্তাহ আগেও ট্রাম্পের পরামর্শদাতাদের মধ্যে প্রথমসারিতে ছিলেন মাস্ক। গত প্রেসিডেন্ট ভোটে ট্রাম্পের বিপুল জয়ের পিছনেও তাঁর অর্থ এবং কৌশলগত সাহায্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। সরকার গঠনের পর মাস্ককে ডিপার্টমেন্ট অফ গভর্নমেন্ট এফিশিয়েন্সি'র প্রধানের দায়িত্ব দিয়েছিলেন ট্রাম্প। মাস্কের কাজ ছিল সরকারের খরচ যথাসম্ভব কমিয়ে আনা। মাস্কের সুপারিশ মেনে বিপুল সংখ্যক ফেডারেল কর্মীকে চাকরিচ্যুত করেছিলেন ট্রাম্প।

দুই বন্ধুর মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে ট্রাম্পের 'ওয়ান বিগ বিউটিফুল' বিলকে কেন্দ্র করে। মাস্কের মতে, এর ফলে আমেরিকার বাজেট ঘাটতি ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে। শুক্রবার মার্কিন কংগ্রেসে পাশ হওয়া বিলে সই করে সেটিকে আইনে পরিণত করেছেন ট্রাম্প। এর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নতুন দল গঠনের কথা ঘোষণা করলেন মাস্ক।

বৃষ্টি-বন্যায় টেক্সাসে মৃত বেড়ে ৫১

টেক্সাস, ৬ জুলাই : টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত আমেরিকার টেক্সাস। রবিবার পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫১। মৃতদের মধ্যে রয়েছে ১৫টি শিশু। বাড়ছে নিখোঁজের সংখ্যা। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে কের কাউন্টি। বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় সান অ্যান্টোনিও শহরে জারি হয়েছে বন্যা সতর্কতা। খবর মেলেনি সামার ক্যাম্পে যোগ দিতে আসা ২৭ পড়ুয়ার। বাড়ছে উদ্বেগ। ভেসে গিয়েছে বাড়ি-ঘর, গাড়ি, উপড়ে পড়েছে বহু গাছপালা। গাছের ডাল ধরে ঝুলে প্রাণ বাঁচিয়েছেন অনেকে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চালাচ্ছে উদ্ধারকারী দল। প্রায় ৮৫০ বাসিন্দাকে সরানো হয়েছে নিরাপদ জায়গায়। উদ্ধারকাজে নামানো হয়েছে নৌকা, হেলিকপ্টার, ড্রোন।

মৃতদের পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প। বন্যায় মৃত্যুর ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'টেক্সাসের ভয়াবহ বন্যায় বহু মানুষ বিশেষত শিশুদের মৃত্যুতে গভীরভাবে দুঃখিত। মার্কিন সরকার এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমার সমবেদনা রইল।'

স্কার্ট, জিনসে মন্দিরে প্রবেশ বন্ধে ফতোয়া

ভোপাল, ৬ জুলাই : জিনস, মিনি স্কার্ট কিংবা পশ্চিমী পোশাকে মন্দিরের ভিতরে ঢোকা যাবে না। মন্দিরে ঢুকতে হলে কিশোরী, তরুণী ও মহিলাদের ভারতীয় সংস্কৃতি অনুযায়ী পোশাক পরে মাথা ঢাকতে হবে। মধ্যপ্রদেশের জবলপুরের অন্তত ৪০টি মন্দিরের বাইরে এমন পোস্টার পড়েছে। একটি দক্ষিণপন্থী সংগঠনের সাঁটানো পোস্টার ঘিরে হইচই পড়ে গিয়েছে শহরে। বিষয়টির তীব্র সমালোচনা করেছেন নারী অধিকার কর্মীরা।

নারী অধিকার কর্মী, আইনজীবী রঞ্জনা কুরারিয়া বলেছেন, 'পোশাক পরা আমাদের অধিকারের মধ্যে পড়ে। আমরা যাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করব, তাই পরব। কী পোশাক পরব সেটা আমরাই ঠিক করব, কারও নির্দেশে নয়।' তিনি জানিয়েছেন, পোশাক নিয়ে ফতোয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির উল্লেখ করা হয়েছে। রঞ্জনার প্রশ্ন, 'ভারতীয় সংস্কৃতি কী? আমরা অতীতের দিকে তাকালে দেখব, একটা সময়ে সেলাই করা পোশাক এদেশে পাওয়া যেত না। আনা হত বিদেশ থেকে।'

পোস্টার টাঙানোর কথা স্বীকার করে মহাকাল সংঘ আন্তর্জাতিক বজরং দলের জেলা মিডিয়া ইনচার্জ অঙ্কিত মিশ্র বলেছেন, 'ধর্মীয় বিষয়ে মেয়েরা অগ্রণী ভূমিকা নেন। ভারতীয় সংস্কৃতি রক্ষা করা তাঁদের হাতে। মন্দিরে যাওয়ার জন্য ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে তাঁরা পোশাক পরুন।' তিনি এও জানিয়েছেন, পোস্টারে যা বলা হয়েছে তা অনুরোধ, নির্দেশ নয়।

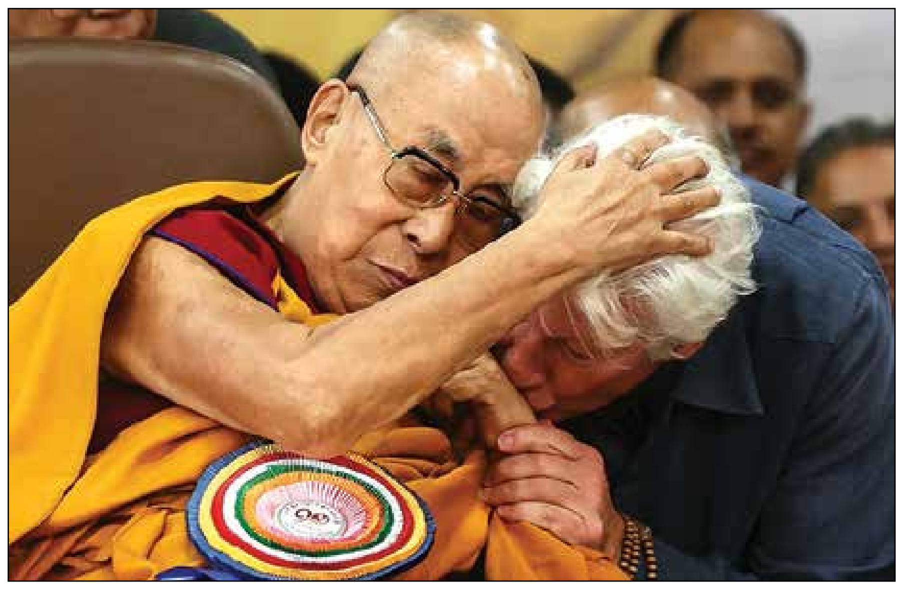

ভালো থাকুন... জন্মদিনে দলাই লামাকে শুভেচ্ছা হলিউড অভিনেতা রিচার্ড গেরের। রবিবার ধরমশালায়।

বিহারে সুর বদল নির্বাচন কমিশনের

ভোটারদের এখনই নথি দরকার হবে না

নয়াদিল্লি ও পাটনা, ৬ জুলাই : বিরোধী শিবিরের লাগাতার চাপের মুখে অবশেষে বিহারে ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) নিয়ে সুর বদল করল নির্বাচন কমিশন। মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক (সিইও) জানিয়েছেন, এসআইআরের জন্য এখনই কোনও নথি লাগবে না। বাধ্যতামূলক নথিগুলি জমা না দিয়েও ভোটাররা ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে কি না, তা যাচাই করতে পারবেন।

রবিবার বিহারের সমস্ত স্থানীয় সংবাদপত্রে নির্বাচন কমিশনের তরফে এই সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, 'ভোটাররা যদি প্রয়োজনীয় নথিগুলি দিয়ে দেন তাহলে নির্বাচনি রেজিস্ট্রেশন অফিসার (ইআরও)-র পক্ষে ভোটারদের আবেদন যাচাই করা সুবিধাজনক। যদি ভোটাররা সেই প্রয়োজনীয় নথিগুলি জমা দিতে না পারেন, তাহলে তদন্ত করে বা অন্যান্য তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে ইআরও সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।' ভোটার তালিকা সংশোধন ঘিরে বিতর্কের মধ্যেই কমিশনের এই বিজ্ঞপ্তিকে স্বাভাবিকভাবেই পিছু হটার ইঙ্গিত বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। সিইও-র দপ্তর থেকে বলা হয়েছে, 'ভোটাররা ফর্মগুলি পূরণ করে নথি ও ছবি সহ যত দ্রুত সম্ভব বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) কাছে জমা দিন। যদি প্রয়োজনীয় নথি কাছে না থাকে তাহলে ফর্মগুলি ভরে সেগুলি জমা দিন।' এসআইআর প্রক্রিয়ায় আধার, প্যান, মনরেগা কার্ড, ভোটার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ব্যাংক পাসবুক গ্রাহ্য করা হবে না। জন্মের শংসাপত্র, পাসপোর্ট, শিক্ষাগত যোগ্যতার শংসাপত্রের মতো ১১টি নথি গ্রাহ্য করা হবে।

এদিকে নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকা সংশোধনের নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে এবার মামলা করেছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তাঁর দাবি, অবিলম্বে ওই নির্দেশ বাতিল করতে হবে। বিহারের মতো নির্দেশ পশ্চিমবঙ্গ সহ অন্য কোনও রাজ্যে যাতে না দেওয়া হয়, সেই আবেদনও করেছেন তিনি। কমিশনের নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে। শনিবার মামলা করেছে অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস বা এডিআর। মহুয়ার বক্তব্য, 'কমিশনের নির্দেশ ভারতের সংবিধানের ১৪, ১৯ (১), ২১, ৩২৫, ৩২৬ নম্বর অনুচ্ছেদ, জনপ্রতিনিধি আইন এবং ভোটার নিবন্ধনের নিয়ম লঙ্ঘন করছে। এই নির্দেশ যদি বাতিল না করা হয়, এর ফলে বহু মানুষ ভোটাধিকার হারাবেন। এটা গণতন্ত্রের অসম্মান এবং দেশে অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের কাঁটা।' এর আগে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূলের একটি প্রতিনিধি দল নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে দেখা করে ভোটার তালিকা সংশোধনের নির্দেশের বিরোধিতা করেছিল। কংগ্রেস সহ বিরোধী শিবিরের বড় অংশেরই অভিযোগ, বৈধ ভোটারদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতেই নতুন নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

এদিকে কমিশনের নতুন বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে বিহারের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রাজেশ কুমার বলেন, 'এই প্রক্রিয়া কি শাসকদলকে সুবিধা করে দেওয়ার সুপরিকল্পিত চক্রান্ত? ভোটার তালিকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ইআরও-র বিবেচনার ওপর ছেড়ে দিলে বিজেপি-জেডিইউয়ের ভোটার তালিকা সাজানো হবে। বিহারে ৮ কোটি ভোটারকে ভোট থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে আমরা লড়াই চালিয়ে যাব।'

একনজরে

- নথি এখন না লাগলেও পরে তা জমা দিতে হবে
- ভোটাররা প্রয়োজনীয় নথিগুলি জমা দিতে না পারলে তদন্ত করা হবে
- এসআইআর প্রক্রিয়ায় আধার, প্যান, মনরেগা কার্ড, ভোটার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ব্যাংক পাসবুক গ্রাহ্য করা হবে না
- জন্মের শংসাপত্র, পাসপোর্ট, শিক্ষাগত যোগ্যতার শংসাপত্রের মতো ১১টি নথি গ্রাহ্য করা হবে

দলাইয়ের উত্তরসূরি, চিনকে বার্তা আমেরিকার

ধরমশালা, ৬ জুলাই : নব্বইয়ে পা দিলেন তিব্বতিদের আধ্যাত্মিক গুরু দলাই লামা। এই উপলক্ষ্যে রবিবার হিমাচলপ্রদেশের ধরমশালার তাসুগলাখাং মঠে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। বৃষ্টি ও তুষারপাত উপেক্ষা করে সেখানে স্থানীয় বাসিন্দা, ভারতে থাকা তিব্বতি শরণার্থীদের পাশাপাশি গোটা বিশ্ব থেকে আসা দলাই-অনুরাগীরা ভিড় জমিয়েছিলেন। ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু, রাজীবরঞ্জন সিং,অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু, সিকিমের মন্ত্রী সোনম লামা, হলিউড তারকা রিচার্ড গের প্রমুখ। শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, '৪০ কোটি ভারতবাসীর সঙ্গে আমিও দলাই লামাকে তাঁর ৯০তম জন্মদিনে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তিনি প্রেম, করুণা, ধৈর্য এবং নৈতিক শৃঙ্খলার প্রতীক। তাঁর বক্তব্যে সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্রশংসার প্রতিফলন ঘটেছে। আমরা তাঁর সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করছি।'

জন্মদিনের অনুষ্ঠান শুরু হয় দলাই লামার কেক কাটার মধ্যে দিয়ে। এক ছোট্ট লামার উপস্থিতিতে কেক কেটে দলাই লামা বলেন, 'মানুষের ভালোবাসা আমাকে অনুপ্রাণিত করে। ব্যক্তিগতভাবে আমি বোধিসত্ত্বচর্যাবতারের অনুসারী। জীব সেবাই আমার জীবনের লক্ষ্য।' তাঁর কথায়,

জন্মদিনে তিব্বতি ধর্মগুরুকে শুভেচ্ছা মোদির

'নিজেকে বড় বলে জাহির করা নয়, অন্যকে গুরুত্ব দেওয়াকে আমি নিজের কর্তব্য বলে মনে করি। মানুষ আমার চারপাশে ভিড় জমান এই কারণে। ভালোবাসার টানে আপনারা আমার জন্মদিনে এসেছেন। কেউ এজন্য আপনাদের বাধ্য করেনি।'

দলাই লামা আরও বলেন, 'মনে হয় আমি জীবনটাকে অকারণে ব্যয় করিনি। দলাই লামা হওয়ার পরেও অহংকার আমার মধ্যে বাসা বাঁধেনি। আমি একজন ভিক্ষু এবং ভগবান বুদ্ধদেবের অনুসারী হয়ে রয়ে গিয়েছি।' চতুর্দশ দলাই লামার জন্মদিনে তাসুগলাখাং মঠে তিব্বতি, ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য ঘরানার নাচ-গানের আয়োজন করা হয়েছিল। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সুইৎজারল্যান্ড প্রবাসী তিব্বতি গায়িকা জাম্যান চোয়েদেন। নৃত্য পরিবেশন করেন মঙ্গোলিয়া এবং আলবেনিয়ার শিল্পীরা। এদিন দলাই লামাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ, বিল ক্লিন্টন এবং বারাক ওবামা।

তিব্বতি ধর্মগুরুকে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে নাম না করে চিনকে বার্তা দিয়েছেন মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও। এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, 'একতা এবং শান্তির বার্তার মাধ্যমে দলাই লামা নিশ্চিতভাবে মানুষকে অনুপ্রাণিত করার কাজ চালিয়ে যাবেন। আমেরিকা সবসময় তিব্বতিদের মৌলিক অধিকার এবং মানবাধিকার রক্ষার পক্ষে।

তিব্বতিদের ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় ঐতিহ্য এবং কারও হস্তক্ষেপ ছাড়া ধর্মীয় প্রধান স্থির করার অধিকারকে আমরা সমর্থন জানাই।' চিন অবশ্য দলাই লামার উত্তরসূরি বাছাই ইস্যুতে নিজেদের অবস্থানে অনড়। ভারতে চিনের রাষ্ট্রদূত জু ফেইহং বলেন, 'দলাই লামার পুনর্জন্মের বিষয়টি তাঁর (বর্তমান দলাই লামা) কাছ থেকে শুরু হয়নি। তাঁর জন্য এটা শেষও হবে না। বর্তমান দলাই লামা ৭০০ বছরের বেশি সময় ধরে বিস্তৃত ধর্মীয় ঐতিহ্যের একটি অংশ মাত্র।'

রিও ডি জেনেইরো পৌঁছে খুদের সঙ্গে এবং ডানদিকে বুয়েনস আয়ার্সে রবীন্দ্রমূর্তিতে শ্রদ্ধা মোদির।

প্রকাশ্যে এলেন খামেনেই

তেহরান, ৬ জুলাই : ইজরায়েলের সঙ্গে সংঘর্ষের পর এই প্রথম প্রকাশ্যে এলেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই। শনিবার এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে চিরাচরিত কালো পোশাকে তাঁকে দেখা গিয়েছে। খামেনেইকে দেখে উচ্ছ্বসিত মানুষ। তিনি অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত ব্যক্তিরা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিবাদন জানান। তাঁরা মুষ্টিবদ্ধ হাত ওপরে তুলে স্লোগান দেন, 'আমাদের শিরায় বয়ে যাওয়া রক্ত আমাদের নেতার জন্য।' ১৩ জুন ইজরায়েলের সঙ্গে ইরানের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে আর প্রকাশ্যে দেখা যায়নি খামেনেইকে। ইজরায়েলের সঙ্গে সংঘর্ষের জেরে বাঙ্কারে আশ্রয় নিয়েছিলেনতিনি।

রয়টার্স কাণ্ড

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই : ভারতে রয়টার্সের এক্স হ্যান্ডেল বন্ধ করার ব্যাপারে কেন্দ্রের কোনও ভূমিকা নেই বলে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। রবিবার কেন্দ্রের একটি সূত্র জানিয়েছে, তারা মোটেই এক্স কর্তৃপক্ষকে রয়টার্সের হ্যান্ডেল ব্লক করতে বলেনি। কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক বলেছে, সরকার এক্সের কাছে এর কারণ জানতে চেয়েছে। রয়টার্সের আরও অনেক হ্যান্ডেল দিব্যি চলছে। এক্সের তরফে কোনও প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণেই এমনটা হয়েছে।

ওকাম্পোর দেশে বিশ্বকবিকে স্মরণ মোদির

বুয়েনস আয়ার্স, ৬ জুলাই : ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান অনস্বীকার্য। আর্জেন্টিনায় পৌঁছে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর বিশ্বকবিকে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দিলেন বাংলায় পোস্ট।

প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধা জানালাম বুয়েনস আয়ার্সে। ১৯২৪ সালে তিনি এসেছিলেন। সেটাই ছিল তাঁর প্রথম সফর। গুরুদেবের সেই সফর এখানকার শিক্ষার্থী, শিক্ষাবিদদের মনে প্রভাব ফেলেছিল। আমরা ভারতবাসীরা জাতির ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে গুরুদেবের অবদান নিয়ে গর্বিত।'

রবীন্দ্রনাথের সেই আর্জেন্টিনা সফর ১৯২৪ সালে। এখন থেকে ঠিক ১০১ বছর আগে।

সেই সফরেই আর্জেন্টিনার সম্ভ্রান্ত তরুণী, কবি ও বুদ্ধিজীবী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সঙ্গে এক শুদ্ধতম ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে রবিঠাকুরের, যাকে বলা যায় প্লেটোনিক লাভ। প্রেমের সঙ্গে শ্রদ্ধার যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে ওকাম্পোর সান্নিধ্যে এসে রবীন্দ্রনাথ তা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর সেই উপলব্ধির নির্যাসই হল 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থ। বইটি তিনি ওকাম্পোকেই উৎসর্গ করেন। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে রবীন্দ্রনাথ ডাকতেন 'বিজয়া' নামে। অসুস্থ কবিকে আতিথেয়তায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন ওকাম্পো। নোবেলজয়ীর 'গীতাঞ্জলি' অনুবাদ পড়ে এক আশ্চর্য আনন্দে ভরে ওঠা ওকাম্পোকে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য এনে দেয় কবির অসুস্থতা। কবিকে হোটেল থেকে তাঁর আত্মীয়ের বাড়িতে নিয়ে এসে দু'মাসে সুস্থ করে তোলেন ওকাম্পো।

আর্জেন্টিনা, ওকাম্পো ও রবীন্দ্রনাথ যেন এক সুতোয় বাঁধা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আর্জেন্টিনায় পা রাখার পর বাঙালির সেই আবেগকে ছুঁলেন।

২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন। সে কথা মাথায় রেখে প্রধানমন্ত্রী বোঝাতে চাইলেন, রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলার নন, আপামর ভারতবাসীর গর্ব, ঠিক যেমন আসন্ন বিহার নির্বাচনের কথা বিবেচনা করে ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর সঙ্গে বিহারের শিকড়ের সম্পর্ক ফলাও করে বলেছেন। আর্জেন্টিনায় তা জায়গা নিল রবীন্দ্রনাথে।

সার্ভিস বন্দুকের গুলিতে মৃত্যু

শ্রীনগর, ৬ জুলাই : নিজের সার্ভিস রাইফেলের গুলিতেই মৃত্যু হল রাষ্ট্রীয় রাইফেলস-এর এক জওয়ানের। জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরির শিবিরে ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার গভীর রাতে। ৫৪ নম্বর রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের ওই জওয়ান নিজের অসাবধানতায় এই ঘটনা ঘটিয়েছেন নাকি তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন তা এখন বলা যাচ্ছে না। পুলিশ জানিয়েছে, বিষয়টি নিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনার সময় ক্যাম্পে আর কেউ ছিলেন কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের জন্য দেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জওয়ানের বাড়িঘর, পরিজন সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।

বাংলো ছাড়ছেন না চন্দ্রচূড়, কেন্দ্রকে চিঠি সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই : সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ থেকে অবসরের পর কেটে গিয়েছে প্রায় ৮ মাস। অথচ এখনও ৫ কৃষ্ণ মেনন মার্গের বাংলোটি খালি করেননি প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। তিনি যাতে অবিলম্বে ওই বাংলোটি ছেড়ে দেন, সেই মর্মে কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রককে একটি চিঠি দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের প্রশাসন। বর্তমানে প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই সহ সর্বোচ্চ আদালতের মোট বিচারপতি রয়েছেন ৩৩ জন। সূত্রের খবর, তিনজন বিচারপতি বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের ট্রানজিট অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন। একজন বিচারপতি থাকেন স্টেট গেস্ট হাউসে। সেই কারণে দেশের প্রধান বিচারপতির সরকারি বাংলোটি ফেরত চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

প্রধান বিচারপতির জন্য একটি টাইপ-৮ বাংলো বরাদ্দ রয়েছে। অবসরের পর একটি টাইপ-৭ সরকারি বাংলো প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির জন্য বরাদ্দ করা হয়। ৬ মাস পর্যন্ত তিনি বিনা ভাড়ায় ওই ধরনের বাংলোতে থাকতে পারেন। চন্দ্রচূড় গতবছর ১০ নভেম্বর অবসর নেন। অবসরের পরও তিনি ৫ কৃষ্ণ মেনন মার্গের বাংলোটি ছাড়েননি। তাঁর পরবর্তী দুই উত্তরসূরি প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বর্তমান প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই ওই বাংলোয় যেতে রাজি হননি। ১ জুলাই কেন্দ্রকে সুপ্রিম কোর্টের প্রশাসনের তরফে অনুরোধ করা হয়েছে, অবিলম্বে ৫ কৃষ্ণ মেনন মার্গের বাংলোটি যেন খালি করে দেওয়া হয়।

চন্দ্রচূড় অবশ্য সাফাই দিয়েছেন, তিনি মোটেই সরকারি বাংলোয় নির্ধারিত সময়ের পরও থাকার পক্ষপাতী নন। তিনি বলেন, 'আমার মেয়েদের জন্য বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে এমন বাংলো দরকার। ফেব্রুয়ারি থেকে আমি বাড়ি খুঁজছি। আমাদের বড় মেয়ের জন্য আইসিইউয়ের ধাঁচে ব্যবস্থা তৈরি করেছি। যেহেতু আমাদের চাহিদা অন্যরকম সেইরকম বাড়ি পাওয়াও মুশকিল। আমাদের ব্যাগপত্র গোছানো শেষ। যেদিন ওই বাড়ির সংস্কারকার্য শেষ হয়ে যাবে তার পরের দিনই আমি চলে যাব।'

চন্দ্রচূড় ২৮ এপ্রিল তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নাকে চিঠি লিখে নিজের সমস্যার কথা জানান। তাঁর কথায়, 'কেন্দ্রীয় সরকার অস্থায়ীভাবে আমাকে একটি বাড়ি খুঁজেও দিয়েছিল। কিন্তু সেই বাংলোটির গত ২ বছর ধরে কোনওরকম সংস্কারই করা হয়নি। এখন মেরামতের কাজ চলছে। কাজ শেষ হলেই আমি সেখানে চলে যাব।'

> আমার মেয়েদের জন্য বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে এমন বাংলো দরকার। ফেব্রুয়ারি থেকে আমি বাড়ি খুঁজছি। আমাদের বড় মেয়ের জন্য আইসিইউয়ের ধাঁচে ব্যবস্থা তৈরি করেছি। যেহেতু আমাদের চাহিদা অন্যরকম সেইরকম বাড়ি পাওয়াও মুশকিল।
> **ডিওয়াই চন্দ্রচূড়**

রাহুলের তোপে নীতীশ

'অপরাধীদের মরূদ্যান'

নয়াদিল্লি ও পাটনা, ৬ জুলাই : বিহারে অপরাধীদের বাড়বাড়ন্তে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের সরকারকে তীব্র ভাষায় বিঁধলেন রাহুল গান্ধি। শুক্রবার রাতে ব্যবসায়ী তথা বিজেপি নেতা গোপাল খেমকাকে পাটনার অভিজাত গান্ধি ময়দান এলাকায় গুলি করে খুন করে আততায়ীরা। পাটনা সহ গোটা বিহারে অপরাধীদের তাণ্ডব ক্রমশ বেলাগাম হওয়ায় রবিবার সমাজমাধ্যমে ক্ষোভ উগরে দেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। তিনি লিখেছেন, 'পাটনায় প্রকাশ্যে ব্যবসায়ী গোপাল খেমকাকে গুলি করে খুনের ঘটনা আরও একবার প্রমাণ করে দিল বিজেপি এবং নীতীশ কুমার মিলেমিশে বিহারকে ভারতের অপরাধের রাজধানীতে পরিণত করে ফেলেছেন।' রাহুল বলেন, 'এখন বিহার লুট, গুলি, এবং হত্যার ছায়ায় বেঁচে রয়েছে। এখানে অপরাধ নিউ নর্মালে পরিণত হয়েছে। আর সরকার পুরোপুরি ব্যর্থ। বিহারের ভাইবোনেরা, এই অন্যায় আর সহ্য করা যাচ্ছে না। যে সরকার আপনাদের বাচ্চাদের সুরক্ষিত রাখতে পারে না, তারা আপনাদের ভবিষ্যতের দায়িত্বও নিতে পারবে না।'

আগামী নির্বাচনে বিহারে এনডিএ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার বার্তা দিয়ে রায়বেরেলির সাংসদের সাফ কথা, 'প্রত্যেকটি হত্যা, লুট, গুলি একটি পরিবর্তনের জোরালো আওয়াজ। এবার নতুন বিহারের সময় যেখানে ভয় নয়, উন্নয়ন হবে। এবার শুধু সরকার বদলের জন্য নয়, বিহারকে বাঁচানোর স্বার্থে ভোট দিন।' বিহারের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিকে সামনে রেখে ভোট-বাজারে সুর চড়াচ্ছে বিরোধী মহাজোট। গোপাল খেমকার হত্যার প্রতিবাদে আগেই সরব হয়েছেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। তিনি বলেন, 'বিহারে কেউই আর নিরাপদ নন। মুখ্যমন্ত্রী অচৈতন্য রয়েছেন। উনি ক্লান্ত। আমলারাই সরকার চালাচ্ছেন।'

২৪ বছর পর ধৃত সিরিয়াল কিলার

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই : চব্বিশ বছর পর পুলিশের জালে সিরিয়াল কিলিং গ্যাংয়ের মূল মাথা। গ্যাংয়ের দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করলেও দীর্ঘ দু-দশক গা-ঢাকা দিয়ে ছিল মূল পান্ডা অজয় লাম্বা (৪৮)। ২০০১ সালের ঘটনা। সিনেমার প্লট সাজিয়ে সিরিয়াল কিলিংয়ে নেমেছিল তিন সদস্যের দলটি। দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড জুড়ে ট্যাক্সিচালকদের নিশানা করত তারা। ঘোরার জন্য ট্যাক্সি ভাড়া করত অজয় ও তার সঙ্গীরা। তারপর নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে গাড়ির মধ্যে চালককে শ্বাসরোধ খুন করত। দেহ খাদে ফেলে গাড়ি পাচার করে দিত নেপালে। একই কায়দায় চারটি খুন করে ছিল তারা। মামলার তদন্তভার যায় দিল্লি পুলিশের অপরাধদমন শাখার হাতে। উদ্ধার হয়েছিল এক চালকের দেহ। সেই খুনের সূত্র ধরে অবশেষে অজয়কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ক্রমবর্ধমান আর্থিক বৈষম্য, সরব গড়করি

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই : মোদি জমানায় ভারতে দারিদ্র্য দ্রুত কমেছে বলে বারবার দাবি করে বিজেপি। কিন্তু গেরুয়া শিবিরের সেই দাবিকে এবার খারিজ করে দিলেন খোদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি নীতিন গড়করি। তাঁর দাবি, ভারতে আর্থিক বৈষম্য ক্রমশ বাড়ছে। শনিবার নাগপুরে একটি অনুষ্ঠানে আরএসএসের 'ঘরের ছেলে' গড়করি বলেন, 'অর্থনীতির কেন্দ্রীয়করণ ঘটছে। দেশে ধীরে ধীরে গরিব মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। অন্যদিকে মুষ্টিমেয় কিছু ধনকুবেরের হাতে দেশের সম্পদ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। এটা হওয়া উচিত নয়।' স্বচ্ছভাবে উন্নয়নের স্বার্থে সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণের দাবিও তুলেছেন তিনি। স্বাভাবিকভাবে তাঁর এই মন্তব্যে শোরগোল পড়েছে। কারণ দেশে ধনী আরও ধনী হচ্ছেন এবং গরিবরা আরও গরিব হচ্ছেন বলে বারবার সুর চড়ান লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। মোদি সরকার শুধুমাত্র আদানি, আম্বানিদের জন্য কাজ করেন বলেও নিরন্তর তোপ দাগেন তিনি।

এই অবস্থায় গড়করির বক্তব্য বিরোধীদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে। সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক একটি রিপোর্টে জানিয়েছিল, ২০১১-১২ থেকে ২০২২-২৩-এর মধ্যে ভারতে বৈষম্য তাৎপর্যপূর্ণভাবে কমে গিয়েছে। আর্থিক সাম্যের দিক থেকে বিশ্বের মধ্যে চতুর্থ দেশ বলে জানানো হয়েছিল তাতে। সেখানে বলা হয়েছিল, ভারতের চরম দারিদ্র্যের হার ১১ বছরে ১৬.২ শতাংশ থেকে ২.৩ শতাংশে নেমে এসেছে। সেই প্রসঙ্গ তুলে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ এক বিবৃতিতে বলেছেন, ২০২৫ সালের এপ্রিলে একটি রিপোর্ট দিয়েছিল বিশ্বব্যাংক। এর তিন মাস পর মোদি সরকারের প্রচারকরা ওই রিপোর্টের তথ্য বিকৃত করে বিভ্রান্তিকর দাবি করতে শুরু করেছে। তাঁরা বলছেন, 'ভারত নাকি আর্থিক সাম্যের দিক থেকে বিশ্বের মধ্যে অন্যতম।'

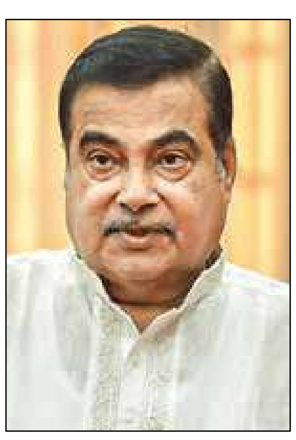

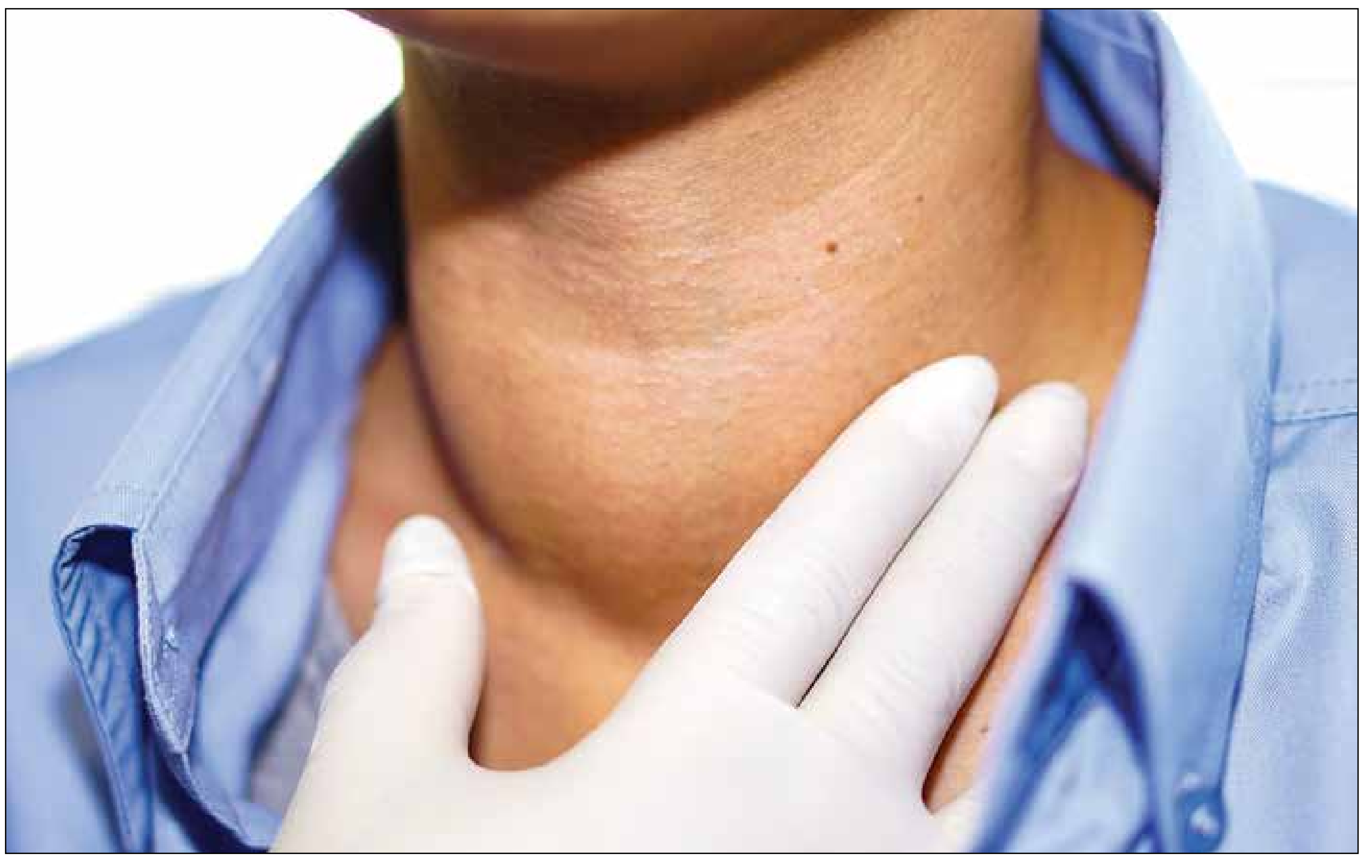

হাইপারথাইরয়েডিজম

হাইপারথাইরয়েডিজম একটি উদ্বেগজনক স্বাস্থ্য সমস্যা, যা সারাবিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রভাবিত করে। এক্ষেত্রে থাইরয়েড গ্রন্থি আপনার শরীরে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি থাইরয়েড হরমোন উৎপাদন ও নিঃসরণ করে। এই অবস্থায় কী করবেন, রোগ নির্ণয়ের উপায়ই বা কী, চিকিৎসাই বা কী, আলোচনায় জেনারেল ফিজিশিয়ান **ডাঃ এসএ মল্লিক**

থাইরয়েড একটি ছোট প্রজাপতি আকৃতির গ্রন্থি, যা আমাদের গলার সামনের অংশে থাকে। এটি শরীরের বিপাক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। যখন এই গ্রন্থিটি অতিরিক্ত থাইরয়েড হরমোন তৈরি করে, তখন তাকে হাইপারথাইরয়েডিজম বলা হয়। এই রোগ ধীরে ধীরে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওপর প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে হৃদযন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র এবং হরমোন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় এর প্রভাব পড়ে।

কারণ

গ্রেভস ডিজিজ : এটি সবচেয়ে সাধারণ কারণ। এটি একটি অটোইমিউন সমস্যা, যেখানে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা থাইরয়েড গ্রন্থিকে অতিরিক্ত হরমোন উৎপাদনে বাধ্য করে।

থাইরয়েড নোডিউল : থাইরয়েড গ্রন্থিতে এক বা একাধিক গুটি তৈরি হয়, যা অতিরিক্ত হরমোন উৎপাদন করে।

থাইরয়েডাইটিস : থাইরয়েড গ্রন্থির প্রদাহ, যা অস্থায়ীভাবে হরমোন নিঃসরণ বাড়িয়ে দেয়।

অতিরিক্ত আয়োডিন গ্রহণ : অনেক সময় খাবারে বা ওষুধে অতিরিক্ত আয়োডিন থাকলে থাইরয়েড হরমোন বেড়ে যায়।

থাইরয়েড হরমোনের ওষুধের অতিরিক্ত ব্যবহার : হাইপোথাইরয়েডিজমের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধ অতিরিক্ত মাত্রায় নিলে হাইপারথাইরয়েডিজম হতে পারে।

উপসর্গ

- দ্রুত হৃৎস্পন্দন বা বুক ধড়ফড়
- অস্বাভাবিক ওজন হ্রাস
- অতিরিক্ত ঘাম হওয়া বা গরম লাগা
- অনিদ্রা ও উদ্বেগ
- হাত কাঁপা
- মাসিক অনিয়ম (মহিলাদের ক্ষেত্রে)

- চোখ বড় হয়ে যাওয়া (গ্রেভস ডিজিজে)
- দুর্বলতা বা ক্লান্তি

রোগ নির্ণয়

রক্ত পরীক্ষা : T3 এবং T4 হরমোনের মাত্রা বেশি এবং TSH কম থাকে।

থাইরয়েড অ্যান্টিবডি পরীক্ষা : গ্রেভস ডিজিজ শনাক্তকরণে সহায়তা করে।

থাইরয়েড স্ক্যান বা আল্ট্রাসনোগ্রাফি: থাইরয়েড গ্রন্থির গঠন ও কার্যকারিতা জানা যায়।

চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনা

ওষুধ : যেমন কার্বিমাজোল বা প্রোপিলথাইওইউরাসিল, যা থাইরয়েড হরমোন উৎপাদন কমায়।

বেটা-ব্লকার : হৃদস্পন্দন ও কাঁপুনির মতো উপসর্গ কমায়।

রেডিওঅ্যাকটিভ আয়োডিন থেরাপি : থাইরয়েড গ্রন্থিকে ধ্বংস করতে ব্যবহার করা হয়।

সার্জারি : থাইরয়েড গ্রন্থি অপসারণ করা হয়, যখন ওষুধ বা অন্যান্য চিকিৎসায় সাড়া মেলে না।

জীবনযাত্রায় কিছু পরিবর্তন

- আয়োডিনসমৃদ্ধ খাবার পরিমিতভাবে গ্রহণ করা উচিত।
- চা-কফির মতো ক্যাফিনযুক্ত পানীয় খাওয়া কমিয়ে দেওয়া।
- নিয়মিত ঘুম ও মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ।
- ওষুধ সঠিকভাবে খাওয়া এবং নিয়মিত ফলোআপ করানো।

হাইপারথাইরয়েডিজম একটি নিয়ন্ত্রণযোগ্য সমস্যা। তবে দীর্ঘদিন অবহেলা করলে এটি হৃদরোগ, হাড় ক্ষয়, এবং মানসিক অস্থিরতার মতো জটিলতা তৈরি করতে পারে। তাই উপসর্গ দেখা দিলে দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

ডায়াবিটিকদের পাতেও থাকুক আম

এই মরশুমে আম খাওয়ার লোভ সামলানো ভারী মুশকিল। বিশেষ করে যাঁরা ডায়াবিটিক রোগী তাঁরা আম খাওয়া নিয়ে সংশয়ে থাকেন। তাঁদের একটাই প্রশ্ন, তাঁরা পাকা আম খেতে পারবেন কি না। খেলেও কতটা খাওয়া উচিত, জানালেন পুষ্টিবিদ **দীপিকা ব্যানার্জি**

আমে আছে ভরপুর পুষ্টি আর ক্যালোরি। এই ফলে রয়েছে ভিটামিন-এ, ভিটামিন-সি, ফাইবার ম্যাঙ্গানিজ, জিঙ্ক, পটাশিয়াম। এছাড়া পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট পলিফেনল, যা শরীরের কোষগুলিকে রক্ষা করে। তাই আম খেলে শরীর সার্বিকভাবে সুস্থ থাকে।

এবারে আসি ডায়াবিটিকদের আম খাওয়ার প্রসঙ্গে। যদি কোনও ডায়াবিটিক রোগীর সুগার নিয়ন্ত্রণে থাকে, অর্থাৎ HbA1C যদি <7 থাকে তাহলে সেই রোগী অবশ্যই আম খেতে পারবেন, তবে সেটা পরিমাণ মেপে। আমের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স মোটামুটি ৫১ থেকে ৫৬, যা মিড লেভেল গ্লাইসেমিক ইনডেক্স। তাই আম খাওয়া নিয়ে খুব বেশি ভয় পাওয়ার কারণ নেই।

এবার প্রশ্ন হল, কখন খাবেন? বড় মিলের সঙ্গে অর্থাৎ সকাল, দুপুর এবং রাতের খাবারের সঙ্গে খাওয়া যাবে না। ভারী খাবারের সঙ্গে আম খেলে রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়ার আশঙ্কা থেকে যাবে, তাই সকালের এবং দুপুরের খাবারের মাঝামাঝি সময় অথবা দুপুরের ও রাতের খাবারের মাঝে ৭০-১০০ গ্রাম খাওয়া খেতে পারে। অবশ্যই গোটা আম খাবেন, রস বানিয়ে নয়।

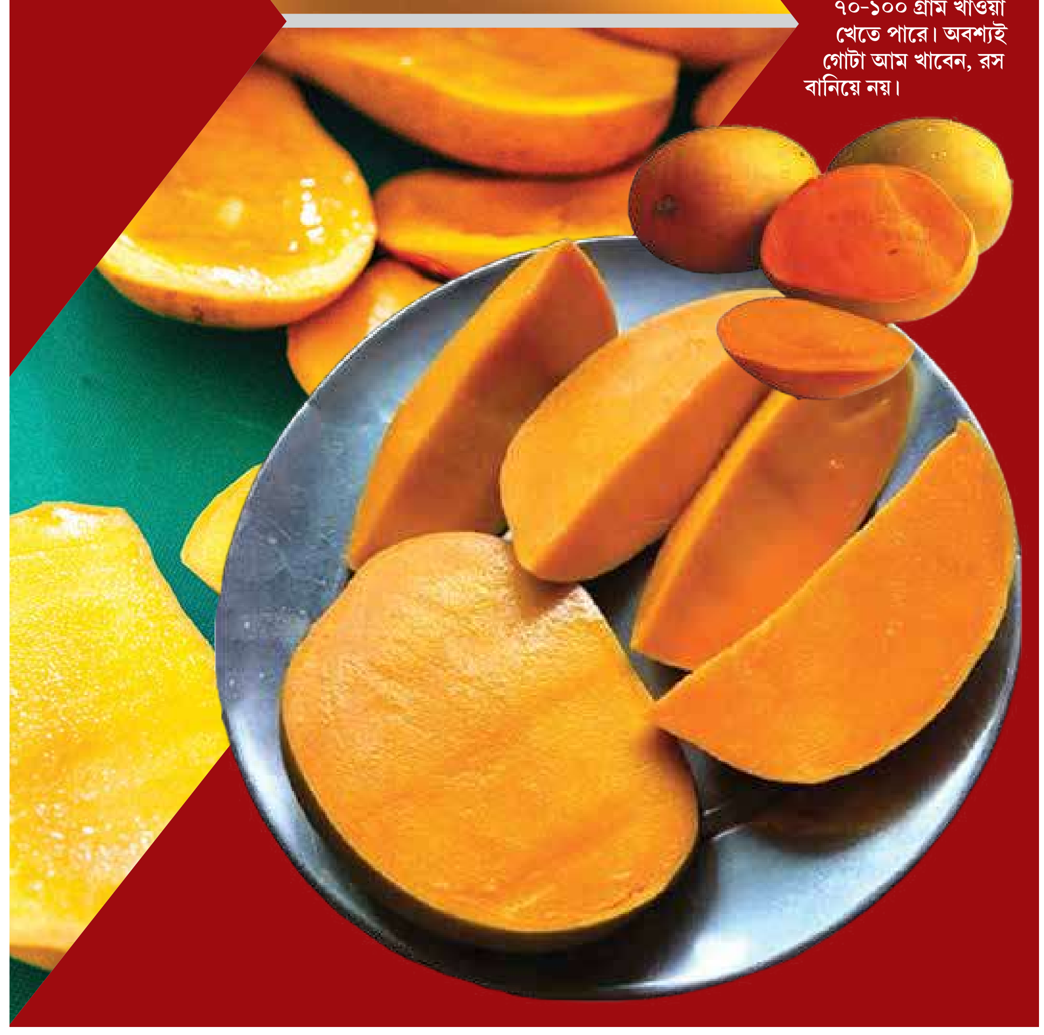

হাঁটু প্রতিস্থাপনে উপকার কতটা

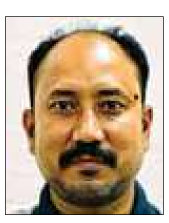

হাঁটুব্যথা এমন একটি সমস্যা যা বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রভাবিত করে। অনেকের ক্ষেত্রে, এটি দৈনন্দিন কাজকর্মকে উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যাহত করতে পারে এবং সামগ্রিক জীবনযাত্রায় প্রভাব ফেলে। হাঁটু প্রতিস্থাপন সাজারি সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনায় অর্থোপেডিক এবং স্পোর্টস মেডিসিন বিশেষজ্ঞ **ডাঃ মৃত্যুঞ্জয় রায়**

সম্পূর্ণ হাঁটু প্রতিস্থাপন সার্জারি এমন একটি শল্য চিকিৎসা যেখানে সার্জন কৃত্রিম পদার্থ বা একটি ইমপ্ল্যান্টের সাহায্যে হাঁটুর জয়েন্ট গঠন করেন। অনেকেই ভাবেন, জয়েন্ট গঠনে হাড়ের অংশগুলি সরানো হয়, যা একেবারে ভুল ধারণা। বরং ক্ষতিগ্রস্ত অংশটি কেটে ফেলা হয় এবং হাড়ের শেষ প্রান্তে কৃত্রিম উপাদান যুক্ত করা হয়। এই পদ্ধতিকে হাঁটু রিসার্ফেসিং অপারেশনও বলা যেতে পারে।

অস্টিওআরথ্রাইটিসে আক্রান্ত রোগীদের জয়েন্টে ব্যথা এবং অক্ষমতা দূর করতে এই পদ্ধতিটি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। রিউমাটয়েড আরথ্রাইটিস, ট্রমা বা আঘাতের ক্ষেত্রে এটি হাঁটুর কার্যকারিতা উন্নত করতে পারে।

অন্যদিকে, আংশিক হাঁটু প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে শুধু আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হাঁটুতেই শল্য চিকিৎসা করা হয়। সাধারণত কমবয়সি রোগীদের ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

হাঁটু প্রতিস্থাপন সার্জারি কখন করাবেন

ক্রমাগত ব্যথা : দীর্ঘস্থায়ী হাঁটুব্যথা প্রায়শই অন্তর্নিহিত গুরুতর সমস্যার প্রথম বা প্রাথমিক লক্ষণ। যদি আপনার ক্রমাগত ব্যথা হতে থাকে এবং তা বিশ্রাম বা ফিজিওথেরাপি নিলে কিংবা ওষুধ খাওয়ার পরেও না কমলে সতর্ক হতে হবে। এই ধরনের ব্যথা তীব্র হয় এবং হাঁটা, সিঁড়ি বেয়ে ওঠা বা দীর্ঘসময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকলে অবস্থা আরও খারাপ হয়।

সক্রিয়তা কমলে : হাঁটু শক্ত হয়ে যাওয়া, হাঁটু বাঁকানো বা সোজা করতে অসুবিধা হলে, দীর্ঘ দূরত্ব হাঁটতে না পারলে, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে কষ্ট হলে বুঝতে হবে সক্রিয়তা কমছে। সেক্ষেত্রে হাঁটু প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন হতে পারে।

ফোলাভাব ও প্রদাহ হলে : হাঁটুর জয়েন্টে ফোলাভাব এবং প্রদাহ বিভিন্ন অবস্থার ইঙ্গিত দিতে পারে, যার মধ্যে আরথ্রাইটিস বা আঘাত অন্তর্ভুক্ত। যদি আপনি লক্ষ করেন, আপনার হাঁটু ঘনঘন ফুলে যাচ্ছে, বিশেষ করে কাজের পরে, তাহলে এটি জয়েন্টের অবনতির লক্ষণ হতে পারে।

অস্থিরতা এবং দুর্বলতা : এটি এমন এক অবস্থা যাতে হাঁটা, দৌড়ানো বা খেলাধুলোয় অংশগ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই লক্ষণের সঙ্গে প্রায়শই হাঁটুর জয়েন্টে দুর্বলতার অনুভূতি হতে পারে।

চিরাচরিত চিকিৎসা ব্যর্থ হলে : অনেক রোগী হাঁটু ব্যথার জন্য চিরাচরিত চিকিৎসা করিয়ে থাকেন, যেমন - ফিজিওথেরাপি, ওষুধ, কর্টিকোস্টেরয়েড ইনজেকশন নেওয়া প্রভৃতি। এছাড়া জীবনযাত্রার পরিবর্তন তো রয়েইছে। যদি এসব করেও কোনও উন্নতি না হয় তাহলে বুঝতে হবে আপনার অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে আরও ব্যাপক হস্তক্ষেপের প্রয়োজন।

প্রতিস্থাপনের পদ্ধতি

- এক্ষেত্রে সাধারণ অ্যানাস্থিশিয়ার সাহায্য নেওয়া হয়।
- এরপর হাঁটুর সামনের অংশে ত্বকে একটি ছেদ করা হয় যা প্যাটেলা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। তারপর প্যাটেলাটিকে বাইরের দিকে ঘুরিয়ে নেওয়া হয় যাতে ভেতরের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ ভালোভাবে দেখা যায়।
- ফিমারের নীচের প্রান্তটি (উরুর হাড়) পরে পরিমাপ করা হয় এবং পুনরুত্থিত করা হয়। হাড় এবং কার্টিলেজের ক্ষতিগ্রস্ত অংশটি বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার করে ফিমারের নীচের প্রান্ত থেকে কেটে বাদ দেওয়া হয় এবং তারপরে কৃত্রিম হাঁটুর ধাতব ফিমোরাল উপাদানটি ফিট হয়।
- টিবিয়ার উপরের প্রান্ত থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হাড় এবং কার্টিলেজকে সরিয়ে প্লাস্টিক বা ধাতব টিবিয়াল উপাদানটিকে ফিট করার জন্য পুনরায় আকার দেওয়া হয়।
- প্যাটেলার পুনরায় আকার দেওয়ার পর ঘর্ষণ এড়াতে সার্জন ফিমোরাল এবং টিবিয়াল উপাদানগুলির মধ্যে একটি প্লাস্টিকের স্পেসার যুক্ত করেন।
- সাধারণত কৃত্রিম অংশটি হাড়ের সঙ্গে সার্জিক্যাল সিমেন্ট দ্বারা যুক্ত করা হয় এবং এটি সিমেন্টেড প্রস্থেসিস নামেও পরিচিত।
- ইমপ্ল্যান্টের কার্যকারিতা হাঁটু বাঁকিয়ে পরীক্ষা করা হয় এবং হাঁটুর সামনের অংশে করা ছেদটি সেলাই করে অথবা সার্জিকাল স্ট্যাপল দিয়ে বন্ধ করা হয়।

- হাঁটু প্রতিস্থাপনের আগে চিকিৎসক কয়েকটি পদ্ধতি বলে থাকেন। যেমন- ফিজিওথেরাপি, ওজন কমানো, জয়েন্টের প্রদাহ কমাতে ওষুধ, কার্টিলেজ মেরামতের সাপ্লিমেন্ট এবং আকুপ্রেশার। এইসব উপায় কাজে না এলে তখনই অস্ত্রোপচার করা হয়।
- এই ধরনের অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হতে এক থেকে দেড় ঘণ্টা সময় লাগে।
- অস্ত্রোপচারের পরের দিন থেকেই ব্যথা ধীরে ধীরে কমতে থাকবে এবং সপ্তাহখানেকের মধ্যে ব্যথা একেবারে কমে যাবে।
- সঠিকভাবে হাঁটু প্রতিস্থাপন করা হলে তা ২০ থেকে ২৫ বছর কার্যকারিতা দেয়।
- সাধারণত অস্ত্রোপচারের ১২ থেকে ১৮ ঘণ্টার মধ্যেই ক্রাচ নিয়ে রোগীকে হাঁটানো হয়ে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে ব্যায়াম এবং শরীরচর্চার মাধ্যমে শীঘ্রই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা সম্ভব।

মহরমের দুই মুহূর্ত। রবিবার জলপাইগুড়িতে মানসী দেব সরকারের তোলা ছবি।

বারবার টেন্ডার বাতিলে ক্ষুব্ধ কাউন্সিলারদের একাংশ

টাকা থাকলেও পিছিয়ে উন্নয়ন

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ৬ জুলাই : তহবিলে টাকা থাকা সত্ত্বেও উন্নয়নমূলক কাজে অনেকটাই পিছিয়ে ময়নাগুড়ি পুরসভা। একের পর এক টেন্ডার করে পাঠানো হয় মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স ডিপার্টমেন্টে। টেকনিকাল ত্রুটিজনিত কারণে ফেরত আসে। নাগরিকরা পুর পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। ফের নতুন করে টেন্ডার তৈরি করতে হচ্ছে। আসলে পুরসভার স্থায়ী ইঞ্জিনিয়ার নেই। একাধিক দক্ষতাসম্পন্ন স্থায়ী ইঞ্জিনিয়ার জরুরি। বারবার টেন্ডার বাতিল হওয়ার ঘটনায় বীতশ্রদ্ধ খোদ কাউন্সিলারদের একাংশ।

যদিও পুরসভার চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারী বলেন, 'পুরসভায় স্থায়ী কোনও ইঞ্জিনিয়ার নেই। তার মধ্যেও বেশ কিছু কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়ার কাজ চলছে দ্রুতগতিতে।'

পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষনগরে একটি রাস্তা নির্মাণের টেন্ডার পরপর তিনবার বাতিল করেছে মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স ডিপার্টমেন্ট। চতুর্থবার টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ করে আগামী দু'একদিনের মধ্যে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রিনা বিশ্বাস বলেন, 'দুই বছর ধরে এই ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে। ১৭০ মিটার লম্বা ৩ মিটার চওড়া এই রাস্তার কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। পুজো দিয়ে কাজ শুরু করব ভাবছি। রাস্তা নির্মাণে ব্যয় হবে ১৩ লক্ষ টাকা। বাড়তি টাকায় ওই রাস্তার উপর একটি কালভার্ট নির্মাণ করা হবে এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় একটি নর্দমা নির্মাণের কাজ করা হবে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।'

পথবাতি সারানো হয় না। অন্ধকারে ১ নম্বর ওয়ার্ডের পেটকাটি।

পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ড দেবীনগরপাড়ার নির্দল কাউন্সিলার তুহিন চৌধুরী বলেন, 'সরকার টাকা দিচ্ছে। কাজ পিছিয়ে যাচ্ছে। নাগরিকরা পরিষেবা পাচ্ছেন না। এভাবেই চলছে ময়নাগুড়ি পুরসভা।'

১৭টি ওয়ার্ডবিশিষ্ট পুর এলাকার পথবাতির পরিস্থিতি আরও করুণ। বছরখানেক আগে পুর এলাকার পথবাতির একটি টেন্ডার করে পাঠানো হয় মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স ডিপার্টমেন্টে। টেকনিকাল ত্রুটিজনিত কারণে সেটাও বাতিল করে দেওয়া হয়। তারপর কেটে গিয়েছে দীর্ঘ সময়। নতুন করে এখনও পর্যন্ত পথবাতির কোনও টেন্ডার করে মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স ডিপার্টমেন্টে পাঠানো সম্ভব হয়নি। এ ব্যাপারে ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় বলেন, 'আপাতত সমস্যা সমাধানে কিছু পথবাতির ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে বর্ষা। রাস্তাঘাটের একেবারে বেহাল অবস্থা। সাপের উপদ্রব বেড়েছে। পথবাতির সমস্যা বেড়েই চলেছে। পুর এলাকার সবচাইতে বড় ওয়ার্ড ১ নম্বর। এই ওয়ার্ডের পেটকাটিতে দীর্ঘদিন ধরেই পথবাতির সমস্যা রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা রতন রায় জানান, একে রাস্তার বেহাল অবস্থা। তার ওপর পথবাতি নেই বললেই চলে। বেড়েছে সাপের উপদ্রব। ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রিম্পা রায়ের কথায়, 'আলোর সমস্যা রয়েছে। বাসিন্দারা বারবার সমস্যার কথা জানিয়েছেন। ৫০০ পথবাতি প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে কিছুদিন আগে ৫০টি পথবাতি দেওয়া হয়েছে। তাতে কোনও সমস্যার সমাধান হয়নি। বরং নাগরিকদের ক্ষোভ বেড়েছে।'

সম্প্রতি পুরসভা উন্নয়নমূলক কাজে পঞ্চদশ অর্থবর্ষের ২ কোটি টাকা বরাদ্দ পেয়েছে। এই টাকা সহ আগের টাকা মিলিয়ে বর্তমানে আনুমানিক প্রায় সাড়ে ৩ কোটি টাকা তহবিলে রয়েছে। এছাড়া নাগরিকদের করের টাকা সহ নিজস্ব তহবিলে রয়েছে আরও আনুমানিক ১ কোটি টাকা। তারপরেও শহরের উন্নয়নে কেন পদক্ষেপ করছে না ময়নাগুড়ি পুরসভা, সেই প্রশ্নই তুলেছেন শহরবাসী।

বর্তমান অবস্থা

- ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষনগরে একটি রাস্তা নির্মাণের টেন্ডার পরপর তিনবার বাতিল করেছে মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স ডিপার্টমেন্ট
- চতুর্থবার টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ করে আগামী দু'একদিনের মধ্যে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হবে
- বছরখানেক আগে পুর এলাকার পথবাতির একটি টেন্ডার করে পাঠানো হয়েছিল
- টেকনিকাল ত্রুটিজনিত কারণে সেটাও বাতিল করে দেওয়া হয়
- নতুন করে পথবাতির আর কোনও টেন্ডার পাঠানো হয়নি

দুই পক্ষের বিবাদের জেরে অবরুদ্ধ জাতীয় সড়ক

মালবাজার, ৬ জুলাই : দুই পক্ষের বিবাদের জেরে একটি যাত্রীবাহী বাস মালবাজার বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন জাতীয় সড়কের ওপর আটকে দেওয়া হয়। রবিবার সকাল ন'টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনার জেরে প্রায় আধঘণ্টা জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ থাকে। সমস্যায় পড়েন অন্যান্য যানবাহনের যাত্রী থেকে পথচারীরা।

যাত্রীবাহী বাসটি জয়গাঁওয়ের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় বাস মালিক ইউনিয়নের কিছু সদস্য একত্রিত হয়ে বাসটিকে আটকে দেন। বাস থেকে প্যাসেঞ্জার নামিয়ে দেওয়ারও অভিযোগ ওঠে। বাসচালকের সঙ্গে তাদের বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। এর ফলে রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি হয়।

বাস মালিক ইউনিয়নের সদস্য কার্তিক কানু বলেন, 'এই বাসটির রুট হচ্ছে শিলিগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ার জেলার জয়গাঁও পর্যন্ত। ভোর পাঁচটা পাঁচ মিনিটে শিলিগুড়ি থেকে বাসটি ছাড়ার কথা। ছ'টা পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে মালবাজার পৌঁছানোর কথা। কিন্তু বাস মালিক তার খেয়ালখুশি মতো চালাচ্ছে। সকাল সাড়ে ন'টার সময় মালবাজার স্টপ থেকে ছাড়ছে। বারবার বলা সত্ত্বেও শুনছেন না মালিক।' ইউনিয়নের সেক্রেটারি প্রমোদ মিশ্র বলেন, 'এভাবে নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে বাস চালালে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামব আমরা।' অপরদিকে, আটকে দেওয়া বাসটির মালিক রতন যাদব বলেন, 'কারও কোনও বিষয়ে সমস্যা থাকলে তাঁরা প্রশাসনকে জানাতে পারেন। এভাবে গাড়ি আটকানোর কাজটি ঠিক হয়নি। বিষয়টি পুলিশকে জানিয়েছি।' ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে মাল থানার পুলিশ।

মালবাজার

মহরমের মেলায় সম্প্রীতির বার্তা

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৬ জুলাই : নয় নম্বর ওয়ার্ডের পিলখানা ময়দানে ১৯২৪ সালে সূচনা হয়েছিল মহরম মেলার। এই মেলায় অংশ নেন হিন্দু-মুসলমান সকলেই। শিশুদের খেলনা হোক বা সেমাই সবই পাবেন মেলায়। আকর্ষণ হিসেবে থাকে জিলিপিও।

ওই এলাকার প্রবীণ নাগরিক অলোক সরকার বলেন, 'এই মেলা কোনও একটি সম্প্রদায়ের নয়, এটা আমাদের সকলের। উত্তরবঙ্গের মধ্যে মহরম কমিটির পিলখানার মহরমমেলার বিশেষ সুনাম রয়েছে। ইংরেজ আমল থেকেই পিলখানা ময়দানের এই মেলা সম্প্রীতির উদাহরণ ছিল, আজও আছে।'

সূচনা পর্ব থেকেই মহরমমেলায় হোক কিংবা কমিটিতে, মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুরাও সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে আসছেন। নবাববাড়ি তাজিয়া থেকে শুরু করে ইন্দিরা কলোনি তাজিয়া, সবই একত্রিত হয় পোস্ট অফিস মোড়ে। সেখান থেকে লাঠিখেলা, গান, নাচের মধ্যে দিয়ে মিছিল করে তারা পৌঁছায় পিলখানা ময়দানে। সেখানেও চলে নানা ধরনের খেলা দেখানো। সন্ধ্যা গড়াতে না গড়াতেই লাঠিখেলা সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখতে মেলা প্রাঙ্গণে ভিড় উপচে পড়ে। কে হিন্দু, কে মুসলমান এই মেলায় গেলে বোঝা মুশকিল। সব কমিটির সুদৃশ্য তাজিয়া মেলার মাঝখানে রাখা হয়।

রবিবার সন্ধ্যা ৭.৩০টা নাগাদ ইন্দিরা কলোনি, দিনবাজার, কামারপাড়া, পাহাড়পুর, কাদোবাড়ি, ডেঙ্গুয়াঝাড় সহ সংলগ্ন এলাকার সুসজ্জিত প্রায় ৭-৮টি দল তাদের মিছিল নিয়ে মাঠে ঢোকে। বিস্তীর্ণ মাঠজুড়ে মানব ঘোড়ার দলগুলি নৃত্যনৈপুণ্যও প্রদর্শন করে। পিলখানা মহরমমেলার কমিটিতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে স্থানীয় উপাসনা ক্লাব। মেলা কমিটির অন্যতম মুখ জাকিরুল ইসলাম বলেন, 'মেলাতে প্রায় ১০-১৫ হাজার মানুষ আসেন। একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে এই মেলা চলে আসছে। পিলখানার ঐতিহ্যবাহী মহরমমেলা হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির মেলা। লাঠিখেলা, মানব ঘোড়ার প্রদর্শনী দেখে মেলায় আগত দর্শনার্থীরা মোহিত। হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্বস্তরের মানুষ এই মেলাতে শামিল হয়েছেন এবারও। আমরা এর জন্য গর্বিত যেমন, তেমনি অহংকারও বোধ করছি।'

উপাসনা ক্লাবের পাশাপাশি কাউন্সিলার প্রমোদ মণ্ডলও মেলা পরিচালনায় যথেষ্ট সাহায্য করেন বলেও জানিয়েছেন মেলা কমিটির সদস্যরা। মেলায় আসেন পিলখানা ময়দান সংলগ্ন এলাকা, রেসকোর্সপাড়া, আশ্রমপাড়া সহ সব এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ। এদিন মেলাতে প্রায় ১০টা পর্যন্ত ছিলেন তাঁরা। তাঁরা তাজিয়া দেখে মোহিত।

> পিলখানার ঐতিহ্যবাহী মহরমমেলা হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির মেলা। হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্বস্তরের মানুষ এই মেলাতে শামিল হয়েছেন এবারও। আমরা এর জন্য গর্বিত যেমন, তেমনি অহংকারও বোধ করছি।
>
> **জাকিরুল ইসলাম**
> *মেলা কমিটির অন্যতম মুখ*

কুরুচিকর পোস্ট, থানায় অভিযোগ

মালবাজার, ৬ জুলাই : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকল্প ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কুরুচিকর পোস্ট করায় থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন মাল শহরের তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সহ সভাপতি আনন্দ লোহার। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানান মালবাজার থানার আইসি সৌম্যজিৎ মল্লিক।

শনিবার সামাজিক মাধ্যমে একটি পেজে ধর্ষণ নিয়ে পোস্ট করা হয়। সেখানে দুয়ারে সরকারের লোগোকে বিকৃত করার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর ছবির অপব্যবহার করা হয় বলে অভিযোগ।

আনন্দ বলেন, 'এর আগেও ওই পেজ থেকে নাম না করে মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক, প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সাহা ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে একাধিক পোস্ট করা হয়েছে।'

মাল পুরসভার কাউন্সিলার পুলিন গোলদার বলেন, 'কিছু সামাজিক মাধ্যমের পেজে মুখ্যমন্ত্রী ও সরকারের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে। এঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।'

পুজোর প্রস্তুতি ধূপগুড়িতে

ধূপগুড়ি, ৬ জুলাই : এবার স্বামীনারায়ণ মন্দির দেখতে আর আমেরিকায় ছুটতে হবে না। মাস তিনেকের মধ্যেই সেই সুযোগ মিলবে ধূপগুড়িতেই। শহরের উত্তরায়ণ ক্লাবের এবারের দুর্গাপুজোর থিম হল এই স্বামীনারায়ণ মন্দির। সেই মন্দিরের আদলে মণ্ডপ তৈরি হবে। রবিবার শহরের মিলপাড়ায় ক্লাব প্রাঙ্গণে তাদের ৫৩তম বর্ষের পুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়। এদিন থেকে মণ্ডপ তৈরির কাজ শুরু হল। ক্লাবের সম্পাদক বিভাস চক্রবর্তী বলেন, 'এই পুজোকে ঘিরে সদস্য এবং এলাকাবাসীর প্রচণ্ড আবেগ রয়েছে। একদিকে যেমন মণ্ডপের কাজ শুরু হল, তেমনি পুজোর সময়ের নানা অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিও সদস্যরা শুরু করে দিয়েছেন।'

শাসকদলের ইউনিয়নে থেকেও আইন ভাঙার অভিযোগ

'অবাধ্য' টোটোচালকরা

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ৬ জুলাই : শাসকদলের ইউনিয়নের আওতায় থাকলেও শহরের একাংশ চালক ট্রাফিক আইন না মেনেই দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। এই ঘটনায় বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ হলেও ওই টোটোচালকদের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই।

দেখা গিয়েছে, আইএনটিটিইউসির অন্তর্ভুক্ত টোটোচালকরা টোটো নিয়ে যত্রতত্র দাঁড়িয়ে থাকছেন এবং ট্রাফিক আইন অমান্য করছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে অনেকবার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এমনকি থানাতেও আটকে রাখা হয়েছে। কিন্তু তারপরেও তাঁদের অনেকেই আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েই চলছেন বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দা শুভঙ্কর অধিকারী বলেন, 'কখনও ব্রিজের ওপর, কখনও বা রাস্তা দখল করে টোটো পার্কিং করে রাখা হচ্ছে। এতে অন্যান্য গাড়ি চলাচলের মাঝে পথচারীদের হাঁটাচলা দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে।'

কুমলাই সেতুর ওপর পার্ক করে দাঁড়িয়ে টোটো। ধূপগুড়িতে।

বাসিন্দারা অভিযোগ তুললেও আইএনটিটিইউসির ধূপগুড়ির নেতারা তা মানতে নারাজ। আইএনটিটিইউসির ধূপগুড়ির দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা আলম রহমানের কথায়, 'শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ড মিলিয়ে ইউনিট গড়ে দেওয়া রয়েছে। শহরের কোনও টোটোচালকই এমন করছেন না। বাইরে থেকে আসা টোটোরা আইন না বুঝে যানজট বা এই ধরনের কাণ্ড ঘটাতে পারে।'

বাসিন্দাদের পাশাপাশি ট্রাফিক গার্ড এবং পুলিশও বিরক্ত। জলপাইগুড়ি জেলার ট্রাফিক গার্ডের ডেপুটি পুলিশ সুপার অরিন্দম পালচৌধুরী বলেন, 'এটা একটা বড় সমস্যা। একসঙ্গে পুরসভা, ট্রাফিক গার্ড ও চালকদের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যা খতিয়ে দেখতে হবে।'

ধূপগুড়ি পুর প্রশাসকমণ্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিংও বললেন, 'এটা একটা জ্বলন্ত সমস্যা। এর আগেও আলোচনা হয়েছে। প্রয়োজনে আবারও আলোচনা করে গুরুত্ব সহ সমস্যা মেটানো হবে।'

যদিও এক ট্রাফিক গার্ডের কথায়, টোটোচালকদের আলাদাভাবে ডেকে বৈঠক করে সতর্ক করা হয়। একইভাবে যেহেতু তাঁরা বিভিন্ন ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত থাকেন, তাই ইউনিয়নের নেতাদের ডেকেও চালকদের সতর্ক করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু শাসকের ছত্রছায়ায় থেকেই আইন ভাঙার অভিযোগ উঠেছে।

এ ব্যাপারে ধূপগুড়ি বিজেপির টাউন মণ্ডলের সভাপতি পাপাই বসাকের বক্তব্য, টোটোচালকদের একাংশ শাসকদলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। আইন অনুযায়ী এদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। না হলে এদের দেখাদেখি অন্য টোটোচালকরাও একই কাণ্ড ঘটাবে বলে তাঁর মত।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(রবিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক

এ পজিটিভ	-	৪
বি পজিটিভ	-	৩
এবি পজিটিভ	-	২
ও পজিটিভ	-	৫

■ মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল

■ পিআরবিসি

এ পজিটিভ	-	২
বি পজিটিভ	-	৫
ও পজিটিভ	-	২
এবি পজিটিভ	-	২

টাকার কাছে হার বন্ধুত্বের

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ৬ জুলাই : টাকার দাবি করে না পাওয়ায় বন্ধুর মাথায় 'নাকল ডাস্টার' দিয়ে আঘাত করল আর এক বন্ধু। আঘাতের জেরে ওই তরুণের মাথায় তিনটি ছিদ্র হয়ে যায়। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় পরিবার। রবিবার ঘটনাটি ঘটে ময়নাগুড়ি শহরের দাড়িভেজা মোড়ে। অভিযোগের ভিত্তিতে ওই তরুণের বন্ধুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুর এলাকার ১০ নম্বর ওয়ার্ড দেবীনগরপাড়ার বাসিন্দা শুভ গোপ ও ৮ নম্বর ওয়ার্ড হাসপাতালপাড়ার বাসিন্দা আদিত্য গুহ সম্পর্কে পরস্পরের বন্ধু। দুজনই দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র হলেও তাঁরা আলাদা কলেজের ছাত্র। শুভ পড়েন ময়নাগুড়ি কলেজে এবং আদিত্য ধূপগুড়ি কলেজে।

শুভর অভিযোগ, আদিত্য তাঁকে দাড়িভেজা মোড়ের একটি চায়ের দোকানে ডেকেছিলেন। সেখানেই শুভর কাছে টাকা চান আদিত্য। কিন্তু টাকা দিতে না পারায় আদিত্য পকেট থেকে 'নাকল ডাস্টার' বের করে শুভর মাথায় আঘাত করেন।

'নাকল ডাস্টার' আসলে কী? এটি এক ধরনের ধাতব অস্ত্র, যেটি আঙুলে আংটির মতো করে পরা হয়। বিশেষ করে ঘুসির আঘাতকে আরও জোরালো করতেই অস্ত্রটি ব্যবহার করে দুষ্কৃতীরা।

শুভর বাবা শম্ভু গোপ বলেন, 'ছেলের সঙ্গে কখনও কারও বিবাদ হয়নি। কেন এভাবে মারল, বুঝতে পারছি না। বিচার চেয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছি।' ধৃত আদিত্যর বাবা বিক্রম গুহর বক্তব্য, 'ছেলে অন্যায় করেছে, অবশ্যই শাসন করব।' ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ জানান, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

যা ঘটেছে

- বন্ধুকে চায়ের দোকানে ডেকে টাকার দাবি করেন আর এক বন্ধু
- টাকা না দিতে পারায় 'নাকল ডাস্টার' দিয়ে মাথায় আঘাত
- আঘাতের জেরে ওই তরুণের মাথায় তিনটি ছিদ্র হয়ে যায়
- অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ, তদন্ত চলছে

শোভাযাত্রা

ধূপগুড়ি, ৬ জুলাই : ধূপগুড়ি ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে রবিবার একটি শোভাযাত্রা হয়। থানা চত্বরে ট্রাফিক গার্ডের দপ্তর থেকে শুরু হয়ে বিডিও অফিস রোড পরিক্রমা করে এই শোভাযাত্রাটি। ট্রাফিক কর্মী ও আধিকারিকরা ছাড়াও টোটোচালক, পরিবহণ কর্মী, স্কুল পড়ুয়া, ক্যারাটে স্কুলের শিক্ষানবিশ এবং সিভিক ভলান্টিয়াররা অংশগ্রহণ করেন। ধূপগুড়ি ট্রাফিক গার্ডের ওসি বসন্ত পাখরিন লামা বলেন, 'জেলাজুড়ে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালিত হচ্ছে। শোভাযাত্রার মাধ্যমে পথচারী এবং সমাজের সমস্ত অংশের মানুষকে সচেতন করাই মূল উদ্দেশ্য।'

পথসভা

ময়নাগুড়ি, ৬ জুলাই : রবিবার ময়নাগুড়ি শহরে অল বেঙ্গল ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে পথসভা ও স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিন অ্যাবেকার তরফে জানানো হয়, স্মার্ট মিটার খুলে নাও, পুরাতন মিটার ফিরিয়ে দাও। স্মার্ট মিটার বসানোর কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাতিল করার দাবিতে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। বিদ্যুৎ শিল্পের বেসরকারিকরণ চলবে না। এই দাবিতে ২ সেপ্টেম্বর কয়েক লক্ষ গণস্বাক্ষর সংবলিত দাবিপত্র রাজ্যপালকে দেওয়া হবে।

বৈঠক

মালবাজার, ৬ জুলাই : ২১শে জুলাই উপলক্ষ্যে মালে বৈঠক করল তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার সন্ধ্যায় মাল টাউন দলীয় কার্যালয়ে বৈঠকটি হয়। ৫ হাজার সমর্থক নিয়ে কলকাতা যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে টাউন তৃণমূল। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মাল টাউন সভাপতি অমিত দে, পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি, কাউন্সিলার নারায়ণ দাস, সুরজিৎ দেবনাথ, মিলন ছেত্রী প্রমুখ।

সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের অনুমোদন

ধূপগুড়ি, ৬ জুলাই : সম্প্রতি শহরে আরও একটি পুর সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণের অনুমোদন পেল ধূপগুড়ি পুরসভা। রাজ্য নগর উন্নয়ন সংস্থা (সুডা) ধূপগুড়ি পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডে শহরের চতুর্থ সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি গড়ার ছাড়পত্র দিয়েছে। এজন্য ৩৬ লাখ ৫২ হাজার ৯০৭ টাকার প্রকল্পে সবুজসংকেত মিলেছে বলে জানা গিয়েছে। পুরসভা সূত্রে খবর, এরপর পুর দপ্তর থেকে বরাদ্দের প্রথম কিস্তি এলেই টেন্ডার প্রক্রিয়ায় পুজোর আগেই নির্মাণকাজ শুরু করা হবে। পুর প্রশাসক বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, 'প্রতিটি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রকে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং নাগরিক পরিষেবামুখী করে গড়ে তোলার চেষ্টা করছি আমরা।'

হোমে শুভদৃষ্টি, শুরু নয়া স্বপ্নের

অনুসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৬ জুলাই : প্রত্যাশা পূরণ। চার হাত এক সোনালি-সুজিতের।

বিয়ের আসর জলপাইগুড়ির নিজলয় হোম চত্বরে। সবুজ পাড়, লাল বেনারসিতে সোনালি জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের সুজিতের সঙ্গে নতুন জীবন শুরু করলেন। আবাসিক কন্যাকে সম্প্রদান করলেন হোমের সঙ্গে যুক্ত এক কর্মী।

বিয়ে এবং ভূরিভোজ। মেনুতে আমিষ ও নিরামিষ, দু'রকম খাবার। হোমের মেয়েরাই তত্ত্ব সাজিয়েছেন। সোনালিকে সাজাতে ডেকে আনা হয়েছিল মেকআপ আর্টিস্টকে। জেলা শাসক শামা পারভিন সোনালির হাতে হাত রেখে আশীর্বাদ করেন। জেলা শাসক বলেন, 'খুব আনন্দের দিন আজ। সমস্ত নিয়ম মেনে বিয়ে হচ্ছে। সুন্দর আয়োজন। রূপশ্রী প্রকল্পে বিয়ের জন্য আর্থিক ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

সকলের মাঝে সোনালি। রবিবার জলপাইগুড়ির নিজলয় হোমে।

জলপাইগুড়ির জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক সুরজিৎ দে বলেন, 'এই আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। নতুন জীবনে পা রাখতে চলেছে সোনালি। এটাই আবেগের।' রবিবার সকালে বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল দধিমঙ্গলের মধ্য দিয়ে। পরে নিয়ম মেনে ঘি-মাছভাত খাওয়ানো হয়।

সোনালিকে মাখানো হয় বরের বাড়ির হলুদ। হোমের আশপাশের ৫টি বাড়ি থেকে আনা হয় সোহাগ জল। হোমে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ পেয়েছে সোনালি। সেই কাজে এগিয়ে যাওয়ার জন্য বিয়েতে তাই সেলাই মেশিন উপহার দিয়েছে হোম কর্তৃপক্ষ। যাতে তাঁর স্বাবলম্বী হওয়ার পথ প্রশস্ত হয়।

সোনালি বিয়ে নিয়ে কিছু প্রকাশ না করলেও তাঁর মুখের হাসি যেন বুঝিয়ে দিল অনেক কথা। হোমের বিয়েতে নিমন্ত্রিত ছিলেন ২২৫ জন। রাত সাড়ে এগারোটায় বিয়ের লগ্ন। ছাঁদনাতলায় শুভদৃষ্টি হল সোনালি-সুজিতের।

বিজেপি নেতার দলবদলের আবেদনে জল্পনা

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ৬ জুলাই : নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টার ঘটনায় মীমাংসার নামে টাকার প্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল বিজেপি নেতা রঞ্জিত বর্মনের বিরুদ্ধে। সেই রঞ্জিত এবার তৃণমূলে যোগ দিতে আবেদন করলেন। এই মর্মে সামাজিক মাধ্যমে একটি চিঠি ভাইরাল হয়েছে যাতে তাঁর নাম করে দলবদলের আবেদন করা হয়েছে। অবশ্য সেই চিঠির সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। তৃণমূল নেতৃত্ব এই ঘটনার বিরোধিতা করে বলে, এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টটি ভুয়ো। মিথ্যেভাবে দলের নাম জড়ানো হচ্ছে। জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায় বলেছেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস এমন ঘটনায় সায় দেয় না। এমন ঘটনায় যুক্ত কাউকে দলে নেওয়া হবে না।' এই বিষয়ে জানতে চেয়ে রঞ্জিতের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি।

দিনকয়েক আগে বিজেপির প্রাক্তন মণ্ডল কমিটির সদস্য রঞ্জিত বর্মনের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। সেখানে ধর্ষণের চেষ্টার ঘটনায় মিটমাট করার জন্যে ৫০ হাজার টাকার প্রস্তাব দিয়েছিলেন নেতা। সেই ভাইরাল ভিডিও'র সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। ঘটনায় পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করে। জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে।'

এরমধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করে দলের সভাপতির কাছে রঞ্জিত চিঠি দেওয়ার গুঞ্জনে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে। দলীয় স্তরে বিজেপি এঘটনায় কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। টাকা দিয়ে মীমাংসা কাণ্ডে জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপির সভাপতি শ্যামল রায় বলেন, 'এই ধরনের ঘটনা বিজেপি সমর্থন করে না। দলীয়ভাবে খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

শিশুদের মুক্ত পাঠশালা

মন ভালো করা

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

খুদেদের পড়াচ্ছেন বিমান সরকার। আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে।

আলিপুরদুয়ার, ৬ জুলাই : গত মাস দেড়েক ধরে আলিপুরদুয়ার শহরের প্যারেড গ্রাউন্ড আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে মোদির সভাকে ঘিরে। মাঠ রক্ষা, রক্ষণাবেক্ষণ, মাঠের সংস্কার থেকে আলোচনা ক্রমশ গড়িয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক দিকে। কিন্তু সেই মাস দেড়েক ধরেই প্যারেড গ্রাউন্ডে আরও একটি কর্মকাণ্ড চলছে, তার খবর রাখেন ক'জন?

প্রতিদিন সন্ধ্যায় মাঠের দক্ষিণ দিকে গেলে চোখে পড়বে কয়েকজন খুদেকে। তারা সকলেই পথশিশু। প্রত্যেকেই বইখাতা নিয়ে ভারী ব্যস্ত। পড়াশোনা করছে। আর বিনাপয়সায় তাদের পড়ানোর দায়িত্ব নিয়েছেন বিমান সরকার। আলিপুরদুয়ার শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিমান পেশায় বেসরকারি চাকুরে আর নেশায় সমাজকর্মী।

বিকেলের পর প্যারেড গ্রাউন্ড চত্বরে কেউ শরীরচর্চা করেন। কেউ সান্ধ্যভ্রমণ করেন। অনেকে আবার বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেন। আর এসবের মাঝেই দক্ষিণ দিকে হাইমাস্ট টাওয়ারের তলায় চলছে সেই বিনামূল্যের পাঠশালা। বিমানের এই উদ্যোগ পথচলতিদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। হঠাৎ এমন উদ্যোগ কেন? বিমান জানালেন, অনেকদিন ধরেই ভাবছিলেন যে পথশিশুদের জন্য যদি কিছু করা যায়। কেননা ওদের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। কিন্তু ওদের মধ্যেও তো প্রতিভা রয়েছে। তাদের মধ্য থেকেও তো একদিন কেউ আইপিএস, আইএএস বা ডব্লিউবিসিএস অফিসার বা অন্য কিছু হয়ে তাক লাগিয়ে দিতে পারে। তাছাড়া সেইসব খুদে দিনভর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। তাদের দিশা দেখানোর কেউ না থাকলে যে কেউ ভুলপথে চলে যেতে পারে। 'এইসব ভেবেই মাসখানেক ধরে প্রতিদিন সন্ধেবেলায় দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা খোলা আকাশের নীচে ওদের পড়াচ্ছি', বললেন বিমান।

সেই ক্লাসে ওদের অ, আ, ক, খ শেখানো হচ্ছে। অক্ষর পরিচয়ের পাশাপাশি লিখতেও শেখানো হচ্ছে। বানান শেখানো হচ্ছে। ওরা যে একেবারে পড়াশোনা করে না, তা কিন্তু নয়। যেমন বিমানের ছাত্র লক্ষ্মী সরকার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুলের চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া। বলল, 'স্কুলে পড়ি। কিন্তু এখানে স্যর আমাদের রোজ বিকেলে পড়া বুঝিয়ে দেন। অনেক কিছু শিখতে পারছি।' প্রথম শ্রেণির ছাত্রী পার্বতী সরকার বড় হয়ে উকিল হওয়ার স্বপ্ন দেখে। বলল, 'স্যর আমাদের পড়ানোর পাশাপাশি আঁকা শেখান। শরীরচর্চা শেখান। স্কুলে পড়লেও সেখানে তো এত কিছু শিখতে পারি না।' আর সাড়ে ৩ বছর বয়সি রিয়া সরকার এখনও স্কুলে যায় না। সে প্যারেড গ্রাউন্ডেই অ, আ শিখছে বিমানের কাছে।

কেবল পড়াশোনা নয়, ওদের মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চান বিমান। তাই আঁকা ও গান শেখানোর ভাবনাও রয়েছে। একাজে তাঁকে সাহায্য করার আশ্বাস দিয়েছেন দেবমণি সরকার। অদূরভবিষ্যতে সম্ভব হলে তাদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থাও করতে চান বিমান। চান, তাঁর পাঠশালায় পড়ুয়ার সংখ্যা আরও বাড়ুক।

পার্বতী, লক্ষ্মীদের বড়দিদি রাধা সরকার বলেন, 'আমরা এই ধরনের শিক্ষক বা গাইড পাইনি। যেটা আমার বোনরা পাচ্ছে। জীবনে কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল, সেটা বুঝতে পারছে।' তাদের মা পুনম সরকারও বিমানকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

স্বামীর এই কীর্তিতে গর্বিত বিমানের সহধর্মিণী রাই সরকার। বললেন, 'খুবই ভালো উদ্যোগ নিয়েছে ও। আমি সবরকম সহযোগিতা করছি। প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রতি সন্ধ্যায় হাঁটতে যেত। তখনই পথশিশুদের দেখে এই ভাবনা বিমানের মাথায় এসেছিল। ওদের মধ্য থেকেই বলেকয়ে পড়ুয়া জোগাড় করেছে।'

ইংল্যান্ডে সোনা জয় সৌরভের

প্রসেনজিৎ সাহা

সোনার হাসি সৌরভ সাহার।

দিনহাটা, ৬ জুলাই : শুভমান গিলের দলবল যখন এজবাস্টনে রেকর্ড তৈরি করার লক্ষ্যে লড়াই করছে, তখন সেই ইংল্যান্ডের মাটিতেই ভারতের পতাকা তুলে ধরলেন সৌরভ সাহা। দিনহাটার সৌরভ ২১তম পুলিশ অ্যান্ড ফায়ার গেমসের রিলে রেসে দ্বিতীয় পদক জিতলেন। এর আগে পেয়েছিলেন ব্রোঞ্জ। এবার পেলেন সোনা। ইংল্যান্ডেরই বার্মিংহামে সেই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। তাঁর এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত সৌরভের পরিবার সহ গোটা শহরই।

গত ২৭ জুন থেকে বার্মিংহামের আলবামায় এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। বিশ্বের যে কোনও দেশের পুলিশ বা নিরাপত্তাবাহিনীতে যাঁরা কাজ করেন বা কাজ করতেন, তাঁরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারেন। এর আগে সৌরভ ৪,৪০০ মিটার রিলে রেসে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিলেন। শনিবার ফের ৪,১০০ মিটার রিলে রেসে এবার সোনা জিতলেন। ১০০ মিটার দৌড় শেষ করতে তিনি সময় নিয়েছেন ৪০.৮৪ সেকেন্ড। প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হয়েছে আমেরিকা ও তৃতীয় হয়েছে অস্ট্রেলিয়া।

দিনহাটা পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সৌরভ ২০১৬ সালে বিএসএফে যোগদান করেছেন। বরাবরই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে দেশের নাম উজ্জ্বল করেছেন। এবার বিদেশের মাটিতেও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখলেন। স্কুল জীবনে দিনহাটা সংহতি ময়দানে অনুশীলন করতে করতেই ক্রীড়াবিদ চন্দন সেনগুপ্তর নজরে পড়ে গিয়েছিলেন। তারপর সাইতে প্রশিক্ষণ নেওয়া শুরু। খেলার সুবাদেই বিএসএফে চাকরি। বর্তমানে মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে কর্মরত।

শনিবার রাতে সৌরভের সোনা পাওয়ার খবর প্রকাশ্যে আসতেই দিনহাটার সাধারণ মানুষের পাশাপাশি খুশি সৌরভের মা, বাবাও। সৌরভের মা শিখা সাহা ও বাবা পরিতোষ সাহা রবিবার জানালেন, কবে ছেলে দেশের হয়ে পদক জিতবে, তাঁরা এই দিনটির জন্যই অপেক্ষায় ছিলেন। অবশেষে সেই অপেক্ষার অবসান হল জোড়া পদক লাভের মধ্য দিয়ে। সৌরভের মা জানিয়েছেন, ৮ জুলাই ভারতীয় দল দিল্লিতে ফিরলে অমিত শা দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে দেখা করবেন। তারপর ছুটি পেলে দিনহাটায় আসার কথা রয়েছে সৌরভের।

বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড পুলিশ অ্যান্ড ফায়ার গেমসে অংশ নিতে গত ২৭ জুন দিনহাটা থেকে রওনা দিয়েছিলেন তিনি। এত বড় সাফল্যের পর সৌরভ বলেন, 'এই পদক শুধু একটা পদক নয়, এটা প্রতিফলন। সকলের ভালোবাসা, সমর্থন ও আশীর্বাদের ফল।' এই জয়ের জন্য প্রাক্তন কোচ অজয় কুমার ও বর্তমান কোচ হারপ্রীত সিংকে বিশেষ কৃতিত্ব দিতে চেয়েছেন সৌরভ।

দিনহাটা ভেটারেন্স স্পোর্টস অ্যান্ড ফিটনেস ক্লাবের বর্তমান সম্পাদক চন্দন সেনগুপ্ত বলেন, 'সৌরভ শুধু দিনহাটার নয়, পুরো দেশের গর্ব। আমি জানতাম ও বড় কিছু করবে। ওর আরও সাফল্য কামনা করি।' দিনহাটা পুরসভার চেয়ারপার্সন অপর্ণা দে নন্দী ও ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরীর কথায়, এটা দিনহাটার জন্য একটা গর্বের মুহূর্ত। সৌরভের এই সাফল্য নবীন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করবে।

ক্লাসে ছাত্রীকে শারীরিক হেনস্তা

প্রথম পাতার পর

না নিয়ে বৈঠকের মীমাংসার পথে হাঁটলেন কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। স্কুলে তো কোনও পড়ুয়ার মোবাইল নিয়ে আসা বারণ। তারপরেও ক্লাসরুমের ভেতরে সেই ভিডিও কে তুলল, সেই প্রশ্নও উঠেছে। যদি অন্য সহপাঠীরা ঘটনাস্থলে থাকে, তাহলে কেউ থামাতে গেল না কেন?

স্কুলের অপর এক পড়ুয়ার অভিভাবকের কথায়, 'ক্লাসরুমের পরিবেশ এরকম হলে মেয়েদের স্কুলে পাঠানো নিয়ে ভাবতে হচ্ছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ কী কারণে ঘটনাটি ধামাচাপা দিচ্ছে, সেটা জানতে হবে। অবিলম্বে ছাত্রটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।'

প্রধান শিক্ষক প্রণয়কুমার বর্মন বলেন, 'অন্য পড়ুয়াদের কাছ থেকে ঘটনা সম্পর্কে জেনেছি। দুই পড়ুয়ার অভিভাবকদের ডেকে কথা বলা হয়। ছাত্রের পরিবার ও ছাত্রটি ভুল স্বীকার করে নেয়। দুই পক্ষকেই বুঝিয়ে বলা হয়েছে।' তবে সেই ঘটনার ভিডিও কে করল, সেই প্রশ্ন করলে অস্বস্তিতে পড়ে যান প্রধান শিক্ষক। বলেন, 'শনিবার এই ঘটনার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। কারা কীভাবে ভিডিও করল, সেটা স্কুল খুললে খোঁজ নেব। প্রয়োজনে আবার অভিভাবকদের ডাকা হবে।'

এদিকে, সেই ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর থেকে ছাত্রীটির পরিবার বাড়িতে নেই। ছাত্রটিও বাড়িতে নেই। ছাত্রের ঠাকুরদা জানালেন, তাঁর নাতি ভুল করেছে। তাকে বোঝানো হয়েছে। ভুল স্বীকার করানো হয়েছে। বিষয়টি দুই পরিবার মিলে মীমাংসা করা হয়েছে। এরপরে কারা ভিডিওটি ভাইরাল করল তা তিনি জানেন না।

ওদিকে ছাত্রীর এক আত্মীয়ের কথায়, 'সহপাঠীদের সঙ্গে সকলের মাঝেমধ্যে ঝামেলা হয়। তাই বিষয়টি হালকাভাবে নিয়ে মীমাংসা করা হয়। হেনস্তার ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পর আমরা বুঝেছি, পরিস্থিতি গুরুতর। অভিযুক্ত ছাত্রের শাস্তির দাবি জানাব পুলিশ প্রশাসনের কাছে।'

ছাত্রীর ওপর ছুরি নিয়ে হামলা

পতিরাম, ৬ জুলাই : নাছোড় প্রেমিকার থেকে রেহাই পেতে শেষে স্কুল পড়ুয়ার ওপর প্রাণঘাতী হামলা চালাল এক তরুণ। বর্তমানে দ্বাদশ শ্রেণির ওই ছাত্রী হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। এই ঘটনা ঘিরে শোরগোল ছড়িয়েছে পতিরামে। শনিবার সন্ধ্যায় পতিরাম থানার একটি এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। অজ্ঞাতপরিচয় দুই তরুণ বাইকে এসে ওই নাবালিকার রাস্তা আটকায়। তারপর মাথায় ও গলায় ধারালো কিছু দিয়ে আঘাত করে। মেয়েটি চিৎকার করতে করতে লুটিয়ে পড়ে। তার চিৎকার শুনে এক টোটোচালক এগিয়ে এলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা খবর দেন পতিরাম থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আশঙ্কাজনক অবস্থায় নাবালিকাকে উদ্ধার করে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে সে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। আহত কিশোরী স্থানীয় পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা।

ডুয়ার্সে স্বস্তি সেচ দপ্তরের

বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া শুরু ভুটানের

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৬ জুলাই : আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানাতে শুরু করল ভুটান। খবর দেবে বৃষ্টিপাতেরও। এতে ভুটান লাগোয়া ডুয়ার্সে আগাম সতর্কতা নেওয়া সহজ হবে বলে জানিয়েছেন সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলেন, 'বিভিন্ন বৈঠকে আমরা ভুটানকে বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিতে অনুরোধ করেছিলাম। অবশেষে ভুটান সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের সেচ দপ্তরকে সেই পূর্বাভাস দেওয়া শুরু হল।'

ডুয়ার্স, বিশেষ করে আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলার নদীগুলির উৎসস্থল ভুটান। ভুটানে বেশি বৃষ্টি হলে জল বেশি নেমে আসে ওই নদীগুলিতে। এমনকি ভুটানে প্রবল জলোচ্ছ্বাসে বন্যা হয় এই দুই জেলায়। অথচ এতদিন ভুটানে বৃষ্টি কিংবা আবহাওয়ার পূর্বাভাস ইত্যাদি কিছুই জানা যেত না এখানে বসে।

সামসী ভুটান সংলগ্ন ডুয়ার্সের চামুর্চির কাছে রেতি সুকৃতি নদী।

গোপীনাথ জানান, ভুটান সীমান্তবর্তী ডুয়ার্সের অনেক চা বাগানে রেইনগেজ স্টেশন ছিল বটে। তাতে ভুটান সংলগ্ন ডুয়ার্সে বৃষ্টিপাতের খবরাখবর পেতে সুবিধা হত। কিন্তু ভুটান বৃষ্টির পূর্বাভাস দিলে ডুয়ার্সের বন্যাপ্রবণ এলাকায় মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়া সহজ হবে।

দক্ষিণ ও পশ্চিম ভুটানের দাগানা শিরাং, শারপাং, সামসী ও ফুন্টশোলিং থেকে ৭২ ঘণ্টার পূর্বাভাস দেওয়া শুরু করেছে ভুটান। সর্বশেষ পূর্বাভাস অনুযায়ী রবিবার থেকে ৭২ ঘণ্টা আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি অঞ্চলের আকাশ মেঘলা থাকবে এবং হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে।

কৃষ্ণেন্দু বলেন, 'ভুটান পাহাড় থেকে পাহাড়ি ঝোরা সহ প্রায় ৭৪টি ছোট-বড় নদী ডুয়ার্সে নেমে এসেছে। এতদিন বৃষ্টির পূর্বাভাস না পাওয়ায় সময়ে পদক্ষেপ করা যেত না। এবার সমস্যার জট খুলল।'

ফকিরাগ্রাম ইয়ার্ড আধুনিকীকরণ

নিউজ ব্যুরো

৬ জুলাই : আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ফকিরাগ্রাম স্টেশনে ইয়ার্ড লেআউট সংশোধন করেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে।

২ জুলাই কাজটি করা হয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্যানেল ইন্টারলকিং সিস্টেমে জটিল পরিবর্তনগুলি দক্ষতার সঙ্গে শেষ করেছে। উন্নয়নের অংশ হিসেবে ৭৮২টি নতুন বৈদ্যুতিক সংযোগ ইন্টিগ্রেটেড হয়েছে, ২৮টি রুট দক্ষতার সঙ্গে অপ্টিমাইজড করা হয়েছে ও তিনটি অতিরিক্ত রুট সফলভাবে চালু করা হয়েছে। অপারেশনাল এক্সিলেন্স মজবুত করতে ২ পয়েন্ট, চারটি আপগ্রেডেড ট্র্যাক সার্কিটের ব্যবস্থার সঙ্গে একটি নতুন হাইগেইন মেইন সিগন্যাল রাখা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা জানান, এই আধুনিকীকরণের ফলে উন্নত এবং সুরক্ষিত ট্রেন চলাচল নিশ্চিত হবে। যাত্রীদের উন্নত পরিষেবা দেওয়ার জন্য এই পরিকাঠামোগত উন্নয়ন।

মদের ঠেকে আটক

প্রথম পাতার পর

ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন ধূপগুড়ি থানার আইসি অনিন্দ্য ভট্টাচার্য।

তবে পুলিশকে হেনস্তা সহ শাসকদলের নামে হুমকি দেওয়ার অভিযোগকে 'মিথ্যে' বলে দাবি করেছেন তাপস সূত্রধর। তিনি বলেন, 'কদমতলা মোড়ের পাশেই আমাদের বাড়ি। রাতে হট্টগোল শুনে বেরিয়ে দেখি পুলিশের সঙ্গে কয়েকজনের বচসা চলছে। পরিস্থিতি থামাতে গেলে আমাকেও থানায় যেতে বলা হয়।'

একই সুরে বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী গৌরাঙ্গ দে বলেন, 'মেলা শেষে আমি বাড়ি ফিরে যাই। বেশি রাতে ফোনে গণ্ডগোলের খবর পেয়ে যাই আর পুলিশ আমাকেই ধরে নিয়ে আসে।'

সংখ্যালঘুদের উচ্ছেদের অভিযোগ

বক্সিরহাট, ৬ জুলাই : নিম্ন অসমের বিলাসীপাড়ায় উচ্ছেদ হওয়া পরিবারগুলিকে এককালীন ক্ষতিপূরণ বাবদ পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক বিলি শুরু করল ধুবড়ি জেলা প্রশাসন। রবিবার ক্ষতিপূরণ হিসেবে সেই চেক তুলে দেন অতিরিক্ত জেলা শাসক প্রীতিলেখা ডাকাই। অন্যদিকে, তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরির জন্য পাঁচ হাজার বিঘা জমিতে উচ্ছেদ অভিযান চালাতে তৎপর হয়েছে প্রশাসন। রবিবার বিলাসীপাড়ায় নামানো হল শয়ে-শয়ে আর্থমুভার। অশান্তি এড়াতে দিনভর দফায় দফায় চলছে পুলিশি টহলদারি।

এবিষয়ে ধুবড়ির অতিরিক্ত জেলা শাসক প্রীতিলেখা ডাকাই বলেন, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ভূমিহীনদের পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। ধীরে ধীরে সকলেই সেই ক্ষতিপূরণ পেয়ে যাবেন।'

তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য বিলাসীপাড়ায় প্রায় পাঁচ হাজার বিঘা জমি চিহ্নিত করেছে সরকার। এই পাঁচ হাজার বিঘা জমির মধ্যে পাঁচশো বিঘা জমির পাট্টা রয়েছে। বাকি সবটা সরকারি জমি। ইতিমধ্যেই প্রস্তাবিত সেই তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র এলাকা পরিদর্শন করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। প্রায় চল্লিশ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে সেই তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলা হবে বলে প্রশাসন জানিয়েছে।

প্রশাসন সূত্রে খবর, ধুবড়ির বিলাসীপাড়ার সন্তোষপুর, চিরাকুটার বাসিন্দাদের বাড়িঘর অন্যত্র সরিয়ে নিতে শনিবারই ২৪ ঘণ্টা সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল সেখানকার প্রশাসন। এরপরেই বাসিন্দাদের একাংশ নিজে থেকে ঘরবাড়ি ভেঙে অন্যত্র সরিয়ে নিচ্ছেন। রবিবার সেই ভূমিহীন পরিবারগুলিকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে এককালীন ৫০ হাজার টাকার চেক বিলির কাজ শুরু করল জেলা প্রশাসন। রবিবার গুয়াহাটিতে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিলাসীপাড়ার সকলকে জমি খালি করে দেওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে। সরকার কোনওরকম ঝামেলার পক্ষপাতী নয়।'

এই উচ্ছেদকে ঘিরে গর্জে উঠেছে আমছুর পার্টি।

এদিন বিলাসীপাড়ায় সভা করে আমছুর পার্টির সভাপতি রেজাউল করিম সরকার বলেন, 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে টার্গেট করে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হচ্ছে। সংখ্যালঘু মানুষের ওপর আর্থমুভার চালাচ্ছে বিজেপি সরকার।'

শাপমোচন

প্রথম পাতার পর

৩৩৬ রানের রেকর্ড জয়ে হেডিংলে হারের প্রত্যাঘাত। সিরিজ ১-১ করার উন্মাদনা নিয়ে লর্ডসের তৃতীয় টেস্টে নামার আস্ফালন শুভমানদের।

অথচ, দিনের শুরুটা হয়েছিল শুভমানদের 'ছটফটানি' বাড়িয়ে দেওয়া বৃষ্টিতে। সকাল থেকেই বরুণ দেবের জমিয়ে 'ব্যাটিং'। সাজঘরের ব্যালকনিতে বসে আকাশপানে চেয়ে থাকা। ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিটের লম্বা প্রতীক্ষা শেষে খেলা শুরু এবং ধাপে ধাপে লক্ষ্যে পৌঁছোনো।

বৃষ্টিতে সমীকরণ বদলে যায়। ৮০ ওভারে দরকার বাকি সাত উইকেট। আকাশের সৌজন্যে অপেক্ষা দীর্ঘ হয়নি। দিনের চতুর্থ ওভারেও ওলি পোপ (২৪) আউট। পরের ওভারে বিপজ্জনক হ্যারি ব্রুকও (২৩)। জোড়া ধাক্কায় রিংটোন সেট করে দেন আকাশ। গুলিয়ে দেন ইংল্যান্ডের ড্রয়ের আশা। বাজবলের আস্ফালন ঝেড়ে গতকাল সহকারী কোচ মার্কাস ট্রেসকোথিক জানান, অসম্ভব টার্গেট। তাড়া করা সম্ভব নয়।

চতুর্থ দিনের শেষবেলায় ইংল্যান্ডকে ৭২/৩ করার পর পিছনের দিকে তাকাতে রাজি ছিল না গৌতম গম্ভীরের দলও। লক্ষ্যপূরণে শুভমানের প্রধান অস্ত্রের দায়িত্বটা আকাশ নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে নিয়ন্ত্রিত সুইংয়ে খানখান করলেন ব্রেন্ডন ম্যাককুলামের সাধের বাজবলের কারিগরদের।

প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে সুনীল গাভাসকার, চেতেশ্বর পুজারার দাবি, শুভমান নিঃসন্দেহে স্বপ্নের ব্যাটিং করেছে। সংগত কারণে ম্যাচের সেরাও। তবে প্রায় ঘাসহীন পাটা পিচে বাজবলকে চুপসে দিয়ে জয়ের নায়ক আকাশও। প্রথমবার ইংল্যান্ডে খেলার অনভিজ্ঞতা সরিয়ে জো রুট, পোপদের বিরুদ্ধে একের পর এক আনপ্লেয়েবল ডেলিভারি! বিস্মিত সানিরাও। ৭২/৩ থেকে শুরু করে ইংল্যান্ড দ্রুত ৮৩/৫। জয়ের গন্ধে গ্যালারিতে ততক্ষণে ভারত-আর্মির উৎসব শুরু। বাড়তি উদ্যমে ফুটছেন মহম্মদ সিরাজ থেকে ওয়াশিংটন সুন্দর, প্রত্যেকে। যা আটকানোর রসদ ছিল না বেন স্টোকস (৩৩), জেমি (৮৮), ক্রিস ওকসদের কাছে (৭)। স্মিথ-স্টোকস কিছুটা প্রতিরোধ গড়ার প্রয়াস চালালেও তা সাময়িক।

ব্যাটারদের নাকের ডগায় এক ঝাঁক ফিল্ডার রেখে পেস-স্পিনের ককটেল। যে জাঁতাকলে লাঞ্চের ঠিক আগে থামে স্টোকসের লড়াই। সুন্দরের বল পা বাড়িয়ে ডিফেন্স করতে মিস। মরিয়া স্টোকস লেগবিফোরের বিরুদ্ধে রিভিউ নিলেও লাভ হয়নি।

স্টোকস ফিরতেই লাঞ্চ। ইংল্যান্ড ১৫৩/৬। বাকি সময়ে জেমি (৮৮) আগ্রাসী ইনিংসটুকু সরিয়ে রাখলে ভারতের জয় সময়ের অপেক্ষামাত্র ছিল। বাউন্সারে ওকস-কাঁটা সরিয়ে দেন প্রসিধ। সহজ ক্যাচ সিরাজের হাতে। যা ধরার পর সিরাজের সেলিব্রেশনে ম্যাচ যেন পকেটে পোরার উচ্ছ্বাস। অথচ, তখনও দরকার আরও তিন উইকেট!

আসলে দুটি রাস্তা কার্যত খোলা ছিল। হয় ভারত জিতবে কিংবা ড্র। ম্যাককুলামরা বুঝে যান, ছয়শো প্লাস রান তাড়া অসম্ভব। অতএব বাজবল ছেড়ে ড্রয়ের লক্ষ্যে খেলা। কিন্তু আকাশরা সেই সুযোগ দেওয়ার মেজাজে একেবারেই ছিলেন না। সকালে আতঙ্ক ছড়ালেও, আবহাওয়াও বাদ সাধেনি বাকি সময়ে।

চেতন শর্মার (১০/১৮৮, ১৯৮৬) পর দ্বিতীয় ভারতীয় বোলার হিসেবে বার্মিংহামে দশ উইকেট নিয়ে নজির গড়েন আকাশ। সিরাজের সাত উইকেট, দুই ইনিংসে শুভমানের স্বপ্নের ব্যাটিং এবং তরুণ ব্রিগেডের নাছোড় প্রত্যাঘাত- বার্মিংহামে প্রাপ্তির ঘড়া পূর্ণ ভারতীয় ব্রিগেডের।

দাপিয়ে মৃত্যু ২ বাইসনের

প্রথম পাতার পর

বাইসনকেই ঘুমপাড়ানি গুলি ছুড়ে কাবু করা হয়। সাপ্টিবাড়িতে থেকে যাওয়া বাইসনটিকে রামশাই জঙ্গলে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয়। পরে অন্য বাইসনটিরও মৃত্যু হয়।

সাপ্টিবাড়ি এলাকার বাসিন্দা নীতীশ সরকার বলেন, 'আগে কখনও এই এলাকায় বাইসনের হামলা হয়নি। কীভাবে ওরা এতদূর পৌঁছাল, তা বোঝা যাচ্ছে না।' আরেক বাসিন্দা পঙ্কজ অধিকারী বলেন, 'বাইসনটি ভিড়ের দিকে তেড়ে এসে চোখের সামনে একজনকে জখম করল, অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পাই।'

সাপ্টিবাড়ির আশপাশে জঙ্গল নেই। যেখানে এদিন বাইসন দুটিকে দেখা গিয়েছে সেই এলাকা থেকে গরুমারা জঙ্গলের দূরত্ব প্রায় ৪৫ কিলোমিটার। প্রাথমিকভাবে বনকর্তাদের অনুমান, রাতে গরুমারা জঙ্গল থেকে কোনওভাবে বাইসন দুটি বেরিয়ে জলঢাকা নদীর পাড় দিয়ে সাপ্টিবাড়ির দিকে চলে আসে। ভোর হয়ে যাওয়ায় বাইসন দুটি আর ফিরে যেতে পারেনি। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন, 'বাইসন দুটি কীভাবে এতদূর পৌঁছাল তা আমরা খতিয়ে দেখছি। আহতদের বন দপ্তরের তরফ থেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

উত্তরের নাট্যচর্চায় আশাভঙ্গের হাহাকার

প্রথম পাতার পর

নাট্যতীর্থ, মালদার আগামী- এরকম প্রায় আশিটার কাছাকাছি নাট্যদল নিয়মিত নাটক করে চলেছে। এই নাট্যগোষ্ঠীগুলি অদ্ভুত কিছু উপায়ে টিকে যাচ্ছে। যেমন- নিজেদের মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধন বাড়ানোর জন্য পূর্ণ নাটক, একাঙ্ক, অণুনাটকের উৎসব করে যাচ্ছে। যার ফলে উত্তরের বিভিন্ন জেলার নাট্যদর্শকের মধ্যে একটা কালচারাল বন্ডিং অগোচরে হয়েই যায়। আরেকটা নতুন ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে যেটা নাটকের পক্ষে শুভ তা হল, কোনও নাটকের দল বন্ধ হয়ে গেলে তাদের কুশীলবরা অন্য দলে নাটকে যোগ দিচ্ছে। কোনও কোনও নাট্যদল যেমন দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট নাট্যকর্মী প্রায় নয় বছর ধরে জেলায় নাট্য আগ্রহ বাড়ানোর লক্ষ্যে স্কুল ড্রামা ফেস্টিভাল করে চলেছে তাতে দর্শকের ঘাটতি হচ্ছে না। কিন্তু সমস্যা একটা থেকেই যাচ্ছে, রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান নাট্যদলকে দেওয়া হলেও সেই সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। কারণ, একটি নাটকে কুশীলব ছাড়াও মেকআপ ম্যান, আলো বিকারক ও সাহায্যকারী অনেক মানুষ যুক্ত থাকেন। সরকারি অনুদান এতদূর পর্যন্ত হয়তো পৌঁছায় না। কলকাতায় নাটকের মানুষেরা পেশাদার হওয়ার ঝুঁকি নিতে পারেন, কারণ তাঁদের সামনে টিভি ও সিনেমাতে অভিনয়ের সুযোগ থাকে। কিন্তু উত্তরের নাটকে নতুন নতুন যে শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা আসছে তাদের ভবিষ্যৎ কিছু নেই।

শিলিগুড়িতে একটা ফিল্ম সিটি গড়ে উঠল না কিংবা ফিল্ম ইনস্টিটিউট। অথচ উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সে, পাহাড়ে নিয়মিত সিনেমার শুটিং হয়, তাতে এখানকার কতজন ছেলেমেয়ে সুযোগ পান? অভিনয় শিক্ষার জন্যও কোনও আধুনিক ভাবনায় উত্তরবঙ্গের জন্য কেউ এগিয়ে আসেনি অথচ উত্তরবঙ্গের স্থানীয় স্তরে অনেক প্রতিভাবান অভিনেতা আছেন। শুধুমাত্র সংস্কৃতিচর্চার মধ্যে জীবিকার অভাব এ যুগে পূরণ করাই মুশকিল। উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চার আরেকটি বাস্তবতা, জেলাগুলি থেকে অনেক লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ পায় কিন্তু তার মধ্যে নতুন নাট্যকার কোথায়? সেই মন্মথ রায়, হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের মতো পশ্চিমবঙ্গ আদৃত নাট্যকার হয়ে ওঠার মতো উৎসাহ কম। উত্তরের নাট্যচর্চা জেলা সদর ও গঞ্জগুলিতে যেটুকু আছে তা একজন বা দুজন মানুষের নাট্য আন্দোলনকে বলয় করে গড়ে উঠেছে অর্থাৎ এর কোনও চিরাচরিত ধারার প্রবহমানতার উপর নির্ভরশীল নয়। তার উপর রাষ্ট্রের যদি যুক্তির প্রসারতা ও সংবেদনশীলতা কম থাকে সেক্ষেত্রে আপসকামী হওয়া ছাড়া কোনও পথ থাকে কি? তার ফলে সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতার মানের অধোগামী হওয়া ছাড়া উপায়ও থাকে না।

সরকারি বদান্যতায় যে ক'টি নাটকের উৎসব হয় সেখানে নাটক বাছাইয়ের ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন সেন্সরশিপের রক্তচক্ষু থাকলে মেধার আপসকামিতায় নতুন প্রজন্ম ও দর্শক মুখ ফিরিয়েও নিতে পারে। মুক্ত অর্থনীতির দুনিয়ায় সরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ কমে যাওয়া, উত্তরবঙ্গে বড় ও ভারী শিল্পের অভাব- সব মিলিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির শূন্যতা এবং চা বাগান সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়মিত কর্মসংকোচন এবং সোশ্যাল মিডিয়া, ওয়েব সিরিজ এইসব নানা কারণে নাটক দেখার মাধ্যমে মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উষ্ণতার মিলনক্ষেত্র আজ বিপন্ন ও অসহায়।

আমরা গড়ি কিন্তু কর্ষণ করি না। যেমন উত্তরবঙ্গের নাট্য উৎকর্ষ কেন্দ্র কোটি কোটি টাকা খরচ করে গড়া হল, সঙ্গে অত্যাধুনিক ব্ল্যাকবক্স। নাট্যামোদীদের দু'চোখে স্বপ্ন যে, উত্তরবঙ্গের মাটিতে নাটকের নিয়মিত সৃজন হবে। কেউ কেউ ভাবলেন এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে পড়ানো হবে। উত্তরবঙ্গ সহ ভারতের বিভিন্ন নাট্যকেন্দ্র থেকে বিদ্বজ্জনরা এসে নাটকের পাঠ নেবেন। রোমের কলোসিয়মের স্বপ্ন নিয়ে ভিসুভিয়াসের উদ্গিরণে উত্তরবঙ্গ জেগেছিল। উত্তরবঙ্গের সেই নাট্যপীঠ আশাভঙ্গের মূর্ছনার হাহাকারে ডুবে আছে। বছরের চার-পাঁচদিন সরকারি সাহায্যে নাট্য উৎসবের কল্লোলে জাগে তারপর সারা বছর অন্ধকারে। নিবন্ধের শেষ আবেদন, নাটকের সাজানো বাগানে রাজারা যেন হৃদয়ের ক্ষত নিয়ে মঞ্চশাসন না করেন, তাহলে উত্তর প্রজন্মের কাছে মুখ লুকোব কোন লজ্জায়।

(লেখক- প্রাবন্ধিক ও নাট্য সমালোচক। বালুরঘাটের বাসিন্দা)

কর্মশালা

কালচিনি, ৬ জুলাই : সম্প্রতি অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের আলিপুরদুয়ার জেলার নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। রবিবার সংগঠনের নতুন কমিটির উদ্যোগে কারচিনি ব্লকের মেন্দাবাড়ির খাড়িয়াবস্তিতে একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল। সংগঠনের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি জয়প্রকাশ টিগ্গা বলেন, 'আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের দাবিদাওয়া নিয়ে আমরা আগামীদিনে কাজ করব।'

নতুন ইতিহাস লিখছ
স্টার বয়
গিলকে বিরাট

ইংল্যান্ড সিরিজে ভারতের রান মেশিন হয়ে উঠেছেন শুভমান গিল।

লন্ডন, ৬ জুলাই : বিরাট কোহলির জুতো পা রাখা শুধু নয়। ব্যাটন যে সঠিক লোকের কাঁধেই, বিরাটের চার নম্বর ব্যাটিং অর্ডারে খেলতে নেমে প্রতি ইনিংসে বোঝাচ্ছেন ভারতীয় ক্রিকেটের 'নয়া রান মেশিন' শুভমান গিল।

অধিনায়ক হয়ে প্রথম টেস্টেই ১৪৭ দিয়ে শুরু। বার্মিংহামে দ্বিতীয় ম্যাচে ২৬৯ ও ১৬১। এক টেস্টে ৪৩০ রান। ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে যা সর্বাধিক রান। শুভমানের যে রূপকথার ব্যাটিংয়ে মুগ্ধ ক্রিকেট দুনিয়া। ব্যতিক্রম নন বিরাট কোহলিও।

পত্রপাঠ সাবাশি জানিয়েছেন সতীর্থ তথা উত্তরসূরিকে। 'কিং' কোহলির কথায়, শুভমান নতুন করে ইতিহাস লিখছে। 'দারুণ খেলেছ স্টারবয়। নতুন করে ইতিহাস লিখছ। এখান থেকে আরও এগিয়ে যাও। আরও উন্নতি করো। এই সবকিছুর যোগ্য তুমি,' সমাজমাধ্যমে গিলকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে লিখেছেন বিরাট।

বিরাটের থেকে টেস্ট ফরম্যাটে শুভমানের কাঁধে ব্যাটন বদল নিয়ে হেয়ালিভরা বক্তব্য প্রাক্তন ইংল্যান্ড ক্রিকেটার ডেভিড লয়েডের। বিরাট-শুভমানের প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, আগের 'কিং'-এর মৃত্যু হয়েছে।

নয়া কিং শুভমান, বক্স অফিস পন্থ

সিংহাসনে নতুন রাজা। ঋষভ পন্থকে নিয়েও একইভাবে উচ্ছ্বসিত। লয়েডের মতে, মহেন্দ্র সিং ধোনির পর তৈরি শূন্যতা পূরণ করে দলকে ভরসা জোগাচ্ছে ঋষভ।

লয়েড লিখেছেন, 'মানুষ বলে বিশ্বমানের ক্রিকেটারদের শূন্যতা পূরণ হয় না। কিন্তু...। বাস্তব হল 'দ্য কিং' (বিরাট) মৃত। দীর্ঘজীবী হও কিং। আধুনিক ক্রিকেটে অন্যতম সেরা বিরাট কোহলির থেকে নির্বিঘ্নেই ব্যাটন নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছে শুভমান গিল। তাও একেবারে বিরাটের মেজাজেই। ঋষভ বরাবরই বক্স অফিস। মহেন্দ্র সিং ধোনির পর ভারতীয় ক্রিকেটকে অন্য পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে ঋষভ। দুইজনের উচ্চ প্রশংসা করতেই হচ্ছে।'

কুলদীপ যাদবকে দলে রাখা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হলেও বার্মিংহাম টেস্টে এখনও পর্যন্ত মহম্মদ সিরাজ-আকাশ দীপরা সেই 'কান্না' ঢেকে দিচ্ছেন বলে মনে করেন। লয়েড বলেছেন, 'একজন রিস্ট স্পিনার হয়তো দরকার ছিল ভারতের। ওয়াশিংটন সুন্দরকে খেলানো নেতিবাচক সিদ্ধান্ত। পাটা পিচে এখনও পর্যন্ত সিরাজ-আকাশরা দুর্দান্ত বল করছে। এখন দেখার শেষদিনের উইকেটে কুলদীপের অভাব হয় কিনা?'

র‌্যাপিডের ছন্দ ব্লিৎজে হারালেন গুকেশ

জাগ্রেব, ৬ জুলাই : ডোম্মারাজু গুকেশ শুক্রবার সুপার ইউনাইটেড দাবায় র‌্যাপিড ফরম্যাটে শেষ করেছিলেন শীর্ষে থেকে। সেই ছন্দ শনিবার ব্লিৎজ ফরম্যাটে দেখাতে পারেননি ১৮ বছরের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। ৯ রাউন্ডের মধ্যে হেরে যান ৭ রাউন্ডে। গতকাল তাঁর সংগ্রহ ছিল মাত্র ১.৫ পয়েন্ট।

নয় রাউন্ডে সাত হার

গুকেশের সঙ্গে ব্লিৎজে ড্র করলেও প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন কার্লসেন।

অথচ র‌্যাপিড ফরম্যাটের শেষে গুকেশ (১৪ পয়েন্ট) প্রতিযোগিতায় এগিয়ে ছিলেন। তৃতীয় স্থানে ছিলেন ম্যাগনাস কার্লসেন। তাঁর প্রাপ্তি ছিল ১০ পয়েন্ট। শনিবারের জঘন্য পারফরমেন্সের পর গুকেশ নেমে যান তিনে। তাঁর পয়েন্ট ছিল ১৫.৫।

অন্যদিকে, ব্লিৎজ ফরম্যাটে স্বমহিমায় ফিরেছেন এক নম্বর দাবাড়ু কার্লসেন। শনিবার ব্লিৎজে সম্ভাব্য ৯ পয়েন্টের মধ্যে তিনি ৭.৫ পয়েন্ট তুলে নিয়েছেন। একটিও ম্যাচ না হেরে নরওয়ের দাবাড়ু জিতেছেন ৬টি ম্যাচ, ড্র করেছেন ৩টি রাউন্ডে। ফলে শনিবার দিনের শেষে ১৭.৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ছিলেন কার্লসেন। রবিবার এর সঙ্গে আরও ৫ পয়েন্ট যোগ করে তিনি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। দ্বিতীয় স্থানে থাকলেন ওয়েসলি সো। গুকেশ ১৯.৫ পয়েন্ট নিয়ে শেষ করেন তিন নম্বরে। ভারতের আর এক দাবাড়ু রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দ ১৫ পয়েন্ট নিয়ে নবম স্থানে থাকেন।

দাবার দ্রুততম ফরম্যাট ব্লিৎজে মনঃসংযোগের ঘাটতি লক্ষ্য করা গিয়েছে গুকেশের খেলায়। গতকাল শুরুতেই ওয়েসলি এবং নোদিরবেক আব্দুসাত্তোরভের বিরুদ্ধে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ হাতে থাকা সত্ত্বেও এন্ড গেমে ভুল চালে জয় হাতছাড়া করেন চেন্নাইয়ের দাবাড়ু। তারপর গোটা দিনই তিনি ছন্দ হাতড়েছেন। পরাজয় স্বীকার করেন কার্লসেন এবং স্বদেশীয় প্রজ্ঞানানন্দের কাছে।

ব্লিৎজে গুকেশের এখনও সময় প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন রাশিয়ান গ্র্যান্ডমাস্টার গ্যারি কাসপারভ। তিনি বলেছেন, 'এটা দাবার দ্রুততম ফরম্যাট। এবং গুকেশ এখনও পুরোপুরি তৈরি নয় বলে মনে হচ্ছে।' রবিবার অবশ্য ফিরতি রাউন্ডের ম্যাচে কার্লসেনের সঙ্গে ড্র করেন গুকেশ।

সংগীতার আলোয় উজ্জ্বল হাসপাতাল কোয়ার্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ জুলাই : হাসপাতাল কোয়ার্টারের এক চিলতে ঘরটাতেও আজ হাজার ওয়াটের আলো। যে আলোর নাম সংগীতা বাসফোর।

হতাশায় হাবুডুবু খাচ্ছে ভারতীয় ফুটবল। না, ভারতীয় ফুটবল বললে ভুল হবে। সুনীল ছেত্রীদের ধারাবাহিক ব্যর্থতার মাঝেও প্রথমবার মহিলাদের এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন এক টুকরো আশার আলো। 'ব্লু টাইগ্রেস'-দের এই সাফল্যে বড় অবদান রেখেছেন বাংলার সংগীতা বাসফোর। তাঁর বেড়ে ওঠা নদিয়া জেলার কল্যাণীতে। তবে কর্মসূত্রে বর্তমান ঠিকানা শিলিগুড়ি। পুলিশে চাকরিরত। কল্যাণীর সেই ডাকাবুকো মেয়েটার জোড়া গোলেই মহাদেশীয় মঞ্চে দেশের পতাকা ওড়ানোর স্বপ্ন দেখছে ভারত।

প্রাক্তন ফুটবলার বিজয় বাসফোর সম্পর্কে তাঁর মামা। প্রথম কোচও। সংগীতার গল্পটা আর পাঁচজন মহিলা ফুটবলারের মতোই। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সংগীতার বয়স তখন দশের আশপাশে। পরিবারের সম্মতি ছিল না। মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে খেলা দেখত ছোট্ট মেয়েটা। ফুটবলে আগ্রহ দেখে বিজয় বাসফোরই কাঠখড় পুড়িয়ে পরিবারের সম্মতি আদায় করেন। তাঁরই অ্যাকাডেমিতে সংগীতার ফুটবলে হাতেখড়ি। সেখান থেকে অনূর্ধ্ব-১৬ জাতীয় শিবির হয়ে সিনিয়ার দলে। যাত্রাটা সহজ ছিল না। আজ সংগীতা যখন সাফল্যের মধ্যগগনে দাঁড়িয়ে, গর্বিত তাঁর প্রথম কোচ। বিজয় বলছিলেন, 'আজ খুব আনন্দ হচ্ছে। ও আরও অনেক দূর যাবে।'

সংগীতা বাবাকে হারিয়েছেন বেশ কয়েকবছর আগে। মা পেশায় কল্যাণীর এক হাসপাতালের সাফাইকর্মী। ওখানেই কোয়ার্টারের এক চিলতে ঘরে সংগীতার বেড়ে ওঠা। ঘরের মেয়ের সাফল্যে কোয়ার্টারের সবাই আনন্দে উচ্ছ্বসিত। একরকম উৎসবের মেজাজ। তবে শনিবার রাতে সংগীতা যখন মাঠে গোল করছেন, তাঁর মা তখন হাসপাতালের কাজে ব্যস্ত। খেলা দেখা হয়নি। পরে ভিডিও কলে মেয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে। মেয়ে মাকে কথা দিয়েছে 'এবার একটা বাড়ি করে দেবে। নিজের বাড়ি।' যে স্বপ্নটা দেখেছিলেন সংগীতার বাবা।

এদিকে, সাফল্যের জন্য সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন মহিলা দলকে আর্থিক পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। ক্রিসপিন ছেত্রীর দলের হাতে প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা তুলে দেওয়া হবে। একইসঙ্গে এশিয়ান কাপের প্রস্তুতিতে যাতে কোনও খামতি না থাকে এআইএফএফ তার উদ্যোগ নেবে বলেও জানানো হয়েছে।

থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে সংগীতা বাসফোর।

নাটকীয় জয়ে সেমিতে রিয়াল

শেষ চারে এমবাপে-পিএসজি

দর্শনীয় গোলের পথে রিয়াল মাদ্রিদের কিলিয়ান এমবাপে। নিউ জার্সিতে।

নিউ জার্সি, ৬ জুলাই : নাটকীয় বললেও বোধহয় কম হবে।

৯০ মিনিট দাপট রিয়াল মাদ্রিদের। ২-০ গোলে এগিয়ে। পরের ৮ মিনিটে আরও ৩ গোল। বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের পক্ষে ২টি, ১টি রিয়ালের। শেষ পর্যন্ত ডর্টমুন্ডকে ৩-২ গোলে হারিয়ে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে খেলা নিশ্চিত করল মাদ্রিদ জায়েন্টরা।

শনিবার রাতে নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ম্যাচে ১০ মিনিটে নতুন আবিষ্কার গঞ্জালো গার্সিয়ার গোলে এগিয়ে যায় রিয়াল। ক্লাব বিশ্বকাপে এটি তাঁর চতুর্থ গোল। আরও ১০ মিনিট পর ২-০ করেন ফ্রান গার্সিয়া। পালটা বহু চেষ্টা করেও নির্ধারিত ৯০ মিনিটে একটি গোলও শোধ করতে পারেনি ডর্টমুন্ড। আসলে সব রোমাঞ্চ জমা ছিল সংযুক্ত সময়ের জন্য। যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে একটি গোল শোধ করে বরুসিয়া। ৯৪ মিনিটে ফের কিলিয়ান এমবাপের গোলে ব্যবধান দাঁড়ায় ৩-১। এরই মাঝে ৯৬ মিনিটে লাল কার্ড দেখেন রিয়ালের দিয়ান হুইসেন। ওই ফাউল থেকে পাওয়া পেনাল্টিতেই ৩-২ করেন ডর্টমুন্ডের সেরহৌ গুইরেসি। শেষ পর্যন্ত আর কোনও অঘটন ঘটেনি।

সেমিফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদের সামনে প্যারিস সাঁ জাঁ। ইউরোপ সেরাদের বিরুদ্ধে নামার আগে রিয়াল কোচ জাভি অলন্সো বলেছেন, 'ম্যাচটা দারুণ চ্যালেঞ্জিং হতে চলেছে। এই ম্যাচের ইতিবাচক দিকগুলো মাথায় নিয়ে ওই ম্যাচে মাঠে নামতে চাই।'

এদিকে, শনিবার ক্লাব বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে শেষ ম্যাচটি খেলে ফেললেন টমাস মুলার। বিদায়ি ম্যাচটি অবশ্য সুখকর হয়নি। মুলারের পরবর্তী গন্তব্যও এখন নিশ্চিত নয়। তবে শোনা যাচ্ছে মেজর লিগ সকারের কোনও ক্লাবে নাম লেখাতে পারেন তিনি। পিএসজি-র বিপক্ষে এই ম্যাচেই মারাত্মকভাবে আঘাত পেয়েছেন বায়ার্নের জামাল মুসিয়ালা। গোলরক্ষক জিয়ানলুইগি ডোন্নারুম্মার সঙ্গে সংঘর্ষে বাঁ পায়ের গোড়ালি ভেঙে গিয়েছে তাঁর। জার্মান সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, সুস্থ হয়ে মাঠে ফিরতে মুসিয়ালার চার থেকে পাঁচ মাস সময় লাগতে পারে। ফলে বুন্দেশলিগার নতুন মরশুমের শুরুতে অনিশ্চিত তিনি। যা বায়ার্নের জন্য নিঃসন্দেহে দুঃসংবাদ।

> ম্যাচটা দারুণ চ্যালেঞ্জিং হতে চলেছে। এই ম্যাচের ইতিবাচক দিকগুলো মাথায় নিয়ে ওই ম্যাচে মাঠে নামতে চাই।
>
> **জাভি অলন্সো**
> *(পিএসজি ম্যাচ নিয়ে)*

নতুন কোচের মেয়াদ কি ডিসেম্বর পর্যন্ত?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ জুলাই : নতুন কোচ কি ডিসেম্বর পর্যন্তই দায়িত্ব পেতে চলেছেন?

যা পরিস্থিতি তাতে সেরকম হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। কারণ দিনকয়েক আগেই অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিজেদের বাজেট পাস করানো হয়েছে। যেহেতু রিলায়েন্সের সঙ্গে ডিসেম্বর পর্যন্তই চুক্তি, তাই তারপর কী পরিস্থিতি থাকবে সেটা না পরিষ্কার হলে বাজেট ঠিক করা সম্ভব নয়। ফলে কোচ নিয়োগও ওই সময় পর্যন্তই করতে হতে পারে ফেডারেশনকে। কারণ তারপরের চুক্তি করা সম্ভব কি না সেই প্রশ্নই উঠবে। এসব কারণেই ভারতীয় কোচ নিয়োগ করার ভাবনা। আর্থিক সমস্যার জন্যই ভারতীয় কোচের কথা ভাবা হচ্ছে। এদিকে, দুই মহিলা ফুটবলারের সঙ্গে অশালীন আচরণের জন্য সাসপেন্ড হওয়া দীপক শর্মা আবার কার্যনির্বাহী সমিতিতে ফিরে এসেছেন। তাঁকে চার বছরের জন্য ব্যান করা হলেও শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি তাঁকে ছাড় দেয়। যা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কীভাবে দুজন মহিলা ফুটবলারের সঙ্গে অন্যায় আচরণের পরও এক কর্তা ছাড় পেয়ে যান, প্রশ্ন সেখানেই।

ইস্টবেঙ্গলেই সৌভিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ জুলাই : আরও দুই বছর ইস্টবেঙ্গলের হয়ে খেলবেন মিডিও সৌভিক চক্রবর্তী। শনিবার তাঁর সঙ্গে দুই বছর চুক্তিবৃদ্ধির কথা জানিয়েছে লাল-হলুদ। এদিকে, ডায়মন্ড হারবার এফসি তাদের তৃতীয় বিদেশি হিসেবে স্প্যানিশ ডিফেন্ডার মাইকেল কর্টাজারকে চূড়ান্ত করেছে। ইতিমধ্যে তাদের নবাগত ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার ক্লেইটন সিলভা কলকাতায় এসে গিয়েছেন।

এনসি ক্লাসিকে পদকজয়ীদের সঙ্গে ট্রফি হাতে নীরজ চোপড়া।

স্বপ্নের মঞ্চে ট্রফি জিতে তৃপ্ত নীরজ

বেঙ্গালুরু, ৬ জুলাই : স্বপ্নের মঞ্চে সোনালি সাফল্য।

অলিম্পিক, কমনওয়েলথ, এশিয়ান গেমসে সোনা। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ, ডায়মন্ড লিগে খেতাব জয়। জ্যাভলিনে প্রায় সব বড় শিরোপাই রয়েছে নীরজ চোপড়ার ঝুলিতে। তবে শনি সন্ধ্যায় যে সাফল্য পেলেন, নীরজের কাছে সেই স্বাদ একটু অন্যরকম।

'নীরজ চোপড়া ক্লাসিক'-এ চ্যাম্পিয়ন। ট্রফি হাতে ভারতের তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার বলেছেন, 'নিজের নামাঙ্কিত চ্যাম্পিয়নশিপে সেরা হওয়ার অনুভূতি সত্যিই অন্যরকম।' বেঙ্গালুরুর শ্রী কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে ৯০ মিটারের লক্ষ্য নিয়ে নেমেও ৮৬.১৮ মিটারে সন্তুষ্ট থাকতে হয় নীরজকে। সেই নিয়ে বলেছেন, 'আমার মনে হয়েছিল ৮৮ মিটার পার করতে পারবই। ৯০ হলেও হতে পারে। তবে পরিস্থিতি সঙ্গ দেয়নি। তবুও যা হয়েছে তাতেই খুশি।' জানালেন প্রথম থ্রো ফাউল হওয়ায় চাপে পড়ে যান। সেই সময় কোচ জান জেলেজনির পরামর্শেই সাফল্য। নীরজের কথায়, 'এমন উত্তাল হাওয়া আশা করিনি। কোচই আমাকে সোজা জ্যাভলিন ছোড়ার পরামর্শ দেন। সেটাই করেছি।'

'এনসি ক্লাসিক' নীরজের স্বপ্নের প্রতিযোগিতা। যার সলতে পাকানোর শুরুটা বছর খানেক আগে। সাফল্যের সঙ্গে চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজনের পর নীরজও তৃপ্ত। বলেছেন, 'ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই টুর্নামেন্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমি চাই এনসি ক্লাসিক একটা ব্র্যান্ড হয়ে উঠুক। যাতে ভারতের ছেলেমেয়েরা অ্যাথলেটিক্স নিয়ে আরও মনোযোগী হয়। আমাদের দেশে প্রতিভার অভাব নেই। প্রয়োজন সুযোগ আর পরিকাঠামোর।'

> ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই টুর্নামেন্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমি চাই এনসি ক্লাসিক একটা ব্র্যান্ড হয়ে উঠুক। যাতে ভারতের ছেলে-মেয়েরা অ্যাথলেটিক্স নিয়ে আরও মনোযোগী হয়। আমাদের দেশে প্রতিভার অভাব নেই। প্রয়োজন সুযোগ আর পরিকাঠামোর।
>
> **নীরজ চোপড়া**

প্যারিস সাঁ জাঁ-র গোলরক্ষক জিয়ানলুইগি ডোন্নারুম্মার সঙ্গে সংঘর্ষে পায়ে মারাত্মক চোট নিয়ে মাঠ ছাড়ছেন বায়ার্ন মিউনিখের জামাল মুসিয়ালা। শোনা যাচ্ছে, ৪-৫ মাসের জন্য খেলার জগৎ থেকে তিনি ছিটকে গেলেন।

উইনিং কম্বিনেশন ভাঙতে চাইছে না মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ জুলাই : কলকাতা লিগে একটা জয় কাটিয়ে দিয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট শিবিরের গুমোট ভাব।

দ্বিতীয় ম্যাচে কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনকে ৪-০ গোলে হারিয়ে আত্মবিশ্বাসী ডেগি কার্ডোজোর ছেলেরা। সোমবার তাঁদের প্রতিপক্ষ রেলওয়ে এফসি। এই ম্যাচে ক্লান্তি চিন্তার কারণ হয়ে উঠতে পারে ডেগি কার্ডোজোর। তিনি বলেছেন, 'দ্বিতীয় ম্যাচের পর মাত্র তিনদিন সময় পেয়েছি আমরা। সেই অনুযায়ী খেলোয়াড়দের তৈরি করতে হয়েছে। ছেলেরা ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামবে। ৩ পয়েন্ট আমার লক্ষ্য।'

প্রতিপক্ষ রেলওয়ে এফসি এখনও পর্যন্ত তিনটি ম্যাচ খেলে জয় পেয়েছে একটিতে। কিন্তু তারপরেও রেলকে মোটেও হালকাভাবে নিচ্ছে না তারা। কোচ ডেগি বলেছেন, 'কলকাতা লিগ যথেষ্ট কঠিন প্রতিযোগিতা। রেলওয়ে এফসি বেশ ভালো দল। অনেক অভিজ্ঞ খেলোয়াড় আছে। ওদেরকে গুরুত্ব দিতেই হবে।'

আগের ম্যাচের উইনিং কম্বিনেশন ভাঙতে চাইছে না মোহনবাগান। ফলে আগের ম্যাচের প্রথম একাদশকেই মাঠে দেখা যেতে পারে। আসলে প্রতিপক্ষ রেল দলে তারক হেমব্রম, সায়ন দাস, অভিষেক আইচের মতো ময়দানের পরিচিত মুখ রয়েছে। ফলে তাদের বিরুদ্ধে কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ কার্ডোজো।

এদিন অনুশীলনের শেষের দিকে মাঠ ছেড়ে উঠে যান লিওয়ান কাস্থানা। যদিও কোচের দাবি, তার পায়ে হালকা ব্যথা ছিল। তবে পরের ম্যাচ খেলার জন্য তৈরি। তবে এই ম্যাচে ডাগআউটে কোচ কার্ডোজোর থাকা নিয়ে সংশয় রয়েছে। তিনি রাজারহাটে সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে চারদিনের একটি কোচিং কোর্স করবেন। তাই তাঁর পক্ষে সময়মতো মাঠে পৌঁছোনো মুশকিল। একান্তই ডেগি না থাকলে দলের দায়িত্ব সামলাবেন সহকারী কোচ বিশ্বজিৎ ঘোষাল।

আজ কলকাতা লিগে

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম রেলওয়ে এফসি

সময় : দুপুর ৩টা
স্থান : বিভূতিভূষণ স্টেডিয়াম, ব্যারাকপুর
সম্প্রচার : এসএসইএন অ্যাপে

মোহনবাগানের মাঝমাঠকে ভরসা দিতে তৈরি হচ্ছেন সালাউদ্দিন আদনান। রবিবার।

সমালোচনার জবাব রোনাল্ডোর বোনের

লিসবন, ৬ জুলাই : প্রয়াত পর্তুগিজ তারকা দিয়োগো জোটার শেষকৃত্যে দেখা গিয়েছে তাঁর একাধিক সতীর্থকে। অনুপস্থিত ছিলেন পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

রোনাল্ডোর অনুপস্থিতি নিয়ে প্রবল জল্পনা শুরু হয়েছে ফুটবল মহলে। জোটার মৃত্যুতে শোকবার্তা জানিয়েছিলেন সিআর সেভেন। কিন্তু শেষকৃত্যে না আসায় প্রবল সমালোচনার মুখে পর্তুগাল অধিনায়ক। যেখানে রুবেন নেভেস ক্লাব বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলে জোটার শেষকৃত্যে আসতে পারল, সেখানে রোনাল্ডোর না থাকা নিয়ে ক্ষুব্ধ ফুটবলপ্রেমীরা।

তবে, এই পরিস্থিতিতে রোনাল্ডোর হয়ে মুখ খুললেন তাঁর বোন কাটিয়া অ্যাভেরিও। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর পিতার প্রয়াণের পর সংবাদমাধ্যম ও উৎসাহী জনগণ সমবেদনা জানানোর পরিবর্তে সমাধীস্থলে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। কাটিয়া বলেছেন, 'যখন আমাদের বাবা মারা যান, তখন সমাধিস্থলে প্রবল বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা ও উৎসাহী জনতা সেখানে প্রবেশ করেন। একাধিক সমাধিও ক্ষতিগ্রস্ত করেন। এটা কখনই কাম্য নয়।' তিনি সমালোচকদের পালটা জবাব দিয়ে বলেছেন, 'দুই সদস্য মৃত্যুতে শোকাহত পরিবারকে সমবেদনা জানানোর পরিবর্তে কোনও বিশেষ ব্যক্তির অনুপস্থিতি নিয়ে উৎসাহী সবাই। তাঁকে নিয়ে সমালোচনা চলছে। এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক বিষয়।'

এখনও পর্যন্ত রোনাল্ডো নিজের অনুপস্থিতি নিয়ে কিছুই বলেননি।

জোটার শেষকৃত্যে অনুপস্থিত

খুব দ্রুত টিম ইন্ডিয়ায় দেখব : শাস্ত্রী

আদর্শ গিলের মতো বৈভবের লক্ষ্য ২০০

বার্মিংহাম, ৬ জুলাই : মিশন ইংল্যান্ডে তরুণ ভারতের দাপট অব্যাহত।

টেস্টে বেন স্টোকসদের বাজবলকে পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছেন যশস্বী জয়সওয়াল, ঋষভ পন্থরা। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন শুভমান গিল। অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেটে যেখানে শুভমানদের জায়গায় বৈভব সূর্যবংশী।

ইংল্যান্ড যুব দলের বিরুদ্ধে ৫২ বলে সেঞ্চুরিতে বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন। ভাঙেন যুব ওডিআইয়ে পাকিস্তানের কামরান গুলামের দ্রুততম শতরানের নজির (৫৩ বলে)। সবমিলিয়ে ৭৮ বলে ১৪৩ (১৩টি চার ও ১০টি ছক্কা)। বছর চোদ্দোর ভারতীয় 'ওয়ান্ডার কিড'-এ মুগ্ধ নাকউঁচু ইংল্যান্ডের ক্রিকেটমহল। রবি শাস্ত্রীর মতো প্রাক্তনদের বিশ্বাস, ভারতীয় সিনিয়ার টিমে উত্তোরণ সময়ের অপেক্ষামাত্র। দ্রুত শুভমানদের সাজঘরে দেখা যাবে বৈভবকে।

বৈভবেরও লক্ষ্য স্থির। যুব পর্যায় হোক বা আইপিএল, স্বল্প সুযোগেই সাড়া ফেলে দিয়েছেন। টেমসের পাড়ে ঝড়ের গতি বেড়েছে। ১৪৩ রানের বিস্ফোরণেই থামতে নারাজ। প্রথম ব্যাটার হিসেবে অনূর্ধ্ব-১৯ ওডিআই ক্রিকেটে দ্বিশতরান করতে চান। এক্ষেত্রে বৈভবের আদর্শ শুভমানই।

ভারতীয় টেস্ট অধিনায়কের দুরন্ত ইনিংসের সাক্ষী ছিলেন। যুব দলের কোচ ভিভিএস লক্ষ্মণ বৈভব সহ পুরো টিমকে অনুমতি দিয়েছিলেন বার্মিংহামে মাঠে গিয়ে খেলা দেখার। শুভমানের দ্বিশতরান দেখার পর বৈভবের মাথায় এখন ডাবল সেঞ্চুরির ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে।

বিস্ফোরক সেঞ্চুরির পর বৈভব সূর্যবংশী বলেছেন, 'শুভমান গিলের ১০০, ২০০ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছি। আমার ইনিংসটাকে আরও লম্বা করা উচিত ছিল। যখন আউট হই, ২০ ওভার বাকি। ইনিংস আরও দীর্ঘ করার সুযোগ ছিল। যে শটে আউট হয়েছি, তা সঠিকভাবে মারতে পারিনি। জানতাম না রেকর্ড করেছি। টিম ম্যানেজার অঙ্কিত স্যর বলেন। ভালো লাগছে। তবে আরও কিছুক্ষণ ক্রিজে কাটাতে না পারায় কিছু আক্ষেপ রয়েছে।'

বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে বিশ্ব ক্রিকেটকে নড়িয়ে দিলেও এখনই উৎসবের রাস্তায় হাঁটতে নারাজ রাহুল দ্রাবিড়ের 'ছাত্র' (রাজস্থান রয়্যালস)। আরও উন্নতিতে মনোনিয়োগ করতে চান। বৈভব বলেছেন, 'সেলিব্রেশন বলতে সেরকম কিছু হয়নি। সবাই শুভেচ্ছা জানিয়েছে। বাবা-মা, বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলেছি। ওরা খুশি। আমিও খুশি দলের হয়ে অবদান রাখতে পেরে। পরের লক্ষ্য ২০০ এবং পুরো ৫০ ওভার খেলা।'

বৈভবকে আরও বড় মঞ্চে দেখতে পাচ্ছেন রবি শাস্ত্রী। প্রাক্তন হেডকোচের মতে, আইপিএলের মতো মঞ্চটাতে দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছে বৈভব। অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার পর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেও সফল। প্রথম শ্রেণির ঘরোয়া ক্রিকেটে সাফল্যের ধারা বজায় থাকলে খুলে যাবে সিনিয়ার দলের দরজাও। ১৪ বছর বয়সেই অনূর্ধ্ব-১৯ মঞ্চে দাপট দেখাচ্ছে। ইংলিংশ কন্ডিশনে চলতি সাফল্য আরও এগিয়ে দেবে বৈভবকে।

লর্ডসে বুমরাহর সঙ্গে বোলিং করুক আকাশ

একমত সানি-পূজারা

বার্মিংহাম, ৬ জুলাই : হেডিংলে টেস্টে তিনি প্রথম একাদশে ছিলেন না। এজবাস্টন টেস্টে সুযোগ পেয়েই আকাশ দীপ প্রমাণ করেছেন, উইকেট নিতে তিনি জানেন। বিপক্ষ শিবিরে ত্রাস সঞ্চার করতেও তিনি জানেন। টেস্টে দুই ইনিংস মিলিয়ে ১০ উইকেট নেওয়া আকাশের বোলিংয়ে মুগ্ধ সুনীল গাভাসকার থেকে শুরু করে চেতেশ্বর পূজারা, সকলেই। মুগ্ধতার রেশ এতটাই যে, সম্প্রচারকারী চ্যানেলে সানি-পূজারারা একসুরে দাবি তুলেছেন ১০ জুলাই থেকে লর্ডসে শুরু হতে চলা সিরিজের তিন নম্বর টেস্টে আকাশই নতুন বলের দায়িত্ব সামলান। বিশ্রাম নিয়ে জসপ্রীত বুমরাহ লর্ডস টেস্টের প্রথম একাদশে ফিরলে তিনি আর আকাশ নতুন বলটা ভাগ করে নিন। গাভাসকারের কথায়, 'আকাশ দুর্দান্ত প্রতিভা। নতুন বলটা ব্যবহার করতে জানে। আমার মনে হয়, এজবাস্টনে যে ছন্দে ও বোলিং করছে, তারপর লর্ডসে তিন নম্বর টেস্টেও আকাশই বোলিং শুরু করুক। বুমরাহ ফিরলে ওর সঙ্গে আকাশই নতুন বলটা হাতে তুলে নিক।'

পূজারাও একইভাবে আকাশের প্রশংসা করে বলেছেন, 'আকাশের বলে গতি রয়েছে। বলের সিমটা ব্যবহার করতে জানে ও। সঙ্গে সুইংও রয়েছে। আমার মনে হয়, পরের টেস্টে বুমরাহর সঙ্গে আকাশই বোলিং শুরু করুক।'

সোমবার টিম ইন্ডিয়ার বার্মিংহাম থেকে লন্ডন চলে যাওয়ার কথা। তার আগে প্রথম ইনিংসে চার উইকেটের পর দ্বিতীয় ইনিংসেও বল হাতে প্রভাব বিস্তার করে ক্রিকেট দুনিয়ার নজর কেড়ে নিয়েছেন আকাশ। বিশেষ করে গতরাতে জো রুটকে যে ডেলিভারিতে বোল্ড করেছেন আকাশ, সেই ডেলিভারিকে ম্যাচের সেরা আখ্যাও দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে ক্রিজকে ব্যবহার করে অ্যাঙ্গেল তৈরি করতে গিয়ে আকাশের পিছনের পা পপিং ক্রিজের বাইরে পড়েছে, এমন বিতর্কও শুরু হয়েছে। অনেকেই বলছেন, রুটের বোল্ড হওয়া ডেলিভারি ছিল নো। বাস্তবে ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি-র নিয়ম অবশ্য ভিন্ন কথা বলছে। ধারাভাষ্যের সময় সেই নিয়মের উল্লেখ করে টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী আকাশের পাশে দাঁড়িয়েছেন। বলেছেন, 'আকাশের সামনের পা সঠিক জায়গায় ছিল। পিছনের পা ছিল লাইনে। তাই আর যাই হোক না কেন, ডেলিভারিটা নো নয়।'

এজবাস্টন টেস্ট জয়ের আনন্দে বিভোর ভারতীয় ক্রিকেট সমাজ। তার মধ্যেই ১০ জুলাই থেকে শুরু হতে চলা লর্ডস টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার বোলিং আক্রমণের ছবিটা কেমন হতে পারে, শুরু হয়েছে আলোচনা। এজবাস্টন টেস্টে বেন ডাকেট, রুটদের রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়া আকাশ লর্ডস টেস্টের প্রথম একাদশে থাকলে আর বুমরাহ প্রত্যাবর্তন করলে প্রসিধ কৃষ্ণাকে নিশ্চিতভাবেই দলের বাইরে যেতে হবে। আর মহম্মদ সিরাজকে প্রথম পরিবর্ত বোলার হিসেবে দেখা যাবে। গাভাসকার ঠিক সেটাই চাইছেন এখন। তাঁর কথায়, 'এজবাস্টনের দুর্দান্ত পারফরমেন্সের পর আকাশকে দলে রাখতেই হবে লর্ডসে। বুমরাহ ফিরলে প্রসিধকে বসতে হবে সাজঘরে। আর সিরাজকে প্রথম পরিবর্ত হিসেবে ব্যবহারের কথা ভাবা উচিত শুভমানের।'

'আউট সুইংয়ে আরও বিপজ্জনক'

বলছেন লক্ষ্মীরতন, সৌরাশিস, শিবশংকররা

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ জুলাই : ইন সুইংটা ছিলই। কিন্তু সময়ের সঙ্গে পরিশ্রম করে ইন সুইংয়ের জন্মগত দক্ষতার পাশে আউট সুইংও রপ্ত করেছে আকাশ দীপ। বলকে দুইদিকে সুইং করানোর দক্ষতা ও স্কিল আকাশকে ভারতীয় ক্রিকেটের আকাশে পৌঁছে দিয়েছে।

আপাতত তিনি এজবাস্টনের আকাশে উড়ছেন টিম ইন্ডিয়ার পেস বোলিংয়ের 'রাজা' হিসেবে। আকাশকে নিয়ে আগামীর স্বপ্ন দেখাও চলছে। হেডিংলে টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে ছিলেন না। দ্বিতীয় টেস্টে সুযোগ পেয়েই প্রথম ইনিংসে চার উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসেও একইভাবে জসপ্রীত বুমরাহর অভাব ঢেকে ভারতীয় বোলিংয়ের নেতা হয়ে উঠেছেন বাংলার আকাশ। জো রুটকে গতকাল যে ডেলিভারিতে বোল্ড করেছেন আকাশ, বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা, বোলিং কোচ শিবশংকর পাল, অনূর্ধ্ব-১৯ কোচ সৌরাশিস লাহিড়িরা মনে করছেন ডেলিভারিটা ম্যাচের সেরা। হয়তো চলতি সিরিজের সেরা ডেলিভারিটা দেখে ফেলেছে ক্রিকেট সমাজ। এহেন আকাশকে নিয়ে আজ উত্তরবঙ্গ সংবাদের সামনে মনের জানলা খুলে দিলেন বাংলার কোচেরা।

লক্ষ্মীরতন শুক্লা আকাশ দুর্দান্ত প্রতিভা। বাংলার তো বটেই, এই মুহূর্তে ভারতীয় দলের সেরা পেসার বললেও বোধহয় ভুল হবে না। জসপ্রীত বুমরাহর অনুপস্থিতি ঢেকে ইংল্যান্ডে প্রথম সুযোগেই যেভাবে নিজেকে মেলে ধরেছে, তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। রুটকে গতকাল যে বলে বোল্ড করল, নিশ্চিতভাবেই ম্যাচের সেরা। আকাশ ভারতীয় দলকে আরও স্মরণীয় মুহূর্ত উপহার দেবে বলেই আমার বিশ্বাস। আসলে ইন সুইংয়ের পাশে আউট সুইংয়ের স্কিলটা এখন ওকে ভয়ংকর করে তুলেছে। আর হ্যাঁ, আকাশের সাফল্যের মূল কারিগর হল সৌরাশিস।

সৌরাশিস লাহিড়ি আকাশকে যখন প্রথম দেখেছিলাম স্থানীয় ক্লাব ক্রিকেটে, বুঝতে সমস্যা হয়নি ছেলেটার মধ্যে মশলা রয়েছে। সেদিনের আকাশের সঙ্গে আজকের আকাশের অনেক ফারাক। মাঝের সময়ে আকাশ শুধুই এগিয়ে গিয়েছে। আর ওর এগিয়ে চলার পথের সাক্ষী থেকে আজ আমি গর্বিত। শৃঙ্খলা, পরিশ্রম, শেখার চেষ্টা আকাশের মধ্যে ছিলই। সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে নতুন কিছু করে দেখানোর বিষয়টি। এমন মানসিকতা নিয়েই ইংল্যান্ডে চমকে দিয়েছে ও। ইন সুইংটা ওর জন্মগত স্কিল। এখন আউট সুইং শিখে গিয়েছে। পুরোনো বলে রিভার্সও করতে জানে আকাশ। যেভাবে ও রুটকে বোল্ড করল, আমি মুগ্ধ। আকাশ আরও সফল হবে বলেই বিশ্বাস আমার।

শিবশংকর পাল আকাশ খাঁটি সোনা। বুমরাহহীন ভারতের সেরা বোলার। অনেকদিন ধরেই বাংলারও সেরা বোলার আকাশ। মুকেশ কুমারের কথা মাথায় রেখেই একথা বলছি। আকাশের স্কিল বিশ্বমানের। ইন সুইংয়ের পাশে আউট সুইং শিখে ফেলেছে ও। সঙ্গে ক্রিজে অ্যাঙ্গেল তৈরি করে বল করার বিশেষ দক্ষতা রয়েছে ওর। রিভার্স সুইংটাও জানে। রুটকে আউট করার মতো আরও ডেলিভারি আকাশের হাত থেকে বেরিয়ে এলে আমি অন্তত অবাক হব না।

পাঁচ উইকেট নেওয়ার বল হাতে সতীর্থদের সঙ্গে আকাশ দীপ।

কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেলর ফ্রিৎজ।

উইম্বলডনে শেষ আটে ফ্রিৎজ

লন্ডন, ৬ জুলাই : উইম্বলডনের পুরুষদের বিভাগে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন মার্কিন তারকা টেলর ফ্রিৎজ। তাঁর প্রতিপক্ষ জর্ডন থমসন দ্বিতীয় সেট চলাকালীন চোটের কারণে খেলা চালিয়ে যেতে পারেননি। তাই তিনি ফ্রিৎজকে ওয়াক ওভার দেন। তখন অবশ্য ফ্রিৎজ ৩-০ গেমে এগিয়ে ছিলেন। প্রথম সেট ৬-১ গেমে জিতেছিলেন এই মার্কিন তারকা।

পাশাপাশি অপর ম্যাচে কারেন খাচানভ ৬-৪, ৬-২, ৬-৩ গেমে কামিল মাচেরজাককে হারিয়েছেন। পুরুষদের ডাবলসে প্রতিযোগিতার তৃতীয় বাছাই টিম পুটজ-কেভিন ক্রাওয়েইটজ বিদায় নিয়েছেন। তাঁরা রিঙ্কি হিজিকাটা-ডেভিড পেলেনের কাছে ৬-২, ৬-৪ গেমে পরাজিত হন। মহিলাদের ডাবলসে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন চতুর্থ বাছাই জেলেনা অস্টাপেঙ্কো-হেইস সিউ-উই। তাঁরা একাতেরিনা আলেকজানদ্রোভা-ঝ্যাং সুহাইকে ৬-৪, ৬-০ গেমে হারিয়েছেন।

এদিকে উইম্বলডনে শততম ম্যাচ জিতে আপ্লুত সার্বিয়ান তারকা নোভাক জকোভিচ। তিনি শেষ ষোলোর লড়াইয়ে হারিয়েছিলেন মিয়োমির কেচমানোভিককে। পরে সার্বিয়ান তারকা বলেছেন, 'উইম্বলডনে খেলার স্বপ্ন সব টেনিস খেলোয়াড়ের থাকে। এখানে আমি অনেক ম্যাচ জিতেছি। এদিন ইতিহাস গড়তে পেরে ভালো লাগছে।' আপাতত উইম্বলডনের ইতিহাসে পুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১০৫টি ম্যাচ জিতেছেন রজার ফেডেরার। তারপরই রয়েছেন নোভাক।

অ্যাওয়ে টেস্টে ভারতের বৃহত্তম জয়

(রানের নিরিখে)

রান	প্রতিপক্ষ	স্থান	সাল
৩৩৬	ইংল্যান্ড	বার্মিংহাম	২০২৫
৩১৮	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	নর্থ সাউন্ড	২০১৬
৩০৪	শ্রীলঙ্কা	গল	২০১৭
২৯৫	অস্ট্রেলিয়া	পারথ	২০২৪
২৭৯	ইংল্যান্ড	লিডস	১৯৮৬

ইংল্যান্ডে ভারতীয়দের সেরা বোলিং

বোলিং ফিগার	বোলার	স্থান	সাল
১৮৭/১০	আকাশ দীপ	বার্মিংহাম	২০২৫
১৮৮/১০	চেতন শর্মা	বার্মিংহাম	১৯৮৬
১১০/৯	জসপ্রীত বুমরাহ	ট্রেন্ট ব্রিজ	২০২১
১৩৪/৯	জাহির খান	ট্রেন্ট ব্রিজ	২০০৭

অ্যাওয়ে ভেনুতে প্রথম জয় পেতে সর্বাধিক টেস্ট (এশিয়ান দল)

টেস্টের সংখ্যা	স্থান	দল	সাল
১৯	এজবাস্টন, বার্মিংহাম	ভারত	২০২৫
১৭	লর্ডস, লন্ডন	পাকিস্তান	১৯৮২
১৭	কেনসিংটন ওভাল, ব্রিজটাউন	শ্রীলঙ্কা	২০১৮
১৬	গাব্বা, ব্রিসবেন	ভারত	২০২১
১৫	নিউল্যান্ডস, কেপটাউন	ভারত	২০২৪

'সব ম্যাচ হেডিংলে হয় না'

টেস্ট জয়ের পর শুভমান

বার্মিংহাম, ৬ জুলাই : ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল! আকাশ দীপের বলে ব্রাইডন কার্স আউট হতেই লাফিয়ে উঠলেন তিনি। আর তারপরই অদ্ভুতভাবে নিজেকে সংযত করে ফেললেন ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল। এজবাস্টন 'অভিশাপ' কাটল। টিম ইন্ডিয়ার ৩৩৬ রানের বড় ব্যবধানে জয়ের মধ্যে রয়েছে অদ্ভুত তৃপ্তি। ফিল্ডিংয়ের সমস্যা মিটেছে। জসপ্রীত বুমরাহ ছাড়া ভারতীয় বোলাররা দুর্দান্ত পারফর্ম করেছেন। যার প্রমাণ প্রথম ইনিংসে মহম্মদ সিরাজের ছয় উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে ছয় উইকেট নিয়ে টিম ইন্ডিয়ার জয়ের ভিত গড়ে দিয়েছেন বাংলার আকাশ।

সিরিজে সমতা ফেরানোর সাফল্যের রাতে ম্যাচ জয়ের পর আবেগে ভেসে ভারত অধিনায়ক একসঙ্গে অনেকগুলি বিষয় স্পষ্ট করেছেন। লর্ডসে ১০ জুলাই থেকে শুরু হতে চলা তিন নম্বর টেস্টে বুমরাহ ফিরছেন, জানিয়েছেন শুভমান। একইসঙ্গে আকাশকেও প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। ভারত অধিনায়ক বলেছেন, 'এজবাস্টনের পিচে এতগুলি উইকেট নেওয়া সহজ ছিল না। কিন্তু আকাশ সঠিক লাইনে ধারাবাহিকভাবে বোলিং করে দলের জন্য কাজটা সহজ করে দিয়েছে। ওর জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণারাও ভালো বোলিং করেছে। হয়তো প্রসিধ বেশি উইকেট পায়নি। কিন্তু তারপরও দলের সাফল্যে ওর অবদান রয়েছে।' বোলারদের প্রশংসার পাশে তাঁর স্ট্র্যাটেজি নিয়েও মুখ খুলেছেন শুভমান। বলেছেন, 'এজবাস্টনের পিচে ৪০০-৫০০ যে যথেষ্ট হতে পারে, আমরা জানতাম। সেই মতো পরিকল্পনা করে ব্যাটিং করেছি আমরা। ব্যাটিংয়ের পাশে বোলিং, ফিল্ডিংয়ে দাপট দেখিয়ে যেভাবে আমরা ম্যাচে ফিরেছি, সেটা এক কথায় অসাধারণ। এই সাফল্য পুরো দলের।'

ব্যাট হাতে অধিনায়ক শুভমান নিজে সামনে থেকে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। প্রথম ইনিংসে ২৬৯ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬১। এজবাস্টন টেস্টে শুভমান একাই করেছেন ৪৩০ রান। নিজের পারফরমেন্স নিয়ে ভারত অধিনায়ক বলছেন, 'নিজের পারফরমেন্সে আমি খুশি। যদি আমার পারফরমেন্সের ফলে আমরা সিরিজ জিততে পারি, তার চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না। আমি আগেও বলেছি, আজ আবারও বলছি, ব্যাটার হিসেবে নিজেকে দেখতে চাই। সেভাবেই দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। আমি সবসময়ই ব্যাটারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ম্যাচের পর্যালোচনা করি। সেভাবেই সামনে তাকাতে চাই।' অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার ট্রফির ফল আপাতত ১-১। হেডিংলেতে হারের পর এজবাস্টনে ঘুরে দাঁড়িয়েছে টিম ইন্ডিয়া।

প্রথম টেস্টের সেই হার এখনও ভোলেননি ভারত অধিনায়ক। এজবাস্টন টেস্টের সেরা হওয়ার পর ভারত অধিনায়ক শুভমান বলেছেন, 'সব ম্যাচ হেডিংলের মতো হয় না। এই কথাটা আমরা জানতাম। সেটা মাঠে করে দেখাতে পেরেছি। এবার সামনে এগিয়ে চলার পালা।' আগামীকাল বার্মিংহাম থেকে লন্ডন পৌঁছে যাচ্ছে টিম ইন্ডিয়া। সেখানেই 'দ্য হোম অফ ক্রিকেট' লর্ডসে ১০ জুলাই থেকে শুরু হবে সিরিজের তিন নম্বর টেস্ট। আর সেই টেস্টে বুমরাহ ফিরছেন। ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য খুশির খবর জানিয়ে ভারত অধিনায়ক আজ বলেছেন, 'লর্ডসের মাঠে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য মুখিয়ে রয়েছি আমি। আর হ্যাঁ, লর্ডসে বুমরাহ ফিরছে।'

> লর্ডসের মাঠে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য মুখিয়ে রয়েছি আমি। আর হ্যাঁ, লর্ডসে বুমরাহ ফিরছে।
>
> **শুভমান গিল**

টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে প্রথম জয়ের স্মারক তুলছেন শুভমান গিল।

প্রীতি ফুটবলে জয়ী পুলিশ

জলপাইগুড়ি, ৬ জুলাই : 'পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ' উদযাপন উপলক্ষ্যে রবিবার টাউন ক্লাব মাঠে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ এবং প্রেস ক্লাবের মধ্যে একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়। ম্যাচে ২-০ গোলে জিতেছে জেলা পুলিশ। গোল করেন ট্রাফিক ডিএসপি অরিন্দম পালচৌধুরী এবং ধূপগুড়ির এসডিপিও জি লেপচা। ম্যাচ শেষে জেলা পুলিশ সুপার খন্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেছেন, 'এই ম্যাচের মাধ্যমে আমরা সামলে চালান, প্রাণ বাঁচান-এর বার্তা সমাজে ছড়িয়ে দিতে চাই। সকলের উচিত ট্রাফিক আইন মেনে হেলমেট-সিটবেল্ট পরে গাড়ি চালানো।'

সুমিতের দাপট

জলপাইগুড়ি, ৬ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে রবিবার পান্ডাপাড়া বয়েজ ও মিলন সংঘের ম্যাচ ২-২ গোলে ড্র হয়েছে। পান্ডাপাড়ার গোল করেন আলোক ওরাওঁ এবং কৌশিক গুহ। অন্যদিকে, জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন মিলনের সুমিত দাস।

জয়ী ২০২২

কোচবিহার, ৬ জুলাই : জেনকিন্স সুপার লিগ ফুটবলে রবিবার ২০১৪-'১৫ সংযুক্ত দলকে ২-০ গোলে হারিয়েছে ২০২২ ব্যাচ। জোড়া গোল করেন আকাশ সরকার। ম্যাচের সেরা ২০২২ ব্যাচের কুন্দন দাস।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন হাওড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হাওড়া - এর একজন বাসিন্দা সুভাষিণী দাস - কে 25.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 77L 75058 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "আমি এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভ করেছি। একজন মহিলা হিসাবে এই জীবন পরিবর্তনকারী সুযোগের জন্য আমি ক্ষমতায়িত হয়েছি মনে হচ্ছে। এত পরিমাণ মানুষের জীবনে এই ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানোর জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজ্ঞপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

জিতল নেতাজি

বালুরঘাট, ৬ জুলাই : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুবলচন্দ্র বিশ্বাস ও বিমলাসুন্দরী বিশ্বাস ট্রফি সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে রবিবার নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাব ২-১ গোলে জিতেছে কুড়াহা ফুটবল দলের বিরুদ্ধে। বালুরঘাটের ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের মাঠে নেতাজির অজয় মাহাতো ও অজিত বাস্কে গোল করেন। কুড়াহার একমাত্র গোলটি এসেছে সুমিত সোরেনের থেকে।

সেরা কুচলিবাড়ি

মেখলিগঞ্জ, ৬ জুলাই : 'পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ' উপলক্ষ্যে কুচলিবাড়ি থানা আয়োজিত ৪ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল আয়োজক কুচলিবাড়ি থানা। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-১ গোলে হারিয়েছে দেবীরডাঙ্গ একাদশকে। নির্ধারিত সময়ে কোনও গোল হয়নি। ফাইনালের সেরা কুচলিবাড়ির সহিদুল ইসলাম। সেরা গোলরক্ষক একই দলের রঞ্জন রায়।

বেলাকোবা হাইস্কুলের মাঠে চলছে সফট বলের ট্রায়াল।

সফট বলের ট্রায়ালে ৪৫

বেলাকোবা, ৬ জুলাই : ঝাড়খন্ডের জামশেদপুরে ১৯-২১ সেপ্টেম্বর জাতীয় পুরুষ ও মহিলা সফট বল চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে ১৭ জনের রাজ্য দল গঠনের জন্য উত্তরবঙ্গের খেলোয়াড়দের ট্রায়াল রবিবার অনুষ্ঠিত হল রাজগঞ্জ ব্লকের বেলাকোবা হাইস্কুলের মাঠে। ট্রায়ালের দায়িত্বে থাকা জলপাইগুড়ি জেলা সফট বল সংস্থার সচিব শুভ দাস বলেছেন, 'ট্রায়ালে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি ও মালদা থেকে ছেলে এবং মেয়েদের বিভাগ মিলিয়ে মোট ৪৫ জন অংশগ্রহণ করেছে।' তিনি আরও জানান নদিয়ার কল্যাণীতেও একই রকম ট্রায়াল হচ্ছে। দুই ট্রায়াল থেকে ১৭ জনের রাজ্য দল গঠন হবে।

ছবি : সুভাষচন্দ্র বসু

জিতল নবীন

জামালদহ, ৬ জুলাই : জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রদীপকুমার ঘোষ, তপনকুমার মিত্র ও নগেন্দ্রনাথ সরকার ফুটবলে রবিবার গোপালপুর নবীন সংঘ ১-০ গোলে জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনকে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা গোপালপুরের প্রীতম বর্মন গোল করেন। সোমবার খেলবে লাল স্কুল স্পোর্টস অ্যাকাডেমি ও শিকারপুর অগ্রদূত ক্লাব।

ম্যাচের সেরা প্রীতম বর্মন।
ছবি : প্রতাপকুমার ঝা